উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 20 August 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 93

সেনসেক্স : ৭৬,৯০৯.৬৮ (-৩২৫.৭৮)
নিফটি : ২৪,০৭৮.৩০ (-৭৬.৬০)

পরীক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে কড়া সুপ্রিম সুপারিশ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩৩°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৬°	২৬°	২৬°

সপ্তম বেতন কমিশনের কাজ শুরু ৫

বন্দে মাতরমের দুই স্তবকে অনড় কংগ্রেস ৭

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে স্তব্ধ পড়শি থেকে পরিবার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শংকর মোড় সংলগ্ন একটি অ্যাপার্টমেন্টের নীচে জড়ো হয়েছেন কয়েকজন। চারদিকে সমস্ত আলো জ্বললেও এখানে চাপা নিস্তব্ধতা। সামনে যেতেই চোখে জল নিয়ে এক তরুণ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন,

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা?
হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

‘কিছু জানতে এসেছেন?’ কলকাতার হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত বছর আটষট্টির যোগনারায়ণ আগরওয়ালের নাম বলতেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন সম্পর্কে তাঁর আত্মীয় ওই তরুণ। গলার স্বর নামিয়ে তিনি বলেন, ‘ওঁর স্ত্রী এখনও কিছু জানেন না। আমরা ওঁকে কিছু বলিনি। জানলে কী হবে বুঝতে পারছি না।’

এরপর দশের পাতায়

কলকাতায় দগ্ধ উত্তরবঙ্গের এক

আগুনের গ্রাসে ৯

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : তারাপীঠের ক্ষত এখনও দগদগে। সেই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের অগ্নিকাণ্ড বাংলায়। মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনাস্থল মধ্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্র মির্জা গালিব স্ট্রিট। তারাপীঠের মতো কলকাতার নিউ মার্কেট থানা এলাকার এক বহুতল হোটেলে ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তারাপীঠের মতো কলকাতাতেও মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।

তারাপীঠের মতো কলকাতার আগুনে বলি হয়েছেন উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। বীরভূমের ধর্মীয়স্থল তারাপীঠে মৃতদের মধ্যে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের ৩ ও জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির ১ জন। কলকাতার আগুন প্রাণ কাড়ল শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী যোগনারায়ণ আগরওয়াল (৬৮)-এর। ব্যক্তিগত কাজে মাত্র একদিন আগে কলকাতায় গিয়ে তিনি ওই হোটেলে উঠেছিলেন।

মৃতদের মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশি আছেন বলে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার সাংবাদিক দেবাশিস দত্তের পরিবারের সদস্য। দেবাশিসেরও প্রাণ গিয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন আরও অন্তত ৬ জন। হোটেলটির এসি মেশিনে শর্টসার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে দমকল দপ্তরের প্রাথমিক ধারণা।

নিহতদের সবার বিষাক্ত ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে প্রাণ গিয়েছে। এই ঘটনার দায় প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছেন রাজ্যের বিজেপি মন্ত্রীরা। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ‘পূর্বতন সরকারের অবহেলার ফলে নিউ মার্কেটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।’ তাঁর বক্তব্য, বছরের পর বছর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অগ্নিসুরক্ষার নিয়মের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন ভবন গড়ে উঠেছে। আগের সরকার সেইসব থেকে চোখ ঘুরিয়ে রেখেছিল।

দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীও বলেন, ‘পূর্বতন সরকারের আমলে কলকাতা পুরসভার অভিশাপ আমাদের বহন করতে হচ্ছে।’ সরকার পুরোপুরি তৃণমূল জমানার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আবার সরাসরি নিশানা করেছেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। তাঁর ভাষায়, ‘আমার জায়গায় আগে যিনি ছিলেন, তিনি কী করেছেন! ট্রেড লাইসেন্স কে দিল? সিইএসসি কী করে অনুমতি দিল?’

ফিরহাদ এখন ঋতব্রত শিবিরে। বিরোধী পক্ষে থাকলেও কার্যত সরকারের সমর্থক। ফিরহাদও পালটা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘দায় ঠেলাঠেলি করে সমস্যার সমাধান হবে না। ট্রেড লাইসেন্স ছিল কি না, তা মেয়রের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত লাইসেন্স ও অডিট ইত্যাদি দেখার দায়িত্ব দমকল দপ্তরের। আমি দিল্লির সরকারের দোষ দেব। বিজেপি আমার বিরুদ্ধে বলবে। এতে সমস্যার সমাধান হবে না।’

রাজনৈতিক এই চাপানউতোরের মধ্যে হোটেল মালিক বীরেশ্বর মিত্র পলাতক। হোটেলের ম্যানেজার ও এক কর্মচারীকে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের (ক্রাইম) নেতৃত্বে ৫ সদস্যের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তদন্ত শুরু করেছে। ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থল থেকে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

এরপর দশের পাতায়

অগ্নিকাণ্ডের পর ঘটনাস্থলে পৌঁছাল ফরেন্সিক টিম। বুধবার মির্জা গালিব স্ট্রিটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সবজির দামে হাত পুড়ছে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ জুন : হঠাৎ করেই ঊর্ধ্বমুখী সবজির দাম। সপ্তাহখানেক আগের তুলনায় বেশিরভাগ সবজির দাম কেজিপ্রতি প্রায় দশ থেকে কুড়ি টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। খুচরো ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই দাম বাড়ার পিছনে আড়তদারদের দায়ী করছেন। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল ওনার্স এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমারের বক্তব্য, ‘পাইকারি বাজারে সবজির দামে গত এক সপ্তাহে কোনও হেরফের হয়নি। খুচরো বাজারে দাম কেন বেড়ে গেল, সেটা খুচরো ব্যবসায়ীরাই বলতে পারবেন।’

- এক সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে
- পাইকারি ও খুচরো দামের বিস্তর ফারাকের জন্য ব্যবসায়ীরা একে অপরকে দোষ দিচ্ছেন

তবে, গত এক সপ্তাহে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করছেন পটাটো অ্যান্ড অনিয়ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তারকেশ্বর রায়। তাঁর বক্তব্য, ‘নাসিক ও মধ্যপ্রদেশের মাধ্যমেই শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে পেঁয়াজ আসে। বৃষ্টির কারণে এবারে সেখানে প্রচুর পেঁয়াজ নষ্ট হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় জোগান কম থাকার কারণেই পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। নতুন পেঁয়াজ না ওঠা পর্যন্ত এই ঘাটতি থাকবে। তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলো থেকে পেঁয়াজ আসলে দাম কিছুটা কমবে বলে আশা রাখছি।’ পেঁয়াজের আড়তদারদের সূত্রে খবর, গত শনিবার পেঁয়াজের পাইকারি দর কেজিপ্রতি পঁয়ত্রিশ টাকা থাকলেও, এদিন সেই দাম কেজিপ্রতি আটত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। যা খুচরো বাজারে কেজিপ্রতি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠছে, পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ার সুযোগেই কি অন্য সবজির দামও খুচরো বাজারে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? রেগুলেটেড মার্কেটের আড়তগুলোতে ঘুরে সবজির পাইকারি দরের খোঁজ নিতে গিয়ে এই প্রশ্নই জোরালো হচ্ছে। রেগুলেটেড মার্কেটে এদিন টমেটোর দর ছিল কেজিপ্রতি পঁচিশ থেকে আঠাশ টাকার মধ্যে। খুচরো বাজারে এই দরই গিয়ে দাঁড়িয়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায়।

এরপর দশের পাতায়

ভোরের আলোর স্বাগতম গেট।

গজলডোবায় সাড়া নেই পর্যটনের টেন্ডারে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভোরের আলো পর্যটন হাবের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থার জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ডেকেও সাড়া মিলছে না। গত বছর ভোরের আলো পর্যটন হাবের পর্যটন সংক্রান্ত কাজের বাইরে কর্তৃপক্ষের জন্য আলাদা করে 'ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান' তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে টেন্ডার করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব তথা মাল মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল। ৩১ ডিসেম্বর ছিল আবেদনপত্র যাচাইয়ের শেষ দিন। কিন্তু কোনও বিশেষজ্ঞ সংস্থা ওই টেন্ডারের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায়, রাজ্যে পালাবদলের পর এবার দ্বিতীয়বারের জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ডাকা হচ্ছে জিডিএ-র তরফে।

২০১৮ সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিডিএ গঠন করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছর অতিক্রান্ত হলেও, আজ পর্যন্ত জিডিএ-র নিজস্ব কোনও স্থায়ী অফিস বা স্থায়ী কর্মী নেই। মাল মহকুমা শাসকের অফিস থেকেই জিডিএ-র যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে আসছে। দু'বছর ধরে প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের কাছে উন্নয়নের কোনও প্রস্তাব জমা পড়েনি। ফলে উন্নয়ন কাজে অর্থও বরাদ্দ হয়নি। তবে নতুন মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছু পরিকল্পনার প্রস্তাব বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর কিন্তু কেন জিডিএ-র জন্য এই ল্যান্ড ইউজ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প করা হচ্ছে? প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জিডিএ-র অধীনে অনেক জমি

দ্বিতীয়বার চেষ্টা নতুন সরকারের

থাকলেও বেশ কিছু জমি বেদখল হয়েছিল যা সম্প্রতি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকার মধ্যে পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য, হাতি করিডর, তিস্তা-মহানন্দা ব্যারেজ, জলাশয়, সেনাবাহিনীর ছাউনি, বনাঞ্চল এবং চা বাগানের পাশাপাশি বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলও রয়েছে। তাই কীভাবে সুসংহত ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন করা যায় তার কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এতদিন করাই ছিল না।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জিডিএ-র ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যানে মোট ২২টি মৌজা রয়েছে। যেমন, রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারির জঙ্গলমহল মৌজায় ২৯০০ একর এবং শিকারপুর পঞ্চায়েতে ১৫০০ একর জমি রয়েছে। এছাড়া মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির সামান্য এলাকা, বাগ্রাকোট পঞ্চায়েতের ৭৭০ একর ও কলাইগাতির ৫২৮ একর জমি ছাড়াও হাঁসখালি, সাওগাঁও, পূর্ব টটগাঁও, গুজরিমারি, পশ্চিম টটগাঁও এবং সুন্দরীবস্তির অল্পবিস্তর জমির ওপর এই পরিকল্পনাটি তৈরি হবে।

এসআইআর ও নির্বাচনি কাজের ব্যস্ততায় কাজ এমনিতেই অনেকটা পিছিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাল মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল জানিয়েছেন, জিডিএ-র ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান করার জন্য দ্বিতীয়বারের জন্য বিশেষজ্ঞ এজেন্সি চেয়ে পুনরায় এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ডাকা হয়েছে। উল্লেখ্য, জিডিএ-র তরফে এখনও নজরকাড়া কোনও কাজ হয়নি। কয়েকটি কিয়স্ক, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম, মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন এবং দোকানঘর তৈরির বাইরে উল্লেখযোগ্য কাজ সেভাবে চোখে পড়েনি। বড়মাপের কাজ ঠিকঠাকভাবে করার জন্য জমির সঠিক পরিকল্পনা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। তাই বিশেষজ্ঞ সংস্থা পেতে দ্বিতীয়বার টেন্ডার ডেকে এখন তাদের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন।

এপিএইচএন-এর প্রারম্ভিক সভা

নিউজ ব্যুরো

১৯ অগাস্ট : নবগঠিত 'অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটালস অ্যান্ড নার্সিংহোমস' (এপিএইচএন)-এর জলপাইগুড়ি, কোচবিহার

ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রারম্ভিক সভা হল কোচবিহারের একটি হোটেলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি অভিজিৎ মণ্ডল, সম্পাদক ডাঃ রাজীব পান্ডে, যুগ্ম সম্পাদক মান্না চৌধুরী সহ ডুয়ার্স আহ্বায়ক ডাঃ কমলেশ বিশ্বাস এবং তিন জেলার ২৬টি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের কর্ণধাররা। ছিলেন ডাঃ যুধিষ্ঠির দাস, ডাঃ সংকলন সাহা, ডাঃ কেসি সাহা ও ডাঃ সুদীপ্ত হালদারও। সভায় সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্য সম্পাদক জানান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে বয়স্কদের টিকাকরণ ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সংগঠন কাজ করবে। আগামীতে প্রতিটি জেলায় পৃথক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই সভায়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-tender for 1 (one) no. Civil work. e-NIT No. 08 of 2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5019028_1. Bid submission start date (online): 21/08/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online): 28/08/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T15732(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Alipurduar Division invites online e-tender for the work of NIET no. 11 of 2026-27 of EE/PWD/APDD. Urgent Patch Repairing Work with WBM covered by 20 P.C. and seal coat from Ch. 17.50 KM to 18.00 KM & 18.50 km to 19.50 KM over Alipurduar-Volka Road Under Alipurduar Division, PWD. Tender ID:- 2026_WBPWD_5019005_1. Estimated Amount Rs. 9,50,324.00. Bid submission start date (online) 20.08.2026 from 02.00 P.M. Bid submission closing date (online) 27.08.2026 up to 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/- EE, PWD, Alipurduar Division. ICA-T15727(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate/ Govt. of W.B.
Corrigendum Notice to e-N.I.T
No-WBIW/EE/NDID/e-NIT-06 of 2026-27
Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur invites **Corrigendum Notice** to e-N.I.T No- **WBIW/EE/NDID/e-NIT-06 of 2026-27, Sl. No. 01**, Vide Memo no-659 dated. 17.08.2026 of the EE/NDID. Change of Document Download end date & bid submission end date in **27.08.2026 at 17:00 Hrs.** instead of **17.08.2026 at 17:00 hrs.** Technical bid opening date is **31.08.2026 at 14:00 hrs. instead of 18.08.2026 at 12:00 hrs.** For details please visit website www.wbtenders.gov.in & www.iwd.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division. ICA-T15658(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-39/2026-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5019077_1
EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: [1] Different electrical works under CGMCH MJN Cooch Behar Repairing of existing plug points MOST URGENT at different location under MOTHER and CHILD HUB BUILDING MJN MCH Cooch Behar. Bid Submission Start Date: 22.08.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 31.08.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 02.09.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division ICA-T15749(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D., Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites online e-tender for the work of "Day to day maintenance of E.I work at Raiganj District Correctional Home campus & Correctional Home Quarters & PWD Civil Division at Raiganj under Raiganj Electrical Section-I of Dakshin Dinajpur Electrical Division, PWD in the district of Uttar Dinajpur." e-NIT No: WBPWD/EE/DDED/e-NIT-32 of 2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5019092_1, Bid submission closing date (online): 08.09.2026 up to 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Dakshin Dinajpur Electrical Division ICA-t15770(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Day to Day Maintenance of Electrical Installation of Main Building & Annex Building of Inspection Bunglow, PWD, Darjeeling in the district of Darjeeling." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-44 of 2026-27, Estimated amount Rs. Item Rate Tender. Tender ID: 2026_WBPWD_5019014_1. Bid Submission start date (Online): 18.08.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 27.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T15730(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Annual Comprehensive maintenance, servicing of 4nos. Bed-cum-passenger Lifts at NBMC&H and NBDC&H, Sushrutanagar, Siliguri in the district of Darjeeling, for the period of 1(one) year." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-27 of 2026-27(2nd Call), Estimated amount Rs. Item Rate Tender, Tender ID: 2026_WBPWD_5018915_1. Bid Submission start date (Online): 18.08.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 27.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T15728(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online PERCENTAGE rate tender is invited vide NIT no. 06 of 2026-2027 of Sr. SE/NHC for the work of Kaliachak-Golapganj Road, from 0.00 kmp to 9.00 kmp, Strengthening work, from 9.00 kmp to 9.50 kmp, Widening & Strengthening work including construction of 2 nos. CD structures, Protective work & other allied works under Malda Highway Division in the District of Malda under RIDF-XXXII. Rs. 16,29,14,587.00. (Tender ID: 2026_WBPWD_5019031_1). Last date of bid submission of NIT is 14.09.2026 up to 1:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://tenders.gov.in and this office notice board. Sd/- (SANJEEV KUMAR MEHTA), Sr. Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate. ICA-T15734(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Superintending Engineer, Northern Circle, P.W.Dte., invites online e-tender for the following work - Ramganj - Lakhipur - Daspara (MDR) Road chainage from 0.00 Km. to 12.00 Km - Strengthening work under Uttar Dinajpur Division, PWD in the District of Uttar Dinajpur under RIDF-XXXII. Estimated Amount: Rs. 23,24,84,401.00, e-NIT No. 05 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5019176_1. Bid submission start date (online): 26.08.2026 from 11:00 AM, Bid submission closing date (online): 21.09.2026 upto 03:00 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Northern Circle, P.W.Dte. ICA-T15769(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of **"Annual Maintenance of Electrical Installation of District Collectorate Campus, District Court Campus, District Correctional Home and allied Residencial Buildings including Circuit House, Raj Bhawan Campus and other Sites under Darjeeling Electrical Sub Division (PWD), Darjeeling for a period of 1 (One) Year."** [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 43 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate Tender. **Tender ID : 2026_WBPWD_5019010_1.** Bid Submission start date (Online) : 18.08.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 03.09.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A.R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T15737(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Comprehensive Day-to-day Preventive & Breakdown Maintenance of entire Electrical Installations for the Govt. College of Nursing Campus & Hostel Portion, Under the Jurisdiction of Govt. College of Nursing, NBMC&H for one year." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 42 of 2026-27, Estimated amount Rs. Item Rate Tender, Tender ID: 2026_WBPWD_ 5018961_1. Bid Submission start date (Online): 18.08.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 27.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T15729(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No.- WBIW/EE/SDID/eNIT-03/ 2026-27(2nd Call)
Circulated Vide Memo No.-437/T-N01, Dated- 17.08.2026
The Exe. Engg. South Dinajpur Irrigation Division, Beltala Park, Balurghat Invites above mentioned e-NIT for Guarding of the office premises, residential premises, stores, stack yard/Godown & all properties of South Dinajpur Irrigation Division in PS-Balurghat & Gangarampur, Dist-Dakshin Dinajpur for the year 2026-27. e-NIT Publishing date : 20/08/2026 at 10:00 Hrs. Last Date of Bid Submission 02/09/2026 & Time up to 17:00 Hrs. Details may be had from the office of undersigned. Details of e-NIT are available in the office of the undersigned during office hours of any working day or at website www.iwd.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, South Dinajpur Irrigation Division, Beltala Park, Balurghat. ICA-T15657(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge Tender Notice of Re-E-NIT No. 04/ BUDGET/GWLD/ 2026-27 (3rd Call)
An e-tender is being invited by the Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri for "Procurement of Green Banana Stem in dry seasons for meeting up the dietary recruitment and also during any straying operation at a basis of 25 banana stems per truck load at different locations under the jurisdiction of Gorumara wildlife Division for the F.Y. 2026-27. Details of which may be had from this office during the office hours or may be seen on Website : www.wbtenders.gov.in Name of Work : "Procurement of Green Banana Stem in dry seasons for meeting up the dietary recruitment and also during any straying operation at a basis of 25 banana stems per truck load at different locations under the jurisdiction of Gorumara wildlife Division for the F.Y. 2026-27. Last Date of Bid Submission : 31.08.2026 up to 17:00 hours. Sd/- (Dwijaa Pratim Sen, IFS), Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri. ICA-T15649(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E, NBCC-II, P.W.Dte , Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of- Matigara-Naxalbari Road from 0.00 km to 1.60 km, Strengthening work under North Bengal Construction Division in the District of Darjeeling. Estimated Amount : **Rs. 6,12,10,121.00. Tender ID : 2026_WBPWD_5019018_1. Tender Ref No : WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-03/2026-27. Bid submission start date (online) : 25/08/2026 from 05:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 15/09/2026 up to 06:00 P.M. Technical Bid opening date (online) : 18/09/2026 at 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from:** http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri. ICA-T15736(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 18 & 19), Tender Id: (NIT 18) 2026_WBPWD_5018990_1 2026_WBPWD_5018990_2, 2026_WBPWD_5018990_3, 2026_WBPWD_5018990_4, 2026_WBPWD_5018990_5 & (NIT 19) 2026_WBPWD_5018993_1, 2026_WBPWD_5018993_2, 2026_WBPWD_5018993_3, 2026_WBPWD_5018993_4, 2026_WBPWD_5018993_5. Bid submission start date: 21.08.2026, 10.30 hrs. (NIT 18), 22.08.2026, 10.30 hrs. (NIT 19) & Bid submission closing date: 29.08.2026, 12.00 hrs. (NIT 18), & 29.08.2026, 14.00 hrs. (NIT 19) respectively. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T15714(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD Vide **NIe-T No. 43 (Sl. No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 & 22) of 2026-27.** Details of works will be seen in the above mentioned NIe-T in the website:- www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
North Bengal Development Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites Tender Electronic Tender Notice No.- 10 of 2026-27 of Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division. 1. Name of Work : Emergent rain damaged repairing of distressed zone by Paver Block at Subhasganj More of Soharai NH-34 to South of Raiganj Road, under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5019020_1. Estimated Amount : 498408.00. 2. Name of Work : Urgent repair work with Paver block from ch. 0.00 km to ch. 0.018 km of Tungidighi Barsoi Road under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5019020_2. Estimated Amount : 482180.00. 3.Name of Work : Emergent restoration of Rain damages to the embankment and protection of road flanks of Raiganj Barsoi Road from 4.00 km to 9.00 km (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5019020_3. Estimated Amount : 495706.00. Bid Submission start date (online) 20.08.2026 from 02:00 P.M. Closing date of Bid Submission on 27.08.2026 up to 2:00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate. ICA-T15735(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy. Divn, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of - **1)** Salbari-Nagurhat road from 6.00 kmp to 10.00 kmp, Patch repairing work under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 15(E)of 2026-27, (Sl. No.1), Estimated Amount: Rs. 9,99,363.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5019050_1. **2)** Tufanganj Balabhut road from 0.00 kmp to 4.00 kmp, Patch repairing work under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 15(E) of 2026-27, (Sl. No. 2), Estimated Amount: Rs. 9,99,498.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5019050_2. **3)** Duttapara Mugabhog Bazar road from 0.00 kmp to 2.80 km urgent Patch repairing works at different stretches under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 15(E) of 2026-27, (Sl. No. 3), Estimated Amount: Rs. 9,05,077.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5019050_3. **4)** Chilakhana Natabari to Harimandir road via Andaranfulbari-II GP from 0.00 kmp to 1.68 km Patch repairing work in stretches under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 15(E) of 2026-27, (Sl. No. 4), Estimated Amount: Rs. 5,86,822.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5019050_4. Bid submission Start date (online): 21/08/2026 from 9.00 A.M., Bid submission closing date (online): 28/08/2026 up to 06.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar ICA-T15745(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for Tender ID: 2026_WBPWD_5017568_1 is extended upto 28.08.2026 (14:00 Hrs.). Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T15774(1)/2026

TENDER NOTICE
Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender e NIT No- SLK-1/VBGRAMG/26-27, Dated : 17.08.2026.
Details are available at Office Notice Board.
Sd/-
Block Dev. Officer
Sitalkuchi Dev. Block
Sitalkuchi : Coochbehar

DDP/N-06/2026-27
e-Tenders for 02 (two) no. of work invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad.
Last Date of submission for NIT **DDP/N-06/2026-27 is 24.08.2026** at 14.00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Dhupguri Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Dte., Dhupguri, invites online e-tender for the work of - 1) "Dhupguri to Falakata road from 4.00 km to 6.50 km, emergency patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri." 2) "Dhupguri - Falakata road, Emergent Protection work for road flank at ch 8.21 km under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri." Estimated Amount: 1) Rs. 487087.49, 2) Rs. 273867.91. Tender Ref No: WBPWD/AE/DHSD/NIeT-06 (Sl 1 & 2) / 2026-27, Tender ID: 1) 2026_WBPWD_5018971_1. 2) 2026_WBPWD_5018982_1. Bid submission start date (online): 20/08/2026 from 6.00 P.M. Bid submission closing date (online): 27/08/2026 up to 11.30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, PW(R), DHSD, Dhupguri, Govt. of W.B. ICA-T15713(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5019067_1. Bid Submission end Date: 31.08.2026 (upto 13:00 Hrs.). For details please follow the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T15754(2)/2026

DDP/N-07/2026-27
e-Tenders for 01 (one) no. of work invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad.
Last Date of submission for NIT **DDP/N-07/2026-27 is 01.09.2026** at 14.00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

पीएमश्री - केंद्रीयविद्यालयअलीपुरद्वारजंक्शन
डाकघर -अलीपुरद्वारजंक्शन
जिला -अलीपुरद्वार
पश्चिमबंगाल-736123

PMSHRI -KENDRIYA VIDYALAYA ALIPURDUAR Jn.
POST OFFICE- ALIPUDUAR JN.
DIST- ALIPURDUAR
WEST BENGAL-736123
Phone no.-03564-291429/291430
SCHOOL CODE-19196
CBSE AFF NO. – 2400043
Email Id- kvapdj@gmail.com
Website:-http://alipurduar.kvs.ac.in/

NO. F.25049/KVAPDJ/2026-27 DATE: 17/08/2026

WALK-IN-INTERVIEW NOTICE

Applications are invited from eligible and interested candidates for a Walk-in-Interview for engagement on contractual/part-time basis against the following posts in this Vidyalaya. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria as prescribed by Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) may appear for the interview on the date, time and venue mentioned below.

Sl. No.	Post	Essential Qualification
1	TGT Maths	• BA/B.Sc. with Mathematics as a subject • B.Ed. or equivalent from a recognized University • CTET (Paper-II) qualified in the concerned subject • Proficiency in teaching in Hindi and English medium • As per KVS norms – visit www.kvsangathan.nic.in for details
2	TGT Special Educator	• BA/B.Sc. with B.Ed. / M.Ed. (Special Education) • CTET (Paper-II) qualified in the concerned subject • Proficiency in teaching in Hindi and English medium • As per KVS norms – visit www.kvsangathan.nic.in for details

Date of Interview : 24.08.2026 (Monday)
Reporting Time : 11:00 AM to 1:00 PM
Venue : PM SHRI Kendriya Vidyalaya, Alipurduar Junction

Documents to be brought (original + one set of self-attested photocopies): Duly filled application form, updated resume/bio-data, educational qualification certificates & mark sheets, B.Ed. certificate, CTET certificate, experience certificates (if any), recent passport-size photograph, and a valid photo ID proof.

Note: Candidates are advised to visit the official KVS website www.kvsangathan.nic.in for detailed and updated eligibility criteria, age limit and experience norms before appearing for the interview. Engagement will be purely on contractual/part-time basis. No TA/DA will be paid for attending the interview.

Nominee Chairman
VMC, KV, ALIPURDUAR JN.

PRINCIPAL
PM SHRI Kendriya Vidyalaya,
Alipurduar Junction

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

Vacancy for Medical Representative in COB, M.P/H.S on 23/8-7501560656. (C/122650)

Matigara-তে Medicine shop-এ কাজ জানা লোক দরকার। Ph. 85091-63832. (C/123446)

কর্মচারী, আয়া, রাঁধুনি, কেয়ারটেকার, দাইমা চাই, বেতন - ৮,০০০/-/১৫,০০০ ঠিকানা-আলু চৌধুরী মোড় ৮২৫০৬৪৩৩০০/৮৩১৮০৮১৪৫৯. (C/123445)

দক্ষ কম্পিউটার শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক। স্থান : বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর। বেতন : আকর্ষণীয়। Ph : 9775929069. (C/122981)

ডাইরেক্ট জয়েন, শিলিগুড়ি প্রধাননগর ও জলপাইগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, ₹১২,০০০ (PF, ESI), M- 9679071524. (C/122982)

Recruitment

Uttarayan College of Education P.O.- Rajarhat, Dist. Cooch Behar, Pin - 736165. Applications are invited from the eligible candidates for the following posts for B.Ed Section- Perspective in Education- 2, Physical Science-1, Health & Physical Education-1. Eligibility : as per NCTE, BSAEU Norms. Eligible candidates are requested to mail their CV & all documents within 10 days. Sd/- Secretary, Uttarayan College of Education, Mail ID- admin@uttarayancedu. org, uttarayancollegeofeducation@gmail.com, Mob. No. 9851401724.

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+ বয়স 40 এর মধ্যে অভিভাবক ও ID সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No- 7063508033. (C/123442)

অ্যাফিডেভিট

3 August+2026 Notary affidavit বলে DL-এর Kamaleshwar Das হইতে Kamalesh Das হইলাম। (C/113885)

আমি, Maleka Khatun Rahaman আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নাম উল্লেখ না থাকায়, গত 12/8/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি, Maleka Khatun Rahaman এবং (ছেলে) Mustafizur Rahaman এবং ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে ঠিকানা East Dhantala দেওয়া আছে। (C/113886)

আমার আধার কার্ড নং 759272746739-এ আমার ও আমার বাবার নাম ভুলবশত Miya Chhoban ও বাবার নাম Tamiji Miyan থাকায় গত 29/07/2026 Ld. J.M. 1st ক্লাস সদর কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমি Chhaban Miya ও বাবা Tamij Miah নামে পরিচিত হলাম। Chhaban Miya ও Miya Chhoban এবং Tamij Miah ও Tamij Miyan উভয়ই একই ব্যক্তি। Chhaban Miya, পিতা- Tamij Miah, গ্রাম ও পো: হাড়ীভাঙ্গা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- কোচবিহার। (C/A)

I, Prabin Kumar Phukan, S/o Rupeswar Phukan, My actual name is Prabin Kumar Phukan, which is recorded in my PAN & SBI Bank Pass book. But my name in wrongly recorded as Prabin Phukan in my Voter card & P K Phukan in my Aadhaar card, No : 2894-9503-9006. Hence, by affidavit at 1st class J.M court, Alipurduar on 06.04.2026, I declared that Prabin Kumar Phukan, Prabin Phukan & P K Phukan is one & same identical person. (C/123305)

আমার প্যান কার্ড নং AYYPH 1849L আমার বাবার নাম Najrul Miya ভুলবশতঃ নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2011 0858474, প্রদত্ত তারিখ : 29-04-2011 যেখানে আমার বাবার নাম ভুলবশত Najrul Miah নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 13-8-26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার - অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nazrul Mia, Najrul Miya এবং Nazrul Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Najir Hossain, গ্রাম : এবং পো: খাগড়াবাড়ি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/122649)

আজ টিভিতে

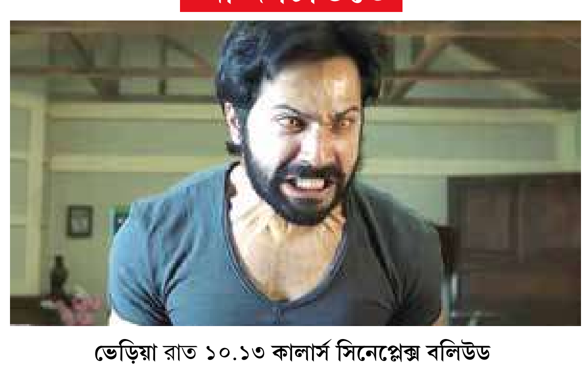

ভেড়িয়া রাত ১০.১৩ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মন ময়ূরী, দুপুর ১২.০০ দেবীবরণ, ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৫.০০ একান্ত আপন, রাত ৮.০০ আজকের সন্তান, ১১.০০ পরিণীতা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ঘাতক, দুপুর ১.১৫ ভিলেন, বিকেল ৪.১৫ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.৩০ শাপমোচন, রাত ১০.৩০ অশরীরী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আপন ঘর, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৫.০০ সঙ্গী, রাত ৮.০০ ছোটবউ, ১১.০০ ক্রিমিনাল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঞ্ছারামের বাগান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ত্যাগ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কত সুন্দর

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ১১.১০ দিল, দুপুর ২.৫১ হম দিল দে চুকে সনম, সন্ধে ৬.৫৯ ভাগম ভাগ, রাত ১০.১৩ ভেড়িয়া

সঙ্গী বিকেল ৫.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কাছে দূরে রাত ৮.৩০ ডিডি বাংলা

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। বৃষ : সামান্য অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সাংসারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। মিথুন : পরিবারের কোনও এক সদস্যের সুখবরে আনন্দ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সিংহ : বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। কেউ কোনও প্রস্তাব নিয়ে এলে ভেবে গ্রহণ করবেন। কন্যা : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। প্রেমে শুভ। তুলা : নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা কাজ শুরু করতে পারেন। বৃশ্চিক : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। বহুদিন আগের কোনও কাজের সুফল পাবেন। ধনু : ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সামান্য মতভেদ। প্রেমে শুভ। মকর : অফিসে সহকর্মীরা আপনার বিরোধিতা করতে পারে। সব কাজ সম্পূর্ণ করুন। কুম্ভ : সামান্যতেই খুশি থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। মীন : ঈশ্বরে বিশ্বাস আজ গভীর হবে। প্রিয় বন্ধুর সহযোগিতায় কোনও কাজ সম্পূর্ণ হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ২৯ শ্রাবণ, ২০ অগাস্ট ২০২৬ , ২ ভাদ্, সংবৎ ৮ শ্রাবণ সুদি, ৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৮, অঃ ৬।৪। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী রাত্রি ১০।১১। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১১। ২৩। ব্রহ্মযোগ দিবা ৭।২। বিষ্টিকরণ দিবা ৯।২৮ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।১১ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।২৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১১।২৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১০।১১ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ২।৫৩ গতে ৬।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪১ গতে ১।৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১১।২৩ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।৩৫ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।১১ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।১৬ গতে ২।৫৩ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।২৩ গতে ২। ৫৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় সম্ভাবনা দিবা (২০ অগাস্ট)। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৩ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেঘের ফাঁকে পাহাড়ের উঁকি।। বুধবার আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

উত্তরের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা

জাল ছড়াচ্ছে আইএসআই

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৯ অগাস্ট : সীমান্তকেই ঢাল বানিয়ে কি ফের উত্তরবঙ্গে জাল বিস্তার করছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই? অতীতে হানিফ মণ্ডল কিংবা রানা রউফদের কার্যকলাপ সামনে এসেছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনে দিনহাটা ও সংলগ্ন এলাকা থেকে চারজন সন্দেহভাজন আইএসআই চর গ্রেপ্তার হতেই ফের চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া জনপদে। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতদের প্রত্যেকের ভৌগোলিক অবস্থানই ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কেউ বাস করত কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ছিটমহলে, আবার কারও বাড়ি কাঁটাতার থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে। ফলে ভারতীয় ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সংবেদনশীলতার পাশাপাশি বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার নাড়িনক্ষত্র তাদের নখদর্পণে ছিল। এই ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়েই সীমান্ত পেরিয়ে দেশবিরোধী কার্যকলাপের এক বিপজ্জনক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল।

গত শুক্রবার রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফের একটি বিশেষ দল সাহেবগঞ্জ থানা এলাকা থেকে তিনজনকে পাকড়াও করে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দিনহাটা-২ ব্লকের কুর্শাহাটের থরাইখানার বাসিন্দা রশিদুল হক, তুফানগঞ্জের চৌখুশির নুর নাসিরুদ্দিন আলি এবং উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার সফিকুল ইসলাম। এই সূত্র ধরেই রবিবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একেবারে জিরো পয়েন্ট লাগোয়া গ্রাম দিঘলটারি থেকে জালে তোলা হয় মিঠু রহমানকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মূলত ভারতীয় সক্রিয় সিম কার্ড বাংলাদেশ মারফত পাকিস্তানে পাচার এবং সীমান্ত দিয়ে কোটি কোটি টাকার জাল নোটের কারবার চালানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। গোয়েন্দাদের মতে, ভারতীয় পরিচয়পত্রে তোলা

- দিনহাটা ও সংলগ্ন এলাকা থেকে চার সন্দেহভাজন আইএসআই চর গ্রেপ্তার
- সীমান্ত ঘিরে জাল নোট চক্র ও সিম কার্ড পাচারের ব্লু-প্রিন্ট
- পুরো নেটওয়ার্কের শিকড় উপড়ে ফেলতে তদন্তে নেমেছে এসটিএফ

সিম কার্ডগুলি সীমান্ত টপকে আইএসআইয়ের হাতে পৌঁছাত এবং সেখান থেকেই পরিচালিত হত নাশকতার ব্লু-প্রিন্ট।

সূত্রের খবর, বলরামপুর সেতু পেরিয়ে তিন কিলোমিটার ভেতরে চৌখুশি গ্রামের বাসিন্দা নুর নাসিরুদ্দিনের পারিবারিক পরিচয় ছিল বেশ স্বচ্ছ। তার বাবা পেশায় এক মিশনের শিক্ষক। নাসিরুদ্দিন নিজে বিভিন্ন জায়গায় নৈশপ্রহরীর কাজ করার পাশাপাশি ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজও করেছে। তবে সূত্রের দাবি, ২০২১ সাল থেকেই সে জাল টাকার কারবারে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরের সফিকুলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তদন্তে উঠে এসেছে আর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধৃত সফিকুলের মোবাইল ঘেঁটে বাংলাদেশের কুখ্যাত হ্যান্ডলার আকবর ওরফে সম্রাটের খোঁজ মিলেছে, যার ডেরা মিঠুর বাড়ি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে ওপারে। সেই আকবরের হাত ধরেই সীমান্ত গলে জাল নোট ঢুকত এপারের মিঠু, রশিদুলদের হাতে। পরবর্তীতে সেই জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়া হত দিনহাটা, নাজিরহাট সহ উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ হাট ও বড় বাজারগুলিতে, যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া।

নাজিরহাটের এক প্রবীণ রাজনৈতিক নেতার কথায়, 'নাজিরহাট সহ সংলগ্ন বাজারগুলিতে প্রায়ই জাল টাকার রমরমা দেখা যেত। আজ সীমান্তবর্তী এলাকার একশ্রেণির যুবসমাজ টাকার লোভে এই চরম দেশবিরোধী চক্রান্তের ফাঁদে পা দিচ্ছে।' তদন্তে জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালেও এই দিঘলটারির কাঁটাতারের ভেতরের গ্রাম থেকে নাজির হোসেন নামে এক পাচারকারীকে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার জাল নোট সহ হাতেনাতে ধরেছিল এসটিএফ, যার নেপথ্যে মদত দিত বাংলাদেশে থাকা তার মা। সেই একই গ্রাম থেকে মিঠুর ধরা পড়া প্রমাণ করছে, সীমান্তের এই পুরোনো চোরাপথগুলোকেই আইএসআই তাদের স্থায়ী করিডর বানাতে চাইছে। বর্তমানে এসটিএফের একাধিক টিম দিনহাটার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে ডেরা বেঁধেছে।

সাফল্য তুলে ধরতে মেগা প্রচারে বিজেপি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর ১০০ দিন অতিক্রান্ত। এবার নতুন সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমুখী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে সরাসরি আমজনতার দরবারে নিয়ে যেতে জোরদার কোমর বাঁধছে পদ্মশিবির। 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংকল্প ও সাফল্যের ১০০ দিন' শীর্ষক এই বিশেষ প্রচার কর্মসূচির মূল ফোকাসই হল রাজ্যের প্রতিটি পাড়ায় ও গৃহস্থের দুয়ারে সরকারি সাফল্য পৌঁছে দেওয়া। দলীয় সূত্রে খবর, এই মেগা জনসংযোগের অংশ হিসেবে একযোগে রাজ্যজুড়ে কয়েক লক্ষ সুদৃশ্য প্রচারপত্র বা লিফলেট বিলির নীলনকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বুথ স্তরে সংগঠনের রাশ শক্ত করতে প্রতিটি শক্তিকেন্দ্রে অন্তত একটি করে প্রকাশ্য পথসভা করা দলের পক্ষ থেকে পুরোপুরি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংকল্প ও সাফল্যের ১০০ দিন' শীর্ষক বিশেষ প্রচারে নামছে গেরুয়া শিবির
- প্রতিটি শক্তিকেন্দ্রে পথসভা ও ৮টি মূল সাফল্য তুলে ধরে বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলির নির্দেশ
- পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলীয় কোন্দল সামাল দিয়ে সাংগঠনিক জনভিত্তি শক্ত করাই মূল লক্ষ্য

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। যদিও রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেও সাংগঠনিক শক্তির সেই চেনা ঝাঁজ এখনও অনেকটাই ব্যাকফুটে। প্রকাশ্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধের জেরে নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভ ঢাকতে এই প্রচারকেই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার করতে চাইছে রাজ্য নেতৃত্ব। বুধবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক কৌশলগত বৈঠকে কর্মসূচি দ্রুত রূপায়ণের সুনির্দিষ্ট ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়। আগামী ২৫ অগাস্টের মধ্যেই শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড ও বুথ স্তরে এই প্রচারপর্ব শেষ করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রচারপত্রে রাজ্য সরকারের আটটি মূল সাফল্য ও নীতিকে ফ্রন্টফুটে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার প্রসার, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটানো, উত্তরবঙ্গের সার্বিক অর্থনীতি চাঙ্গা করতে হাসিমারা থেকে বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা চালুর রূপরেখা এবং স্বচ্ছতা ফেরাতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বোর্ডে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের অন্তর্ভুক্তির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এ প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী সাফ জানান, 'রাজ্য সরকারের একশোদিনের সাফল্যের প্রচার করতে দলের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পথসভা ও বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলির মাধ্যমে নিবিড় জনসংযোগ চলবে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এতে দলীয় সংগঠনের গতিও অনেকটাই বাড়বে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আনন্দময়ের

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ১৯ অগাস্ট : সামাজিক মাধ্যমে রাজবংশী মহিলাদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যের পরিবহণ এবং অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। চিঠি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

আনন্দময় বলেন, 'রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের অপমান কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি।'

অভিযোগ, সম্প্রতি কিছু ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমে রাজবংশী মহিলাদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেন। প্রতিবাদে বিভিন্ন থানায় বিক্ষোভ দেখানো হলেও, এখনও পর্যন্ত দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। আনন্দময় জানিয়েছেন, সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করবে এমন মন্তব্য করা কখনোই উচিত নয়। কেউ যদি সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছেন আনন্দময়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজবংশী মহিলাদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে এদিন ইসলামপুর ব্লক মা ভবানী কমিটির তরফে ইসলামপুর থানা অভিযান করা হয়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি পিংকি সিংহ বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু মানুষ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন।'

মাদক সহ ধৃত

বাগডোগরা, ১৯ অগাস্ট : বাগডোগরার অদূরে মুনি ডিভিশন চা বাগানের সামনে বুধবার একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় দুই পাচারকারীকে। ধৃতদের নাম দীপককুমার রায় এবং মহম্মদ মহসিন। দুজনের বাড়িই কিশনগঞ্জে। ধৃতদের থেকে একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়।

গ্রেপ্তারির ভয়ে ঘরছাড়া বহু

পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারি

বিতর্কিত সতীশচন্দ্র চা বাগানের জমি।

খড়িবাড়ি, ১৯ অগাস্ট : পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারির তদন্তে তৎপর পুলিশ। তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তারির পর জমি মাফিয়া চক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজে এলাকায় জোরকদমে তল্লাশি চলছে। চক্রের বহু পান্ডা গ্রেপ্তারির ভয়ে ঘরছাড়া বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে অভিযুক্তদের কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন নকশালবাড়ির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌমজিৎ রায়।

পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারিতে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা তথা মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাড়ু ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি পুলিশ। ডিম হামলা বা কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না তৈরি হয়, সেই কথা মাথায় রেখে ওই রাতেই হাড়ুকে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন সন্ধ্যায় খড়িবাড়ি থানায় এনে হাড়ুকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

পানিট্যাঙ্কির আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিতর্কিত সতীশচন্দ্র চা বাগানের গাছ উপড়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে ধাপে ধাপে বাগানের সরকারি জমি প্লট করে বিক্রি করা হয়েছে। ওই জমি পরবর্তীকালে লিজ নেয় মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। লিজ বহির্ভূত অতিরিক্ত ৩.৬১ একর জমি মাফিয়া চক্রটি দখল করে বিক্রি করা সত্ত্বেও তৎকালীন তৃণমূল সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। অবশেষে ৮ অগাস্ট এই জমি কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস করতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন দুর্গা।

নকশালবাড়ির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌমজিৎ রায় বলেন, 'বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রতারণা, ফোরজারি, সংগঠিত অপরাধ, তথ্য বিকৃতি সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। দেখা হচ্ছে এই অনৈতিক কারবারে কারা কারা যুক্ত রয়েছে, অনৈতিকভাবে কারা টাকা উপার্জন করেছে এবং টাকার পরিমাণ কত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

> সরকারি জমি অবৈধভাবে বিক্রি করে যারা সরকার ও সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।
>
> **সৌমজিৎ রায়** *মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, নকশালবাড়ি*

তিনি আরও বলেন, 'সরকারি জমি অবৈধভাবে বিক্রি করে যারা সরকার ও সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। সরকারি লিজ বহির্ভূত অতিরিক্ত জমি প্লট করে বিক্রি করে যাঁরা অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ভবন নেই, সভাকক্ষে পঞ্চায়েতের কাজ

চোপড়া, ১৯ অগাস্ট : একটা ঘরেই পাশাপাশি টেবিলে বসে চলছে গোটা পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কাজ। তবে যে ঘরে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চলছে, সেটা আদতে একটি সভাকক্ষ।

চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব কার্যালয় না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে পঞ্চায়েতকর্মী এবং পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকে। ২০২৪ সালে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনের একটি চাঙড় খসে পড়ে তিন কর্মী জখম হন। ঘটনার পর ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় এবং পরে সেটি ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমানে ওই জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এরপর থেকেই পঞ্চায়েতের একটি পৃথক দোতলা ভবনের সভাকক্ষে অস্থায়ীভাবে প্রধান, উপপ্রধান ও কর্মীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় দু'বছর ধরে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম একটি সভাকক্ষে চলছে। এতদিন পেরিয়ে গেলেও নতুন ভবন নির্মাণ বা বিকল্প স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়ায় পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরীণ বৈঠকের ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। এনিয়ে চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলছেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবন নির্মাণের প্রস্তাব অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিকল্পনাটি অনুমোদন পেলেই অর্থবরাদ্দ হবে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মী জানাচ্ছেন, একই কক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ হওয়ায় এবং সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াত থাকায় পরিষেবা প্রদান করতে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নথিপত্র সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজের গোপনীয়তা বজায় রাখাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

এনিয়ে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান দুলাল মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁর প্রধান থাকার সময়েই কার্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছিল। তবে স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ না নেওয়ায় সাধারণ মানুষ ও পঞ্চায়েত কর্মীদের দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে। তবে পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূলের মনসুর আলম বলেছেন, 'প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ ও প্রশাসনিক অনুমোদন মিললেই নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।'

এবিষয়ে কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলছেন, 'নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ অনেক আগেই নেওয়া যেত। আগে একবার কাজ শুরু করেও বন্ধ করা হয়েছিল বলে শুনেছি।'

গ্রাম পঞ্চায়েতকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে কার্যালয় ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ফান্ড সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সেই প্রকল্পের কাজ আর বাস্তবায়িত হয়নি।

এদিকে, বিজেপি নেতা অসীম বর্মন বলছেন, 'এভাবে দীর্ঘদিন ধরে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পরিচালিত হতে পারে না। সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।' কেন এখনও নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি এবং কী কারণে দেরি হচ্ছে তা জানতে গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। তবে বিডিও আশা প্রকাশ করে বলেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী তিন মাসের মধ্যেই নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।'

পাথরবোঝাই ডাম্পার সহ ধৃত

নকশালবাড়ি, ১৯ অগাস্ট : বুধবার নকশালবাড়ির সাতভাইয়া মোড়ে পুলিশের অভিযানে পাথরবোঝাই ডাম্পার সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছেন পুলিশ। ধৃতের নাম সাখির আলম। সে উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের সাতভাইয়া এলাকায় বোল্ডারবোঝাই ডাম্পারটি আটক করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। চালক কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত পাথরবোঝাই ডাম্পারটি বাগডোগরা থেকে বিহারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

অভিযান শুরু

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অভিযান শুরু হল। অভিযান পর্বে মূলত জেলা সভাপতি বাছাই করা হবে। বুধবার কেন্দ্রীয় নেত্রী তথা জেলার অবজার্ভার শামিনা সাফিক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠন সৃজন অভিযানের লক্ষ্যে তিন পাতার ফর্ম প্রকাশ করেন।

নির্দিষ্ট ওই ফর্ম পূরণ করে খোদ জেলা সভাপতির পদপ্রার্থী নিজের নাম অবজার্ভারের কাছে জমা দেবেন। এরপর ইন্টারভিউ শেষে মোট ছ'জনকে বাছাই করা হবে। সেই তালিকায় অন্তত একজন মহিলা থাকবেন। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই তালিকা থেকে জেলা সভাপতি বাছাই করবে। শামিনার কথায়, 'সভাপতি নির্বাচনের পরেও পর্যালোচনা চলবে। নবনিযুক্ত সভাপতি বাস্তবে দলের হয়ে কতটা কাজ করছেন, তা খতিয়ে দেখা হবে। সেইসঙ্গে সভাপতি পদে বদল করার কোনও প্রয়োজন রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। সেক্ষেত্রে দলের প্রত্যেক নেতা-কর্মীর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলা হবে।'

জওয়ানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ১৯ অগাস্ট : ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এক এসএসবি জওয়ানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে ওই জওয়ানকে পালটা মারধরের অভিযোগ রয়েছে। এসএসবি জওয়ান ও মহিলা- দুই পক্ষের তরফে অভিযোগ জমা পড়েছে নকশালবাড়ি থানায়। তবে কাউকেই এখনও গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। বুধবার দুই অভিযোগ নিয়ে বিপাকে পড়েছে নকশালবাড়ি থানা।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভারত-নেপাল সীমান্তের ছোট মণিরামজোত এলাকার এক এসএসবি জওয়ানের বিরুদ্ধে স্থানীয় এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ওই মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে ছিলেন। বিষয়টি জানতে পেরে নকশালবাড়ি বাজারে স্ত্রীকে দিয়ে ডাকা হয় ওই এসএসবি জওয়ানকে। মহিলার স্বামী সহ স্থানীয়রা অভিযুক্ত জওয়ানকে ব্যাপক মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরে খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ওই জওয়ানকে উদ্ধার করে। এসএসবির তরফ থেকেও অভিযুক্ত জওয়ানকে মারধরের অভিযোগ করা হয় থানায়। এনিয়ে নকশালবাড়ি থানার এক অফিসার বলেন, দুই তরফেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা কী ঘটেছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফ্রি বাসযাত্রায় হাতছাড়া নিগমের 'লক্ষ্মী'

কোচবিহার, ১৯ অগাস্ট : কারও পৌষমাস, তো কারও সর্বনাশ! রাজ্যে পালাবদলের পর সরকারি বাসে মহিলাদের নিখরচায় যাতায়াতের সুবিধা চালু হয়েছে। কিন্তু সেই সুবিধাই যেন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জন্য। অনলাইন অ্যাপে বিনামূল্যে টিকিট বুক করার পর অনেক মহিলা যাত্রী শেষপর্যন্ত আর যাত্রা করছেন না। এদিকে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেক যাত্রী টিকিট পাচ্ছেন না। ফলে একাধিক ফাঁকা আসন নিয়ে ডিপো ছাড়তে হচ্ছে সরকারি বাসগুলিকে, যা নিগমকে বড়সড়ো আর্থিক লোকসানের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার বর্ধমান থেকে কলকাতাগামী ভলভো বাসের সব আসন বুকিং থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ১৬টি আসন ফাঁকা ছিল। গত ১৬ অগাস্ট কলকাতা থেকে শিলিগুড়িগামী ভলবো বাসে ৪১টি আসন বুকিং থাকলেও ১৭টি আসন ফাঁকা গিয়েছে। একই পরিস্থিতি রাতের শিলিগুড়িগামী এসি বাসে। সেখানেও ৩০টি আসন বুকিং থাকলেও ১০ জন মহিলা টিকিট বুকিং করা সত্ত্বেও যাত্রা করেননি। ১৭ অগাস্ট ৫:৩০ মিনিটে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িগামী বাসেও ১২ জন মহিলা টিকিট কাটা সত্ত্বেও বাসে ওঠেননি।

কেবল দূরপাল্লার বাস নয়, কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি বা আলিপুরদুয়ারের মতো স্থানীয় রুটেও একই দৃশ্য। বাস ছাড়ার মুহূর্তে নিগমের কর্মীরা তালিকা দেখে যাত্রীদের ফোন করলেও সদুত্তর মিলছে না। অভিযোগ, কেউ ফোন কেটে দিচ্ছেন, কেউ আবার 'ভুল করে টিকিট বুক হয়েছে' বলে দায় সারছেন। আবার অনেকে সরাসরি যাত্রা বাতিলের কথাও জানাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে অবশ্য রিপোর্ট গিয়েছে নিগমের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু সমাধান এখনও মেলেনি। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে, তা বুঝতে পারছেন না নিগমের কর্তারাও। নিগমের এক কর্তার কথা, 'এই প্রবণতায় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এনবিএসটিসি-র।'

অনলাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে কিছু মহিলা বিনামূল্যে টিকিট কাটার ফায়দা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। অ্যাপ থেকে একই আধার নম্বর ব্যবহার করে কেউ কেউ একদিনে তিনটে-চারটে বাসের আসন বুকিং করে রাখছেন। নিজেদের সুবিধামতো তাঁরা বাসে চড়লেও বাকি আসনগুলি বাতিল করার ঝামেলায় যাচ্ছেন না কেউ। ফলে বুকিং করা আসনে যাত্রী উঠবে ভেবে সেগুলিতে অন্য কোনও যাত্রীদের বসাতে পারছেন না কনডাক্টর। এই অবস্থায় জরুরি কাজে কলকাতা কিংবা বহরমপুরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে বাস পুরো ভর্তি দেখানোয় সমস্যায় পড়ছেন অন্য যাত্রীরা।

মহিলা যাত্রীদের একাংশের মধ্যে যখন অনলাইনে একাধিক টিকিট বুকিং করে যাত্রা না করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তখন মহিলাদের একাংশ আবার বিষয়টিকে একেবারেই সমর্থন করছেন না। নিত্যযাত্রী পিংকি দে বলেন, 'সরকার আমাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দিয়েছে। এর অপপ্রয়োগ করা উচিত নয়। অনেকেই প্রয়োজনে বাসে উঠতে পারছেন না সব টিকিট বুক থাকায়। প্রয়োজন না হলে সময়মতো টিকিট ক্যানসেল করে দিলে অন্য যাত্রীরা যাতায়াতের সুযোগ পাবেন।'

এআইডিএসও-র ছাত্র সমাবেশ

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : এনটিএ বাতিল, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিল এআইডিএসও। আগামী ১ সেপ্টেম্বর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে এক বৃহৎ ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

বুধবার শিলিগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের সার্বিক শিক্ষা কাঠামোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাগত বেসরকারিকরণ এবং বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। সংকটগ্রস্ত প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার হাল ফেরাতে ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের পড়ুয়াদের এই সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনে এসএলআর-তে পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নং.: পার্সেল-ইএ-এসইপি-৯

লট নংঃ ২২৪০৫-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এএনভিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)।
অকশন শুরুঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-166/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উচ্ছেদের নোটিশে অসন্তোষ, পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

উত্তরকন্যা অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : রেলের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার পর পুনর্বাসনের দাবিতে এবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা উত্তরকন্যায় অভিযান চালালেন। বুধবার দুপুরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং শিলিগুড়ি যৌথ আন্দোলন কমিটি, শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

রেলের জমিতে থাকা এবং উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিন তাঁরা এনজেপি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের মাঠের সামনে জড়ো হন। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রথমে এনজেপির এডিআরএম অফিস অভিযান করেন বাসিন্দারা। তবে এডিআরএম অফিসের গেটে আন্দোলনকারীদের আটকে দেওয়া হয়। সেখানে দাঁড়িয়েই পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে বিক্ষোভকারীদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করেন এডিআরএম। সেখানে তাঁকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

উত্তরকন্যা যাওয়ার পথে তিনবাত্তিতে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বলেন, 'এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত উচ্ছেদের মুখে রয়েছেন ৫০ হাজার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী। রেল বলছে সব জমি তাদের। কিন্তু রেলের প্রকৃত জমি কোথায়, সেটা আমাদের বোঝাতে হবে। যাঁরা তিন থেকে চার পুরুষ ধরে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন, তাঁদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।' ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশবাড়ির রামনগর বস্তির ৪০০টি বাড়িতে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয়েছে। ২০ অগাস্ট পর্যন্ত তাঁদের হাতে সময় রয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ির ২২টি বাজারেও উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, এডিআরএম অফিসের সামনে থেকে আন্দোলনকারীরা মিছিল করে তিনবাত্তি মোড় হয়ে উত্তরকন্যার দিকে এগোতে শুরু করেন। কিন্তু তিনবাত্তি মোড়েই পুলিশ আন্দোলনকারীদের আটকে দেয়। তিনবাত্তি মোড়ে আন্দোলনকারীদের তরফে জয় লোধ বলেন, 'রেল মানবিকভাবে গোটা বিষয়টি দেখে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক, সেটাই আমরা চাইছি। সংবিধান অনুযায়ী সকলের বাঁচার ও বাসস্থানের অধিকার রয়েছে। কিন্তু রেল কিংবা রাজ্য সরকার আমাদের কোনও ধরনের সহযোগিতা করছে না। পুনর্বাসন দিতে না পারলে যাতে রেল উচ্ছেদের নোটিশ তুলে নেয়, সেই দাবি জানিয়েছি। তবে পুনর্বাসন রাজ্য সরকার করবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।'

এদিন তিনবাত্তি মোড় থেকে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উত্তরকন্যায় যান। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার। তিনি বলেন, 'যাঁরা দশকের পর দশক ধরে রেলের জমিতে রয়েছেন, তাঁদের উন্নয়নের নামে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশজুড়ে উচ্ছেদ অভিযান করছে। পুনর্বাসন ছাড়া রেল যে উচ্ছেদ অভিযান করতে পারে না, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় রয়েছে। সেই কারণে আমরা রেলের এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছি।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আনন্দ।। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মেলায় ছবিটি তুলেছেন সুহানা মেটিয়া।

জলপাইগুড়ি পুরসভায় বার্তা প্রশাসনের

অচলাবস্থা কাটাতে ৫ দিনের চরমসীমা

জলপাইগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি পুরসভার দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটাতে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সদর মহকুমা শাসকের পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতেই বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সকে নোটিশ পাঠিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পুরসভার পরিস্থিতি ও নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করতে পাঁচদিনের চরম সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই পাঁচদিনের মধ্যে পুরসভার যাবতীয় কাজকর্ম স্বাভাবিক করে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে। নাগরিক পরিষেবা, সরকারি প্রকল্পের কাজ এবং নিজস্ব তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব যাতে পুরসভা আইন অনুযায়ী পালন করে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে সরকার আইন অনুযায়ী কড়া পদক্ষেপ করবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

নোটিশ প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এটি পুর বোর্ড বাতিল করার প্রক্রিয়া। কিছু কাউন্সিলারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে নির্বাচিত বোর্ড সরে গিয়ে প্রশাসক বসার পথ মসৃণ করা হল।' অন্যদিকে, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থার পক্ষে থাকা মমতাপন্থী কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালটা দাবি, 'আমরা আগেই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। সেই প্রক্রিয়া এখনও জারি রয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের নোটিশের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব

- মহকুমা শাসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সকে কড়া নোটিশ রাজ্যের
- পরিষেবা তলানিতে, ব্যাহত কর্মীদের বেতন ও পেনশন
- জলপাইগুড়িতে জোরালো হচ্ছে প্রশাসক বসানোর জল্পনা

সম্পূর্ণভাবে চেয়ারম্যানেরই। কারণ তিনি এখনও পদে বহাল রয়েছেন।'

জলপাইগুড়ি পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরেই চরম প্রশাসনিক ও আর্থিক সংকট চলছে। অভিযোগ, চেয়ারম্যানের দীর্ঘ অনুপস্থিতি, কাউন্সিলারদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ এবং বোর্ড মিটিং না হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে কর্মীদের বেতন ও পেনশন দিতে দেরি হচ্ছে। ক্রমাগত বকেয়া জমছে গ্র্যাচুইটির, পাশাপাশি কমছে পুরসভার নিজস্ব আয়ও। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে নাগরিক পরিষেবায়। পানীয় জল সরবরাহ থেকে জঞ্জাল অপসারণ— শহরের জরুরি পরিষেবাগুলি নজরদারির অভাবে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

গত ৩০ জুলাই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন ৯ জন নির্বাচিত কাউন্সিলার। এরপরই দুই তৃণমূল কাউন্সিলার পদত্যাগ করেন। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় ভাইস চেয়ারম্যান বদল ঘিরে। সন্দীপ মাহাতোকে সরিয়ে সৈকত তাঁর ঘনিষ্ঠ দীনেশ রাউতকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ওই পদে বসান বলে অভিযোগ ওঠে। এর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নব্যেন্দু মৌলিক। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে এবং আদালতে নব্যেন্দুর গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হয়। আইনি বিতর্কের জেরে শেষমেশ পদত্যাগ করেন নবনিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান দীনেশ। সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভায় এখন চূড়ান্ত ডামাডোল।

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী

বাগডোগরা, ১৯ অগাস্ট : 'আমি নিজের ইচ্ছেয় স্বামী ও মেয়েকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করতে চাই। স্বামী ও মেয়ের প্রতি আমার কোনও অধিকার রইল না।'--- স্ট্যাম্প পেপারে লিখলেন স্ত্রী। অন্যদিকে স্বামী লিখলেন, 'আমার স্ত্রী নিজের ইচ্ছেয় চলে যাচ্ছে। ও প্রেমিকের কাছে ভালো থাকুক। জোর করে ভালোবাসা পাওয়া যায় না।' গ্রামবাসীর সামনে এমনই লিখিত চুক্তির পর, দু'বছরের মেয়েকে নিজের কাছে রেখে স্ত্রীকে তাঁর প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী। ঘটনাটি বাগডোগরার একটি গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুজিয়াপানির এক তরুণের সঙ্গে ন'বছর আগে ওই তরুণীর বিয়ে হয়। স্বামী কাজের সূত্রে বেঙ্গালুরুর একটি হোটেলে থাকতেন। সেই সুযোগে পাশের গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘ চার বছর ধরে তাঁদের এই প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। স্ত্রী বহুবার ওই প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। স্বামী অনেক চেষ্টা করেও স্ত্রীকে নিজের কাছে ফেরাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত পাড়াপড়শির উপস্থিতিতে সই করে স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন স্বামী।

এই চুক্তির পরেই স্থানীয় এক শিবমন্দিরে প্রেমিকের সঙ্গে ওই বধূর সিঁদুরদান ও মালাবদল হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতা সজলকান্তি সরকার বলেন, 'পাড়ার লোকের উপস্থিতিতে দুজনের কাগজে-কলমে চুক্তি হয়। পাড়ার মন্দিরেই বিয়ে হয়।'

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : ট্রাকে আলুর বস্তার আড়ালে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাফ সিরাপ পাচারের ছক বানচাল করে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। ধৃতরা হলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা মহিউদ্দিন ও মহম্মদ হানিফ। মঙ্গলবার ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর জাতীয় সড়কের মাঝে লিউসিপাকড়ি এলাকায় গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক থেকে ৮,২০০ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেন গোয়েন্দারা। হাওড়া থেকে ওই কাফ সিরাপ অসম হয়ে মেঘালয়ের তুরাতে পাচারের ছক কষা হয়েছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর।

ধৃতদের মধ্যে মহিউদ্দিন ট্রাকের মালিক এবং তিনি নিজেই গাড়ি চালাতেন। মহম্মদ হানিফ ওই ট্রাকের খালাসি। অভিযোগ, ডানকুনি থেকে ট্রাকে ওই কাফ সিরাপ লোড করা হয়েছিল। এরপর তার ওপর ১৫০ বস্তা আলু তুলে দিয়ে কাফ সিরাপের কার্টনগুলি পুরোপুরি আড়াল করে দেওয়া হয়। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া কাফ সিরাপের বাজারমূল্য ৮০ লক্ষ টাকারও বেশি।

বুধবার ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী রতন বণিক বলেন, 'বিচারক ধৃতদের জামিনের আবেদন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাফ সিরাপ পাচারের পেছনে একটি বড় চক্র যুক্ত রয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়েন্দা বিভাগ।'

গোরু বোঝাই গাড়িকে ধাওয়া

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : গোরু পাচারের অভিযোগে গাড়ি ধাওয়া করাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটল মাটিগাড়া থানা এলাকায়। তুম্বাজোত থেকে পঞ্চম মহানন্দা সেতু পর্যন্ত পাচারকারীদের গাড়িকে ধাওয়া করেন বজরং দলের সদস্যরা। তাঁরা গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অ্যাম্বুল্যান্স সহ দু'পক্ষের গাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে জলপাই মোড় দিয়ে ওই গাড়িটি পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

বজরং দলের সদস্যদের দাবি, সেই রাতে গোরু পাচারের অভিযোগে একটি গাড়ির পিছু নেওয়া শুরু করেন তাঁরা। তুম্বাজোত থেকে সেই গাড়িকে ধাওয়া করতে করতে পঞ্চম মহানন্দা সেতুর দিকে যান। ওই সময় দু'পক্ষের গাড়ির মধ্যে একাধিকবার ধাক্কাধাক্কি হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার একাধিক ভিডিও সামনে এসেছে। যদিও ভিডিওগুলির সত্যতা অবশ্য যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। গোরু পাচারকারীদের গাড়িটির জানলা দিয়ে কয়েকজনকে ধারালো অস্ত্র হাতে দেখা যাচ্ছে সেই ভিডিওয়। বজরং দলের সদস্যদের গাড়ি কাছে পৌঁছাতেই ওই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। তাছাড়া, একাধিকবার গাড়িটি পিছনের দিকে চালিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়। এই ধাক্কাধাক্কির সময়ই পঞ্চম মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্সটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি।

জলপাই মোড়ে পুলিশের টহলদারি ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকলেও ওই গাড়ির পিছু নেয়নি, অভিযোগ বজরং দলের সদস্যদের। বিষয়টি নিয়ে পুলিশকর্মীদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। কিন্তু পুলিশকে

- তুম্বাজোত থেকে পঞ্চম মহানন্দা সেতু পর্যন্ত পাচারকারীদের সঙ্গে গাড়ির লড়াই
- ধাওয়া করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাম্বুল্যান্স সহ দু'পক্ষের গাড়ি
- পরে গোরু পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই তরুণ

খবর না দিয়ে কেন তাঁরা নিজেরাই গোরু পাচারের অভিযোগ ওঠা গাড়ির পিছু নিলেন? বজরং দলের উত্তরবঙ্গ ও সিকিম প্রান্তের প্রান্ত সুরক্ষা প্রমুখ অমিতকুমার গুপ্তা বলেন, 'ওদের কাছে যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তাতে আমাদের জীবনের ঝুঁকি হতে পারত। গাড়িটির পিছু নেওয়ার সময় আমরা একশো নম্বরে ডায়াল করেছিলাম। কিন্তু বারবার ফোন কেটে গিয়েছে। জরুরি নম্বরে যদি কোনও সমস্যা হয়ে থাকে, প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, সেই নম্বর ঠিক করার জন্য।'

অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশের গাড়ির সঙ্গেও ওই পাচারকারীদের গাড়ির ধাক্কাধাক্কি হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, গোরু পাচারকারীদের গাড়িটি আটকাতে গেলে সেটি পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে গোরু পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত মহম্মদ হানিফ ফাঁসিদেওয়া এবং সিট্টু হুসেন পাঁচকেলগুড়ির বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে বালাসন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, গোরু পাচারের জন্য বাইকে করে এলাকায় রেইকি করছিলেন তাঁরা। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় রাতের অন্ধকারে দামি গাড়িতে করে এসে গোরু চুরি করে পালানোর একটি চক্র বেশ কিছুদিন ধরে সক্রিয়। প্রায় এক বছর আগে ওই চক্রের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তারও করেছিল পুলিশ। গত তিন মাসে একাধিকবার গোরু পাচারের অভিযোগ উঠেছে।

মনসা প্রতিমা বিসর্জনের পথে। কোচবিহার সাঁঝেরপাড় কাঁঠালবাড়িতে বুধবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

পার্থেনিয়াম সচেতনতা

চোপড়া, ১৯ অগাস্ট : উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে 'পার্থেনিয়াম সচেতনতা সপ্তাহ'। সচেতনতা শিবির ও নির্মূল অভিযানের মাধ্যমে পার্থেনিয়ামের ক্ষতিকারক দিক ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। নোডাল অফিসার ডঃ দেবাশিস মাহাতো বলেন, '১৬ থেকে ২২ অগাস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রের ফার্ম ও রাস্তার দু'পাশে পার্থেনিয়াম নির্মূল করার অভিযান চলবে।'

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্র ও জেলা কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে 'কৃষি সখী'দের নিয়ে ১৭ থেকে ২১ অগাস্ট পর্যন্ত প্রাকৃতিক কৃষির ওপর ৫ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। প্রথম দফায় জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ৩০ জন মহিলা অংশ নিয়েছেন। জেলাজুড়ে প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকারিতা এবং চাষের হাতে-কলমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আরও ৩০ জন 'কৃষি সখী'কে নিয়ে দ্বিতীয় দফার শিবির হবে। কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ ধনঞ্জয় মণ্ডল বলেন, 'কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রযুক্তিগত সহায়তায় এই শিবির চলছে। পাশাপাশি, এলাকায় যে কৃষকরা ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে চলেছেন, তাঁদের চাষের খেত পরিদর্শন করানো হচ্ছে।'

ধৃত চার

খড়িবাড়ি, ১৯ অগাস্ট : কোচবিহার থেকে গাঁজা পাচার করতে এসে সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) জালে এক মহিলা সহ চার পাচারকারী। ধৃতদের বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি থানা।

এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কাঁদমনিজোত ই-কোম্পানির জওয়ানরা মঙ্গলবার রাতে খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালায়। সন্দেহজনক চারজন যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করে ২০ কেজি ১৭৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

অভিযুক্তদের নাম মঞ্জু মহন্ত, প্রশান্ত বিশ্বাস, বসির শেখ ও মহম্মদ সবিরুল। ধৃতদের বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাত দফা দাবি

ইসলামপুর, ১৯ অগাস্ট : বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস ও ইসলামপুর ব্লক সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে সাত দফা দাবিতে ইসলামপুর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন ইসলামপুর শহরের কোর্ট ময়দান চত্বর থেকে মিছিল করে কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা বিডিও অফিসে পৌঁছান। এদিনের ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ইসলামপুর থানার পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল বিডিও অফিসের মূল গেটে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভাপতি সুলতানা বেগম, ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নওশাদ আলম প্রমুখ।

এনিয়ে মজিবুর রহমান বলেন, 'ডেপুটেশনের মূল দাবিগুলির মধ্যে ছিল বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা, অন্নপূর্ণা যোজনার অন্তর্ভুক্তদের অর্থ প্রদান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, দুর্নীতিমুক্ত আবাস যোজনা ও বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বড় আন্দোলন সংগঠিত করব আমরা।'

ডেঙ্গি আক্রান্তর খবর পেয়ে নকশালবাড়িতে অভিযান স্বাস্থ্য দপ্তরের।

ডেঙ্গি আক্রান্ত চা বাগানের শ্রমিক

নকশালবাড়ি, ১৯ অগাস্ট : নকশালবাড়ি চা বাগানে এক শ্রমিক ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত শ্রমিকের নাম প্রভা খাম্বা। বুধবার জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে রক্ত পরীক্ষায় তাঁর ডেঙ্গি ধরা পড়ে। এলাকায় সংক্রমণ রুখতে স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তড়িঘড়ি একাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার চা বাগানের গুদাম লাইন, ডাক লাইন ও বাঁশ লাইন জুড়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা সমীক্ষা চালান।

আক্রান্ত শ্রমিক নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর বাড়ির পাশেই থাকেন। খোদ প্রধানের এলাকার আশপাশে ডেঙ্গি মশার লার্ভার অস্তিত্ব পেয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তবে সংক্রমণ রোখার বিষয়টি নিজেই তদারকি করছেন প্রধান। বুধবার সকাল থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু করেন। কারও জ্বর বা অন্য কোনও উপসর্গ রয়েছে কি না, তার খোঁজ নেওয়া হয়। একাধিক বাড়িতে ড্রাম, বাঁশের ঝাড়, পরিত্যক্ত টায়ার ও ছোট পাত্রে ডেঙ্গির লার্ভা পাওয়া যায়। তা নিধনে ছিটানো হয় ওষুধ। পাশাপাশি ভিবিডিসি (ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল) কর্মীরা রক্ত পরীক্ষারও ব্যবস্থা করেন। জমা জল নিষ্কাশনের পাশাপাশি নর্দমা ও জঙ্গল পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেক্টর সারভেলান্স টিম এবং ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যদের।

প্রধান জয়ন্তী কিরো বলেন, 'পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কোনও ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। আক্রান্ত শ্রমিককে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে এবং পুরো এলাকাকে কড়া নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে।'

হাতিঘিসায় এক যুগ বন্ধ রাস্তা-সেতুর কাজ

ফাইলবন্দি উত্তর

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৯ অগাস্ট : হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জমিদারগুড়ি গ্রামে যাওয়ার রাস্তা, সেতুর নির্মাণকাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে প্রায় ১২ বছর। অভিযোগ, এক যুগ আগে সেতুর কাজ শুরু হলেও মাত্র তিনটি পিলার বসানো হয়েছে এবং রাস্তাও কাঁচা। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। সেকারণে আমজনতা চাইছেন, ফাইলের ফাঁসে আটকে না থেকে এবার কাজ শুরু হোক। নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের আশ্বাস, 'সেতুর কাজ যাতে দ্রুত শেষ হয়, সেই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেব।'

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে জমিদারগুড়ি থেকে জঙ্গলবস্তি যাওয়ার জন্য সংযোগকারী রাস্তা ও পাকা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব। কিন্তু কাজটি তিন মাস চলার পর হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়।

নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসার বীরসিং জোত, বিজয় সিং, জমিদারগুড়ি, কেটুকাপুর, হুচাই মল্লিক সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ শুখা মরশুমে অর্ধসমাপ্ত সেতুর নীচ দিয়েই যাতায়াত করেন। কিন্তু সেতু তৈরি না হওয়ায় বর্ষায় ভোগান্তি পোহাতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা গাথি বর্মন বললেন, 'রাস্তা ও সেতুর কাজ দীর্ঘদিন অর্ধসমাপ্ত পড়ে থাকায় যাতায়াতে সমস্যা হয়। অনেকটা ঘুরপথে রোগীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়।'

এই এলাকায় রয়েছে দুটি হাইস্কুল, একটি প্রাইমারি স্কুল, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ছ'টি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র। সেকারণে ভোগান্তির শিকার পড়ুয়ারাও। রজত মুন্ডা নামে এক গ্রামবাসীর কথা, 'আমার ছেলে হাতিঘিসার একটি বেসরকারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তাকে প্রতিদিন স্কুলে ছাড়তে যেতে হয়। সেতু না থাকায় আমাদের পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে নকশালবাড়ি হয়ে যাতায়াত করতে হয়। কতকাল এই ভোগান্তি পোহাব আমরা? জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্তারা নজর দিন।'

বর্ষায় পাঁচ কিমি ঘুরে যাতায়াত

১২ বছরে প্রাপ্তি শুধু তিন পিলার। হাতিঘিসায়।

কাজ থমকে রইলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছিল? জমিদারগুড়ির তৎকালীন পঞ্চায়েত সদস্য বাসন্তী দেবনাথ বলছেন, 'সেই সময় এ বিষয়ে ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি।' হাতিঘিসার তৎকালীন প্রধান নির্মলা টোপ্পোর বক্তব্য, 'তখন কাজের শিলান্যাস হলেও আমাদের কিছু জানানো হয়নি। পরে যখন কাজ বন্ধ হয়, ততদিনে বোর্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'ওই সেতুর কাজ সম্পর্কে আমাদের কাছে কেউ অভিযোগ জানায়নি, তাই কিছু বলতে পারব না।'

টংঘর থেকে পড়ে মৃত্যু

নাগরাকাটা, ১৯ অগাস্ট : নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাড়টন্ডু বস্তিতে হাতি তাড়াতে টংঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে নামার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। সেইসঙ্গে হাতির তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে হাত ভেঙেছে আরও দুজনের। হাতির লাগাতার তাণ্ডবে রীতিমতো আতঙ্কিত নাগরাকাটার বাসিন্দারা।

বন দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুনীল ওরাওঁ (৪০)। তাঁর বাড়ি সুলকাপাড়া বাজারে। সোমবার রাতে ছাড়টন্ডু বস্তিতে নিজের খেত পাহারায় ধানের জমির মধ্যে থাকা টংঘরে শুয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর নিজের ৬ বিঘা জমি রয়েছে। গভীর রাতে হঠাৎ তিনি খেয়াল করেন, তাঁর জমির দিকে প্রায় ৩০টি হাতির একটি দল আসছে। তা দেখে তড়িঘড়ি টংঘর থেকে নামতে যান তিনি। সেই সময় সিঁড়িতে পা পিছলে একেবারে নীচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে কোনওরকমে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়।

নিয়োগে স্থগিতাদেশ

কনস্টেবল নিয়োগের মেধাতালিকা প্রকাশে বুধবার অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তৃণমূল জমানায় প্রায় ১২ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। গত নভেম্বরে পরীক্ষার পর চলতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ইন্টারভিউ হয়।

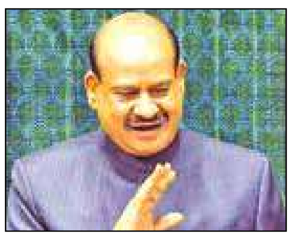

বিড়লাকে নালিশ

বিমানবন্দরে বিক্ষোভের ঘটনায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। চিঠিতে বিজেপির দুই বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী ও সৌরভ শিকদারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানিয়েছেন দমদমের সাংসদ।

স্কুলে সাপ

কলকাতার অভিজাত স্কুলের বাথরুমে এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে সাপে ছোবল মারার গুরুতর অভিযোগ। সাপে ছোবল মারার পর হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে স্কুলের চিকিৎসালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে পড়ুয়াকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।

মাদক উদ্ধার

বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা সংলগ্ন ধানগুড়ি কাশিডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের ৫১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল সালানপুর থানার পুলিশ। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত পিকআপ ভ্যান।

সপ্তম বেতন কমিশনের কাজ শুরু

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, পুরসভা ও পঞ্চায়েত কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) নিয়ে অনিশ্চয়তা ও আইনি জটিলতা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তবে তার মাঝেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করতে তৎপরতা শুরু করল নবান্ন। পে কমিশনের সুপারিশ তৈরির প্রক্রিয়া দ্রুত ও নির্ভুল করতে রাজ্যের প্রতিটি দপ্তর থেকে একজন করে অভিজ্ঞ 'নোডাল অফিসার' নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থদপ্তর।

দপ্তরগুলির প্রশাসনিক প্রধানদের জরুরি নির্দেশিকা পাঠিয়ে অনতিবিলম্বে নোডাল অফিসারদের নাম, যোগাযোগের নম্বর ও মেল আইডি পে কমিশনের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিটি দপ্তরের অভ্যন্তরীণ পদমর্যাদা ও কাজের ধরণ কমিশনকে নিখুঁতভাবে জানাতে নোডাল অফিসারদের সহায়তায় একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হবে, যেখানে কর্মীদের সমস্ত তথ্য আপলোড করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ২০২৭ সাল থেকে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করার যে ঘোষণা করেছিলেন, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই অর্থদপ্তরের এই ত্বরান্বিত পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, গ্রান্ট-ইন-এড শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ওয়ার্ক-চার্জড কর্মীদের ২০০৮-১৯ সময়কালের বকেয়া ডিএ পাওয়ার বিষয়টি এখনও সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ওপর ঝুলে রয়েছে। আগামী আট সপ্তাহ পর শীর্ষ আদালতে নতুন বেঞ্চ গঠিত হলে এই মামলার গতিপথ স্পষ্ট হতে পারে। এই বিষয়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ আশাপ্রকাশ করে জানান, ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সুপারিশের মাধ্যমেই এই দীর্ঘদিনের জট কাটবে এবং বিশেষ করে গ্রান্ট-ইন-এড ও এভিএফ কর্মীরা সুবিচার পাবেন। যদিও গত মঙ্গলবারের শুনানিতে রাজ্য দাবি করেছে, বকেয়া ডিএ-র ৬৫ শতাংশ (প্রায় ৭,৭০০ কোটি টাকা) ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দাবির সত্যতা ও মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী শুনানির দিকে তাকিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ।

হোটেল মানেই যেন জতুগৃহ

আতঙ্কে শহর ছাড়ছেন বাংলাদেশিরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : কথায় আছে, 'রাখে হরি তো মারে কে!' মধ্যরাতের সর্বগ্রাসী অগ্নিকূপ কেড়ে নিয়েছে ৯টি অমূল্য প্রাণ। কিন্তু সেই মৃত্যুপুরীর মাঝখান থেকেও অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছেন অনেকে। আচমকা চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙা, ধোঁয়ায় দমবন্ধ পরিস্থিতি আর বাঁচার তাগিদে ছাদে বা কার্নিশে আশ্রয়। পরদেশের মাটিতে এমন অভিজ্ঞতার পর তীব্র আতঙ্কে এখন তড়িঘড়ি শহর ছাড়তে চাইছেন বহু বাংলাদেশি নাগরিক।

কলকাতার সদর স্ট্রিট এলাকাটি পরিচিত 'মিনি বাংলাদেশ' নামে। চিকিৎসার প্রয়োজন হোক বা ভ্রমণ— ওপার বাংলার বহু মানুষ এসে ওঠেন ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ও মির্জাগালিব স্ট্রিটের এসব হোটেলে। কিন্তু পরবাসে যে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি কেউ। সপ্তাহখানেক আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন সোমাইয়া আখতার ও তাঁর স্বামী রেজাউল করিম। দু'দিন আগেই এই হোটেলে ওঠেন তাঁরা। গত রাতে দরজায় ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে দেখেন, পুরো ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। শিউরে উঠে রেজাউল বললেন, "মাথা ঠান্ডা রেখে বুঝলাম দরজার দিক দিয়ে বেরোনো অসম্ভব। স্ত্রীকে নিয়ে জানলা খুলে বাইরে কার্নিশে গিয়ে দাঁড়াই। ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলাম।' সোমাইয়া যোগ করলেন, 'সেই আধঘণ্টা কার্নিশে কীভাবে যে দাঁড়িয়েছিলাম! শেষে রাস্তার পথচারীদের তৎপরতায় দমকল এসে আমাদের উদ্ধার করে।"

রাত তখন প্রায় ২টো। চিৎকারে ঘুম ভেঙেছিল ঢাকার আসাফুল জামাল ও তাঁর ভাইয়ের। দরজা খুলতেই রাশ রাশ কালো ধোঁয়া ঢোকে ঘরে। আসাফুল মুকুন্দপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'ভেবেই নিয়েছিলাম আর হয়তো দেশে ফেরা হবে না। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাও ভাইকে নিয়ে কোনওমতে ছাদে উঠে পড়ি। সেখানে জলের ট্যাংকের কাছে প্রায় ২০-২৫ জন আশ্রয় নিয়েছিলাম।' একইভাবে মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে ছাদে উঠে প্রাণ বাঁচিয়েছেন ঢাকার গাজিপুরের বাসিন্দা নাজমুল সরকার। অন্যদিকে, পরিবার নিয়ে আসা কাসমুল হোসেনের গলায় স্বস্তির সুর, 'স্ত্রী-সন্তানের কিছু হয়নি, এটুকুই ভাগ্য। এবার চিকিৎসা শেষ করে তড়িঘড়ি দেশে ফিরতে পারলেই বাঁচি।'

পোড়া গন্ধের মধ্যেই দগ্ধ হোটেলটির দিকে তাকিয়ে অঝোরে কেঁদে চলেছেন ক্যানসার আক্রান্ত কাজল বিবি। আকুল কণ্ঠে বললেন, 'নিজের দেশের মানুষকে হারালাম, স্বজন হারালাম। সরকারের কাছে দাবি, দোষীদের কঠোর শাস্তি হোক। আমরা অতিথি, অন্তত একটু ভালো ব্যবহার তো আমাদের প্রাপ্য!'

এই অগ্নিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। চিকিৎসার জন্য পরিবার নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত। সোমবারই এই হোটেলে ওঠেন তাঁরা। খবর পেয়ে ছুটে আসা তাঁর আত্মীয় কৃষ্ণ নন্দী বলেন, 'ওঁর ৮ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে আছে। বাংলাদেশে দেবাশিসের বাবা-মা উদ্বেগে ভেঙে পড়েছেন। আমি কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।' ঘটনার বলি হয়েছেন হোটেলের নতুন ম্যানেজার, বিহারের বাসিন্দা সন্দীপ পাসওয়ানও। মাত্র তিন মাস আগে কাজ পাওয়া সন্দীপের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন তাঁর আত্মীয়রা। প্রতিবেশী ইন্দ্রদেব পাসওয়ানের হাহাকার, 'অভাবের সংসারে দু'মুঠো ভাত জোটাতে এসে এভাবে প্রাণ দিতে হল ছেলেটাকে!'

ভুক্তভোগী আবাসিকরা। হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের পর। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ঘটনাস্থলে পুরমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী সহ অন্যরা। বুধবার মির্জা গালিব স্ট্রিটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

দায় ঠেলাঠেলিতে শাসক ও বিরোধী

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : অগ্নিকাণ্ড বা যে কোনও দুর্ঘটনার পর তার দায় নিয়ে ঠেলাঠেলি নতুন কিছু নয়। নিউ মার্কেটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের পর বর্তমান ও পূর্বতন শাসকের একে অপরের বিরুদ্ধে দায় চাপানোর চেষ্টা তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। হোটেলের অগ্নিকাণ্ডকে বিগত সরকারের অবহেলা এক ভয়াবহ নিদর্শন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পূর্বসুরীকে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য নিশানা করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শাসকের সমালোচনার জবাবে প্রাক্তন মেয়র ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, দায় নিয়ে ঠেলাঠেলি করলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোনও লাভ হয় না। উচিত সমাধানের রাস্তা খোঁজা।

বুধবার গভীর রাতে কলকাতার নিউ মার্কেটের মতো এলাকার একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনার দায় নিয়ে দিনভর রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতর চলেছে। কিন্তু কলকাতায় থেকেও ঘটনাস্থলে গেলেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্ঘটনার জন্য বিগত সরকারকে দুষে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কলকাতা তথা রাজ্যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মবিধি উপেক্ষা করেই বিভিন্ন ভবন গড়ে তোলা হয়েছে। সেগুলিকে হোটেল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, 'পূর্বতন সরকারের অবহেলার জন্যই নিউ মার্কেটের হোটেলে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়গুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে রেখেছিল।'

এক্সহ্যান্ডেলে তাঁর সেই পোস্ট দেখা গিয়েছে ঘটনার প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে, বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষজনের প্রত্যাশা ছিল ঘটনাস্থলে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বুধবার রাত পর্যন্ত তাঁদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি।

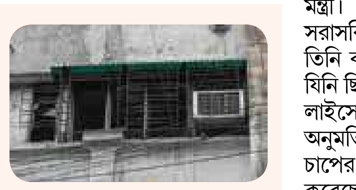

■ অগ্নিকাণ্ডকে বিগত সরকারের অবহেলার এক ভয়াবহ নিদর্শন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

■ পূর্বসূরিকে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য নিশানা করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

■ প্রাক্তন মেয়রের দাবি, দায় নিয়ে ঠেলাঠেলি করলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোনও লাভ হয় না

একইসঙ্গে কলকাতায় থেকেও তাঁর পূর্বসূরী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এদিন দুর্ঘটনাস্থলে দেখতে পাওয়ার আশা করেছিলেন এলাকার মানুষ। বাস্তবে সেই আশাও পূর্ণ হয়নি। যদিও বুধবার সকালেই পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং দমকলের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। দমকলমন্ত্রী বলেন, 'পূর্বতন সরকারের আমলে কলকাতা পুরসভার অভিশাপ আমাদের বহন করতে হচ্ছে। এরকম জায়গায় হোটেল ব্যবসার জন্য কীভাবে পুরসভা ট্রেডলাইসেন্স দিয়েছিল তা তদন্ত করে দেখতে হবে।'

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এব্যাপারে তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা সরাসরি নিশানা করেছেন ফিরহাদকে। তিনি বলেন, 'আমার জায়গায় আগে যিনি ছিলেন, উনি কী করেছেন? ট্রেড লাইসেন্স দিল কে? সিএসসি কী করে অনুমতি দিল?' শাসক দলের সাঁড়াশি চাপের মুখে ফিরহাদও পালটা দাবি করেছেন, 'সবকিছু মেয়রের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ট্রেডলাইসেন্স ছিল কিনা সেটাও কী মেয়র দেখবে? অগ্নিসুরক্ষাবিধি সংক্রান্ত লাইসেন্স না থাকলে তা দেখার কথা দমকলের, মেয়রের নয়।'

পরিশেষে প্রাক্তন মেয়রের সংযোজন, দায় ঠেলাঠেলি করে সমস্যার সমাধান হয় না। তিনি বলেন, 'আমি দিল্লির সরকারকে দোষ দেব আর বিজেপি আমার বিরুদ্ধে বলবে এতে সমস্যার সমাধান হবে না। বাম সরকারের আমলে তৈরি আমরিতে যখন বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা সরকারে থেকেও তার দায় বিগত বাম সরকারের ওপর চাপাইনি।' রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রাক্তন মেয়র তথা পুরমন্ত্রী দায় ঠেলাঠেলি নিয়ে যা বলেছেন তা সংগত। প্রকৃতই রাজনৈতিক চাপানউতরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কোনও লাভ হয় না। ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয় না। তবে এটাও ঠিক নিউ মার্কেটের মতো এলাকা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থেকে কলকাতার মেয়র ও পুরমন্ত্রী হিসেবে এই পরিস্থিতি তৈরির দায় তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না।

সরু গলিই কাল, ঘিঞ্জি খাঁচায় মৃত্যুফাঁদ

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকান্ডে ৯টি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল ভবনের ঘুপচি পরিকাঠামো। তদন্তকারীদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, মধ্যরাতের এই অগ্নিকাণ্ডে আগুনের শিখার চেয়েও বেশি কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে চার দেওয়ালের ভেতরে আটকে পড়া বিষাক্ত ধোঁয়া এবং আপৎকালীন পথ না থাকা। পাঁচতলা ওই ভবনে কাপড়ের দোকান, আইনজীবীর চেম্বার এবং প্রায় আট-ন'টি হোটেল গাদাগাদি করে রয়েছে। একের পর এক সরু গলি ও ছোট রুম দিয়ে তৈরি ভবনটিতে বিপর্যয়ের সময়ে বেরোনোর রাস্তা বলতে ছিল সাকুল্যে একটিই সিঁড়ি, যাতে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে যখন রিসেপশনের বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড থেকে প্রথম আগুনের লাগে বলে মনে করা হচ্ছে। মধ্যরাতে আগুন লাগার সময় আবাসিকরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। ফলস সিলিং অতি দাহ্য পদার্থ থাকায় দাউদাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় প্রতিটি তলা। তবে

বিপদের মুহূর্তে নেভানোর জন্য ছিল না ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার, বাজেনি কোনও ফায়ার অ্যালার্ম, এমনকি প্রাণ বাঁচিয়ে পালানোর জন্য ছিল না কোনও পৃথক ইমার্জেন্সি এক্সিট বা বিকল্প সিঁড়ি। এক চিলতে সংকীর্ণ করিডোর ধোঁয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বেরোনোর সমস্ত পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় ঘুমন্ত মানুষগুলোর কাছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কীভাবে এমন একটি ভবন দিনের পর দিন নিরাপত্তা বিধির ন্যূনতম শর্ত না মেনে জতুগৃহে পরিণত হয়ে রইল? এতগুলি এসি চালানোর মতো বিদ্যুৎ পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় ট্রেড লাইসেন্স বা ফায়ার পারমিট এরা কীভাবে পেল, তা নিয়ে স্তম্ভিত প্রশাসনও। দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী জানান, লাইসেন্স ও অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কোথায় গলদ ছিল, তা অডিট করে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে তারাপীঠের পর খাস কলকাতার বুকে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড প্রমাণ করে দিল, কাগজে-কলমে কড়াকড়ির চেয়ে পরিকাঠামোর বেনিয়মই আজ আমজনতার প্রধান ফাঁদ।

মহুয়ার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

কৃষ্ণনগর, ১৯ অগাস্ট : মমতাপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের নামে জারি হল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে 'অপমানজনক' ও 'কুরুচিকর' মন্তব্যের অভিযোগ-সহ একাধিক বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে এই পরোয়ানা জারি করেছেন কৃষ্ণনগর জেলা আদালতের বিচারপতি দিব্যেন্দু দাস। মহুয়াকে রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে নিশানা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কালীঘাট তৃমমূল।

এই ঘটনায় প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মহুয়া-সহ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী-নেতাকে তো নিশানা করা হয়েছে।রাজনৈতিক অভিসন্ধি থেকে এই মামলা করা হয়েছে। এভাবে মহুয়া মৈত্রদের কণ্ঠরোধ করা যাবে বলে যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা ভুল ভাবছেন।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে করা একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য এবং হিংসায় উসকানি দেওয়া, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, তুলসীমালা, বোরখা ও হিজাব নিয়ে মহুয়ার একাধিক মন্তব্য নিয়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। অতীতে একাধিকবার কৃষ্ণনগরের সাংসদকে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ। বুধবার ছিল হাজিরার শেষ দিন, সেদিন মহুয়া উপস্থিত না থাকায়, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল আদালত। মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের কটাক্ষ, 'তৃণমূল বরাবরই আইন-আদালতকে উপেক্ষা করে। ওয়ারেন্ট ইস্যু হলে আদালতে যাওয়ার কথা ভাবেন। এবার হয়তো উনি যাবেন।' এরসঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে যে কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হল, তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ওই এলাকার সংখ্যাগুরু মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে উনি আঘাত করেছেন। এটা কোনও সাধারণ অপরাধ নয়।'

তদন্তভার নিল সিআইডি

হালিশহর, ১৯ অগাস্ট : থানার লকআপে তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওয়াটের মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তে আশার আলো দেখছেন মৃতের পরিবার। নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বিরজুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আসুক এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি জানিয়েছেন তাঁর স্বজনেরা।

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার বিরজু পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থানায় মারধরের অভিযোগ তোলে পরিবার। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার ও নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তদন্তে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এবার পুরো বিষয়টি সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হল। এই সিদ্ধান্তে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছেন বিরজুর স্ত্রী জেনি শর্মা।

সুজিতের মামলা ত্যাগ

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : বুধবার প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর জামিনের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। মঙ্গলবার সুজিতের এক আইনজীবী বিচারপতির চেম্বারে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যক্তিগত সচিবকে চেম্বারে থাকা ফাইল দিতে বলেছিলেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবী। আর এতেই রুষ্ট বিচারপতি। ঘটনাটিকে 'দুঃখজনক' আখ্যা দিয়েছেন তিনি। বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে জানিয়েছেন তিনি। এখন সংশ্লিষ্ট মামলা কার বেঞ্চে শুনানি হবে তা নির্ধারণ করবেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

নবান্নে মন্ত্রী-বিধায়কদের নির্দেশ

আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় জোর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : রাজ্যের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক হোটেল অগ্নিকাণ্ড এবং আসন্ন দুর্গাপুজোর আইনশৃঙ্খলা— এই ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জ সামলাতে নবান্নে প্রশাসনিক তৎপরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলের মন্ত্রী ও বিধায়কদের অবিলম্বে বন্যা দুর্গত এলাকায় যাওয়ার জরুরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাতের মধ্যেই দুর্গত অঞ্চলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ সরাসরি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের। কেবল পরিদর্শনেই ক্ষান্ত না থেকে স্থানীয় বিডিও অফিসে গিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং দ্রুত পুনর্বাসনের কাজ নিশ্চিত করার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

তারাপীঠ ও কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার হোটেলে পর পর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দমকল প্রতিমন্ত্রীর কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করে নবান্ন জানিয়েছে, ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। রাজ্যজুড়ে বেআইনি ও নিরাপত্তা নীতি লঙ্ঘনকারী হোটেলগুলিকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা এবং ধারাবাহিক অডিট চালানোর নির্দেশ জারি হয়েছে।

সামনে দুর্গাপূজা। এই সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত সমন্বয় রেখে চলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারের ফ্ল্যাগশিপ 'অন্নপূর্ণা যোজনা' নিয়ে ভুল তথ্য রটানো রুখতে বিশেষ পদক্ষেপের কথা জানানো হয়। অন্যদিকে চা পর্যটন এবং আনুষাঙ্গিক ব্যবসায়ী কার্যকলাপের জন্য চা বাগানের জমির মোট ১৫ শতাংশ ব্যবহার করা যাবে, যার সর্বোচ্চ সীমা হবে ১৫০ একর। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন।

শূন্যপদ তৈরির বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : তৃণমূল জমানায় উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করেছিল পূর্বতন সরকার। ১৬০০ সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার। বুধবার বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি অনুজ সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চে নতুন সরকার জানিয়ে দিয়েছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে আর আগের সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারা এগোবে না।

উচ্চ প্রাথমিকে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে ওয়েটিং লিস্টে প্রার্থীদের নিয়োগ করতে চেয়ে ১৬০০ শূন্যপদ তৈরি করে রাজ্য সরকার। এই জটিলতা কাটাতে তৎকালীন মন্ত্রীসভা শূন্যপদ তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।

২০২২ সালে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হতেই রাজ্যের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয় তৎকালীন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ। সুপার নিউমেরারি পদ নিয়মিত নিয়োগের মতো তৈরি করা যায় না বলে জানিয়েছিল আদালত। এদিন রাজ্য সরকার জানিয়ে দেয়, আগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারা আর পরবর্তী পদক্ষেপ করবে না নিয়োগে।

২৮ অগাস্টের সভা নিয়ে টানাপোড়েন

আশিসের বাড়িতে সৌগতরাও

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : রামপুরহাটের প্রয়াত বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক ও প্রাক্তনমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সাংসদ সৌগত রায়। মমতার নির্দেশেই এদিন তাঁরা প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ঘটনার পরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে প্রয়াত আশিসের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখনই প্রয়াত বিধায়কের স্ত্রী মমতাকে আসার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সূত্রেই এদিন ঘনিষ্ঠ দুই নেতাকে রামপুরহাটে পাঠিয়েছিলেন মমতা।

বুধবার প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে মমতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন শোভনদেব ও সৌগত। পরে শোভনদেব জানান, দুর্নীতির সঙ্গে আশিসবাবু যে কোনওদিনই যুক্ত থাকতে পারেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন, বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও চাপের শিকার হয়েছেন আশিস। এদিন আশিসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সেকথাই স্পষ্ট করে জানিয়েছেন শোভনদেব ও সৌগতরা। এদিকে ঘটনার পরই প্রয়াত তৃণমূল নেতার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও শোভনদেবের দাবি, এদিন পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন সৌগত।

মনে হয়েছে, ঋতব্রতদের এই পাশে থাকার বার্তাকে আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাঁরা।

এদিকে বুধবার ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়কদের বৈঠকে আগামী ২৮ অগাস্ট প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে স্মরণসভা আয়োজন করা নিয়ে আলোচনা হয়। ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র-যুব-র প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে নব তৃণমূল ও কালীঘাট তৃণমূল উভয়ের তরফ থেকেই মেয়ো রোডে সভা করার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। বৈঠকের পর বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২৮ অগাস্টের সভার ব্যাপারে এখনও পুলিশের থেকে কোনও অনুমতি পাইনি। তবে যেখানেই হোক ওইদিন প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে আমরা স্মরণদিবস পালন করব। এই প্রসঙ্গে শোভনদেব বলেন, 'আমরাও এখনও পুলিশের অনুমতি পাইনি। সামান্য মিটিং-মিছিল করার অনুমতি আমাদের দেওয়া হচ্ছে না।' এই পরিস্থিতিতে ২৮ অগাস্টের সভার জায়গা নিয়ে যথেষ্টই অনিশ্চয়তা রয়েছে।

স্কুলের সময় জনগণনা? রায়দান স্থগিত

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করানো সংক্রান্ত মামলার শুনানির শেষে রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষকদের দিয়ে এই কাজ করানোর বাধ্যবাধকতা নেই বলে হাইকোর্টে জানাল রাজ্য সরকার।

তবে রাজ্যের বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তাঁর বক্তব্য, 'জনগণনার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক যদি আগেই শিক্ষকদের কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে কী হবে? রাজ্য বা জনগণনা কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ আদালতের কাছে স্পষ্ট নয়।'

জনগণনা কর্তৃপক্ষের নিয়মানুযায়ী স্কুলের নির্ধারিত সময়ে জনগণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার শিক্ষকদের সপ্তাহান্তে জনগণনার কাজে পাঠানোর বিজ্ঞপ্তি দেয়।

এদিন রাজ্য জানায়, এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে স্কুলের সময় জনগণনার কাজ করলে তাদের অনডিউটি হিসেবেই ধরা হবে। যদিও আদালতের নির্দেশের পরে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

আদালতে দুই তৃণমূল

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মেয়ো রোডে সভা করতে চেয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। আগেই কালীঘাট পন্থী তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের তরফেও এদিন বিচারপতি ভট্টাচার্যের এজলাসে আবেদন জানানো হয়। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেও জরুরি ভিত্তিতে শুনানি সম্ভাবনা নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৯৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ ভাদ্র ১৪৩৩

মৃত্যুদণ্ডে প্রশ্ন

পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার ধারণাটি প্রতিনিয়ত নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ দেশের প্রতিটি নাগরিককে জীবনের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মৃত্যুর ক্ষেত্রে ন্যূনতম মর্যাদার আইনি সুরক্ষা দিয়েছে। সম্প্রতি একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আপাতত ফাঁসির প্রাচীন আইনি বিধান বাতিল করে তার বদলে বিকল্প কোনও পদ্ধতি নির্ধারণের সুযোগ নেই।

তবে সর্বোচ্চ আদালত এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে কম যন্ত্রণাদায়ক বিকল্প বিবেচনার পথ খোলা থাকছে। ফলে ফাঁসির বদলে বিষাক্ত ইনজেকশন কিংবা গ্যাস চেম্বারের মতো বিকল্প উপায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিষয়টি আগামীদিনে আলোচ্য হিসেবে থেকে গেল।

আগের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৪(৫) ধারা বা নতুন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩৯৩(৫) ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির গলায় দড়ি যতক্ষণ না তার মৃত্যু নিশ্চিত করে, ততক্ষণ তাকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ২০১৭ সালে আইনজীবী ঋষি মালহোত্রা এমন নিয়মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলায় যুক্তি দিয়েছিলেন, গলায় দড়ি ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতিটি প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও বর্বর। যা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামির শরীরে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা সৃষ্টি করে।

তাঁর আর্জি ছিল, এই প্রাচীন পদ্ধতিটি বাতিল করে আধুনিক ও তুলনামূলক কম যন্ত্রণাদায়ক কোনও পদ্ধতি, যেমন বিষাক্ত ইনজেকশন, ইলেক্ট্রিক চেয়ার বা গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নিয়ম চালু করা হোক। মামলাকারীর যুক্তি ছিল, শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মুহূর্তে আসামিকে অহেতুক শারীরিক কষ্ট দেওয়া সংবিধান প্রদত্ত মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে।

মামলাকারী এমন কোনও নতুন বা অখণ্ডনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারেননি, যার ভিত্তিতে আগের রায়কে পুনঃপরীক্ষার জন্য বৃহত্তর সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানো যেতে পারে বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ১৯৮৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে ফাঁসিই হল সবচেয়ে দ্রুত, নিরাপদ এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

বর্তমান বেঞ্চ সেই রায় বহাল রাখলেও মৃত্যুদণ্ডের মতো স্পর্শকাতর ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে বেশকিছু গভীর সাংবিধানিক ও সামাজিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে। তাছাড়া নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি অন্য পদ্ধতির চেয়ে কতটা কম বা বেশি যন্ত্রণাদায়ক- তা নির্ধারণ আইনসভা ও বিচার বিভাগের আওতায় পড়ে না। কারণ, এটি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়, যা আদালতের রায়ে বদলে দেওয়া সম্ভব নয়।

বিকল্প পদ্ধতিগুলির বাস্তবতা এবং সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে কেন্দ্র ও গবেষকরা আদালতে তথ্য পেশ করেছেন। আইনি গবেষণা সংস্থা প্রোজেক্ট ৩৯এ এবং দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের মতে, বিষাক্ত ইনজেকশন বা ইলেক্ট্রিক চেয়ারকে আধুনিক ও মানবিক মনে করা হলেও বাস্তবে সেগুলি ত্রুটিমুক্ত নয়। উপরন্তু, চিকিৎসা-নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইনজেকশন বিতর্কিত।

চিকিৎসকদের শপথের মূল মন্ত্রই হল জীবন রক্ষা। ফলে কাউকে হত্যার প্রক্রিয়ায় চিকিৎসকের অংশগ্রহণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপন্থী। যদিও সুপ্রিম কোর্ট মনে করে, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের মূল অধিকারগুলো কখনও স্থবির হতে পারে না। সমাজ, বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে আইনি ব্যবস্থার বিবর্তন প্রয়োজন। এই কারণে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করতে পারে।

যে প্যানেলে কেবল আইনি অভিজ্ঞদের পাশাপাশি ফরেন্সিক মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ, স্নায়ুবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী এবং মানবাধিকার গবেষকদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ফাঁসির চেয়েও দ্রুত, কম যন্ত্রণাদায়ক এবং বন্দির শারীরিক কষ্টকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার মতো ব্যবস্থার খোঁজ সেই প্যানেল দিলে কেন্দ্রীয় সরকার আইন সংশোধন করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পদ্ধতি বদলাতে পারবে।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ মনে হয় কিন্তু অলস হলে কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে অন্যদের পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা ভাবতে দিন। আপনি লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড় পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

–স্বামী বিবেকানন্দ

আপসকামী মধ্যবিত্তের চোখে জেন জেড

নিট দুর্নীতি ও নিয়োগ কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে জেন জেড প্রজন্মের বিদ্রোহ আসলে নিছক কোনও সরকার বিরোধিতা নয়, বরং নিজেদের অভিভাবক শ্রেণির দশকের পর দশক ধরে চলা স্বার্থপর আপসকামিতার মুখে এক নির্দয় আয়না।

নীহারিকা সরকার

মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায় বহু বছর ধরে একটা আপ্তবাক্য খুব যত্ন করে শিখিয়ে আসা হয়েছে—'সিস্টেমের সঙ্গে লড়তে যেও না, নিজের কেরিয়ারটুকু গুছিয়ে নাও।' সত্তরের দশকের উত্তাল রাজনীতির রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে উদারীকরণ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, পথে নেমে স্লোগান দেওয়ার চেয়ে একটা ঝাঁ চকচকে চাকরি জোটানো অনেক বেশি নিরাপদ। তাঁরা ভেবেছিলেন, নিজের সন্তানকে কোনওমতে একটা ডিগ্রি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করিয়ে কর্পোরেট কিংবা সরকারি চাকরির গণ্ডিতে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ। চারপাশের সামাজিক অন্যায়, বিচারহীনতা কিংবা রাজনৈতিক অবক্ষয় নিয়ে চুপ থাকাই ছিল তাঁদের কাছে তথাকথিত ভদ্রস্থ জীবনের একমাত্র ছাড়পত্র।

আজ দিল্লির রাজপথ থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির অনশন মঞ্চ— সেই সযত্নে সাজানো মধ্যবিত্ত আপসের দুর্গে যেন সরাসরি হাতুড়ির ঘা এসে পড়েছে। নিটে নজিরবিহীন দুর্নীতি কিংবা রাজ্যভিত্তিক নিয়োগের লাগাতার প্রশ্নপত্র ফাঁস কোনও বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়। এটা সেই পচে যাওয়া ব্যবস্থারই বিষাক্ত পরিণতি, যাকে মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা বছরের পর বছর ধরে নিজেদের সুবিধাবাদী নীরবতা দিয়ে নীরবে লালন-পালন করেছেন।

তরুণ প্রজন্মের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে শুধু নরেন্দ্র মোদি সরকার বনাম বিরোধী রাজনীতির সহজ সমীকরণে ফেলে দেখলে আসল ছবিটা চোখ এড়িয়ে যাবে। দিল্লির বুকে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা আদায়ের লড়াইয়ে যে মধ্যবিত্ত পড়ুয়ারা নেমেছিল, কিংবা রাঁচির রাজপথে আদিবাসী-দলিত প্রান্তিক ঘরের যে ছেলেমেয়েরা জেপিএসসি ও জেএসএসসি-র দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অনশন করছে— তারা কোনও দলের রাজনৈতিক ক্যাডার নয়। তাদের দাবিগুলোও কোনও জটিল পুঁজিবাদ-বিরোধী বিপ্লবের ডাক নয়। দাবিটা অত্যন্ত সাধারণ— পরীক্ষায় স্বচ্ছতা, সময়মতো মেধার মূল্যায়ন এবং যোগ্য সম্মান। কিন্তু এই সাধারণ দাবিগুলোই সমাজব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে, কারণ তা আমাদের তথাকথিত 'মেরিটোক্রেসি' বা মেধার মিথটিকে চিরতরে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

কয়েক দশক ধরে যুবসমাজকে বোঝানো হয়েছিল, মেধার লড়াই হল জাতপাত বা শ্রেণিভেদ ভেঙে ওপরে ওঠার সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক সিঁড়ি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সেই সিঁড়িটাই আসলে কেনাবেচার হাটে পরিণত হয়েছে। কোচিং মাফিয়ার দাপট আর কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হওয়া প্রশ্নপত্রের সিন্ডিকেট প্রমাণ করে দিল, সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য এই ব্যবস্থা আদতে ভেতর থেকেই বন্ধক পড়ে রয়েছে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে কোচিংয়ের খাঁচায় সন্তানদের পাঠিয়ে অভিভাবকরা যে নিরাপত্তার মিথ্যা বলয় তৈরি করেছিলেন, তা আজ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।

উদারীকরণের পর অভিভাবক প্রজন্ম ভেবেছিল, গণ আন্দোলনের ঝামেলা এড়িয়ে সবাই যদি আইপিএস, আইএএস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার বা কর্পোরেট কর্তা হয়ে ওঠে, তবে নিজ নিজ পেশাগত দক্ষতার জোরেই সমাজটা ধীরে ধীরে বদলে যাবে। কিন্তু সেই পেশাদারিত্ব কবে যে অন্ধ সুবিধাবাদে বদলে গেল, সমাজ তা টেরই পেল না।

সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল, ছাত্ররা যখন রাজপথে লাঠির ঘা খেয়ে বা অনশন করে সিস্টেমের দিকে আঙুল তুলছে, তখন তারা হয়তো অজান্তেই নিজেদের অভিভাবকদের একটা নৈতিক নিষ্কৃতি দিচ্ছে। কিন্তু সত্যটা হল, প্রতিষ্ঠানগুলো একা কোনও শাসকদল নষ্ট করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আমলা, তদন্তকারী সংস্থা, আদালত কিংবা মিডিয়ার যে অংশটি নিজেদের কেরিয়ার বাঁচাতে মেরুদণ্ড বিক্রি করেছে— তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও পরিবারের অভিভাবক। একেকটি আপস, অন্যায়ের মুখে একটু করে চোখ বুজে থাকা এবং সুবিধাবাদের যে সংস্কৃতিকে এই প্রবীণ প্রজন্ম প্রগতি বলে চালিয়ে দিয়েছিল, আজ তা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো দানব হয়ে তাঁদেরই সন্তানদের ভবিষ্যৎ গিলে খাচ্ছে।

আজকের এই সংকট কোনও বিশেষ ভৌগোলিক সীমানায় আটকে নেই। দিল্লির ছাত্র বিক্ষোভ যদি মধ্যবিত্তের স্বপ্নের অপমৃত্যু দেখায়, তবে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের অনশন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মেধার কেনাবেচায় সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে প্রান্তিক সমাজ। সেখানে ক্ষমতাসীন দল কিন্তু বিজেপি নয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিক জেএমএম ও কংগ্রেস। অর্থাৎ, শাসকদলের রং বদলালেও সিস্টেমের চরিত্র কিন্তু বদলায়নি।

এই তরুণ প্রজন্মের কাছে তাই কোনও রাজনৈতিক দলই আর দুধের ধোয়া নয়। ঝাড়খণ্ডের প্রতিবাদ বুঝিয়ে দিচ্ছে, সস্তা মোদি-বিরোধিতা করে বা পুরোনো ধাঁচের রাজনৈতিক ঘুঁটি চেলে জেন জেড প্রজন্মের আস্থা পাওয়া যাবে না। কোনও দল যদি ভেবে বসে এই ক্ষোভ স্রেফ ভোটের বাক্সে তাঁদের ঘরে ঢুকে যাবে, তবে তারা চরম বোকার স্বর্গে বাস করছে। এই প্রজন্ম কোনও রাজনৈতিক খয়রাতি চায় না, তারা চায় কাজের অধিকার, নিয়োগের নিশ্চয়তা আর মেধার যোগ্য বিচার।

আজকের এই ছাত্র বিদ্রোহ তাই কেবল শাসকের দম্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, এটি একটি চরম পারিবারিক ও সামাজিক জবাবদিহি। পূর্বসূরিদের বছরের পর বছর ধরে চলা আপসকামিতা ও স্বার্থপর নীরবতার বিরুদ্ধে এক খোলা চ্যালেঞ্জ। দেওয়ালের লিখন স্পষ্ট— সিস্টেমের সঙ্গে আপস করে কুঁকড়ে বাঁচার দিন শেষ। অভিভাবক প্রজন্মকে আজ সন্তানদের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিতেই হবে, কেন তাঁদের সুবিধাবাদী নীরবতার মাশুল মেটাতে আজ তরুণ প্রজন্মকে এক অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হল।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের আন্দোলন- ফাইল চিত্র।

দিল্লির প্রতিবাদপর্ব।–ফাইল চিত্র।

ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করে নিজের আখের গোছানোই যে বাঁচার একমাত্র পথ— মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের এই সযত্নে লালিত সুবিধাবাদী শিক্ষাকে সরাসরি বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে আজকের তরুণরা। মেধার জোরে ভবিষ্যৎ গড়ার রঙিন স্বপ্নকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও কোচিং মাফিয়ার সিন্ডিকেট এক নিষ্ঠুর কেনাবেচার হাটে পরিণত করেছে। লাখ লাখ টাকা ঢেলে সন্তানকে সুরক্ষিত রাখার যে মেকি ভরসা অভিভাবকরা করেছিলেন, তা চুরমার। জেন জেড স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, স্বার্থপরের মতো মুখ বুজে থাকলে নিজেদের ভবিষ্যৎ বাঁচানো অসম্ভব।

আজ

১৮৯৬
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ফুটবল তারকা গোষ্ঠ পাল।

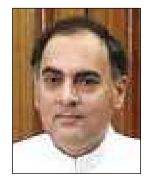

১৯৪৪
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাবাজি (রামদেব), আমার যৌবন, বেডরুম নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করুন। গুজব বা গালগল্পের ওপর ভিত্তি করে কারও পক্ষে এমন ধারণা করা সম্ভব নয়। আমাকে চরিত্র নিয়ে জ্ঞান দেবেন না। আপনার চেয়ে আমার চরিত্র অনেক ভালো। অন্তত প্রতারণার জন্য আমাকে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা শুনতে হয়নি কখনও।

- কঙ্গনা রানাউত

ভাইরাল/১

তাজমহল চত্বরে পুজো চলছে। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, তিন ব্যক্তি তাজমহলের দিকে মুখ করে আরতি, প্রার্থনা এবং 'জলাভিষেক' করছেন। 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা'র সদস্যরা এর দায় স্বীকার করেছেন। তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায় কালেক্টরেটে জনশুনানি চলাকালীন কুকুরের পোশাকে হাজির একজন। তিনি খাণ্ডোয়া পুরসভার বিরোধী দলনেতা দীপক রাঠোরের সঙ্গে এসেছিলেন। শহরে বাড়তে থাকা পথকুকুরের আতঙ্ক এবং তাদের বন্ধ্যাকরণে দুর্নীতির প্রতিবাদে কুকুরের বেশে দপ্তরে আসেন।

জনমন জনমত

পদ্ম জমানায় পশ্চিমবঙ্গ আজও কেন্দ্রীয় পূর্ণমন্ত্রী পেল না

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রেও সরকার গঠিত হবে। এখন পশ্চিমবঙ্গে ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার রয়েছে এবং ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রে একই শাসকদল ক্ষমতায় আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও পূর্ণমন্ত্রী নেওয়া হয়নি। যে দুজন আছেন, তাঁরা প্রতিমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৮ জন সাংসদ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এবং ১২ জন সাংসদ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় শাসকদলের হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় শাসকদলের বেশ কয়েকজন সাংসদ রাজ্যসভাতেও নির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কি একজনকেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পূর্ণমন্ত্রী করা যায় না? কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবঙ্গ কি চিরদিনই অবহেলিত থাকবে?

সনকা দাস
ঘোগোমালি, নিরঞ্জননগর, শিলিগুড়ি।

গোসানিমারিতে শিশু উদ্যান চাই

কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি একটি ঐতিহাসিক স্থান। গোসানিমারি-১ এবং ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় এক লক্ষ মানুষের বসবাস। কিন্তু এই বৃহত্তর এলাকায় শিশুদের জন্য কোনও উদ্যান নেই। গ্রামে শিশুদের খেলার জায়গাও কমে আসছে। আমাদের মতো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খেলার জায়গা না পেয়ে ঘরে বন্দি থেকে মোবাইল ফোনে আসক্ত হচ্ছে। শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হচ্ছে। এমন অবস্থায় সরকারের কাছে আমার প্রস্তাব, গোসানিমারি হাইস্কুলের উলটো দিকে মুক্তমঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় অথবা পুরোনো হাসপাতাল মাঠে একটি শিশু উদ্যান গড়ে তোলা হোক।

একাধিপ ঝা, অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, গোসানিমারি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য কবে?

তিন বছরের বেশি সময় ধরে কোনও এক অজানা কারণে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হচ্ছে না। শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এবং স্থায়ী উপাচার্য না থাকার কারণে উত্তরবঙ্গের গর্ব ৬৩ বছরের পুরোনো এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ ভীষণভাবে অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গ ও বাইরের অনেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন প্রান্তে সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। উপাচার্য না থাকায় বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে রয়েছে। এই অবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন দক্ষ উপাচার্য নিয়োগ করতে নতুন সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রইল।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

স্বাস্থ্যের অধিকার, অন্তর্ভুক্তির অঙ্গীকার

স্বাস্থ্যসেবায় সমতা নিশ্চিত করতে এলজিবিটিকিউ প্লাসদের মর্যাদার স্বীকৃতি ও তাঁদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

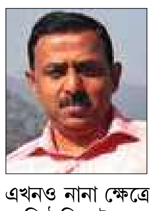

শেখর সাহা

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। চিকিৎসা পাওয়া যেমন জরুরি, তেমনই চিকিৎসার সময় সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমাজের সব মানুষের অভিজ্ঞতা এক নয়। এলজিবিটিকিউ প্লাস সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডার ও লিঙ্গবৈচিত্র্যময় ব্যক্তিরা এখনও নানা ক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখোমুখি হন। সামাজিক লাঞ্ছনা ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের কারণে অনেকেই স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। এর প্রভাব পড়ে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। তাই স্বাস্থ্যসেবায় অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন আজ আর কোনও প্রান্তিক আলোচনার বিষয় নয়। স্বাস্থ্য সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক শর্ত।

অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার লক্ষ্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে কোনও মানুষ তাঁর যৌন অভিমুখিতা, লিঙ্গপরিচয় বা লিঙ্গপ্রকাশের কারণে বৈষম্যের শিকার হবেন না। হাসপাতালের নথিভুক্তিকরণ থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোগীর পরিচয়কে সম্মান জানানো প্রয়োজন। রোগীর পছন্দের নাম ব্যবহার, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এড়িয়ে চলা স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপলব্ধি করতে হবে যে ট্রান্সজেন্ডার মানুষের স্বাস্থ্যচাহিদা শুধু যৌনস্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসা এবং হরমোনজনিত পরিচর্যাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের নালসা রায় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র লিঙ্গপরিচয়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৯ সালের ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি অধিকার সুরক্ষা আইন এবং ২০২০ সালের বিধিমালা এই অধিকারকে আইনি ভিত্তি দেয়। কিন্তু আইন প্রণয়ন এবং তার কার্যকর প্রয়োগ এক বিষয় নয়। স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুযোগের ক্ষেত্রে এখনও বহু মানুষ বঞ্চনার শিকার হন। সাম্প্রতিক সময়ে আইনের সংশোধন এবং তার প্রয়োগ নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়েও বিভিন্ন মহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ফলে অধিকারকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০২৪ সালে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত মানসম্মত কার্যপদ্ধতি প্রকাশ করা হয়েছে। এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এই নির্দেশিকাগুলিকে সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া। জনসংখ্যার তথ্যও এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। ২০১১ সালের জনগণনায় 'অন্যান্য' শ্রেণিতে প্রায় ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল। তবে এই সংখ্যা সমগ্র এলজিবিটিকিউ প্লাস জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না। ভবিষ্যতের জনগণনায় পুরুষ, নারী এবং ট্রান্সজেন্ডার এই তিনটি শ্রেণিতে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ পরিসংখ্যানে কোনও জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাদের দৃশ্যমান করে তোলে।

তবে স্বাস্থ্যসেবা শুধু হাসপাতালের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিচয়পত্রের প্রশ্নও এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। একজন মানুষ যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র বা সমাজে বৈষম্যের শিকার হন, তাহলে তার প্রভাব স্বাস্থ্যের ওপরও পড়ে। তাই সমন্বিত নীতি গ্রহণ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সরকার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়কেও নীতিনির্ধারণের আলোচনায় যুক্ত করতে হবে। জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থাও দীর্ঘদিন ধরে এই সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। একটি মানবিক রাষ্ট্রের সাফল্য শুধু তার পরিকাঠামো দিয়ে বিচার করা যায় না। সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষটি কতটা সম্মান, নিরাপত্তা এবং সমান সুযোগ পেলেন, সেটিই প্রকৃত মানদণ্ড। অন্তর্ভুক্তি কোনও অনুগ্রহ নয়, এটি একটি অধিকার। সেই অধিকারকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পূর্ণতা পাবে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫২৮

পাশাপাশি : ১। শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পর্কিত অঙ্গ ৩। পরীক্ষার জন্য খণ্ড বিখণ্ড করা ৪। মানসিক অস্বস্তি বা তিক্ততার অনুভূতি ৫। অনিচ্ছায় যার দায়িত্ব নিতে হয় ৭। সর্ষে তেল পেশাই করেন যাঁরা ১০। কাঁচা নরম ও কোমল ১২। চুপিসারে পালিয়ে যাওয়া ১৪। যিনি গ্রহণ করবেন ১৫। বাবার মা বা ঠাকুমা ১৬। নাচানাচি করা।

উপর-নীচ : ১। যিশু যেখানে ছোটবেলায় কাটিয়েছেন ২। উপযুক্ত বা কাজের যোগ্য ৩। কোনও বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কিত ৬। নকুলের অজ্ঞাতবাসের সময়ের ছদ্মনাম ৮। বহুতলে ওঠার যন্ত্র ৯। চিত্তাকর্ষক বা যা মনকে আকর্ষণ করে ১১। তাস খেলার রং ১৩। পড়ে যাওয়া ঠেকাতে খুঁটি।

সমাধান ■ ৪৫২৭

পাশাপাশি : ২। টানাটানি ৫। পলকা ৬। ডেকাথেলন ৮। ভঙ্গি ৯। ধাড়া ১১। নির্দেশনামা ১৩। মারুয়া ১৪। শীতাতপ।

উপর-নীচ : ১। অপঘাত ২। টাকা ৩। টাটকা ৪। পিরান ৬। ডেঙ্গি ৭। থেবড়া ৮। ভবেশ ৯। ধামা ১০। সাজোয়ান ১১। নিনাদ ১২। নামতা ১৩। মাপ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৫৬০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭০০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫৪৩৭২২/৯৬৪৮৯৪০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৫৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরীক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে কড়া সুপ্রিম সুপারিশ

নিট-প্রশ্ন ফাঁস সম্ভব নয়, দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : নিটপরীক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্ছিদ্র করা হয়েছে। নিটে প্রশ্নফাঁস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে বুধবার এমনই দাবি করল কেন্দ্র। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, বর্তমান ব্যবস্থা অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং প্রশ্নফাঁস করা এবার প্রায় অসম্ভব। তবে কেবল সাম্প্রতিকতম নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয় শীর্ষ আদালত। বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছে, পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে শুরু করে পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছোনো পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়, তা-ও আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

কেন্দ্রের সওয়ালে উঠে আসে, প্রশ্নপত্র ছাপানো থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছোনো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কঠোর নজরদারি চালানো হয়। ছাপাখানায় সিসিটিভি এবং সিআইএসএফ পাহারার পাশাপাশি প্রশ্নবাহী গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিং থাকে। বহু সংখ্যক মডারেটর যৌথভাবে প্রশ্নব্যাংক তৈরি করেন, ফলে চূড়ান্ত প্রশ্ন কোনগুলি হবে তা কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মেহতা জানান, ইতিমধ্যেই ৬০০ জন বিশেষজ্ঞকে সরানো হয়েছে এবং পরিকাঠামো উন্নীত করতে আরও ২০ থেকে ২৫ জন আধিকারিক নিয়োগ করা হচ্ছে।

শুনানি চলাকালীন বিচারপতি পিএস নরসিমহা বলেন, 'ইউপিএসসি-র উদাহরণ দেখুন।

- পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে
- ইউপিএসসির মতো এনটিএ-কেও একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠান হতে হবে
- পরীক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনও সাময়িক পদক্ষেপ করা চলবে না
- প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা কোনওভাবেই ব্যক্তির বদলির ওপর নির্ভর করবে না
- এনটিএ-কে আধুনিক প্রযুক্তি ও স্থায়ী পরিকাঠামোয় শক্তিশালী করতে হবে

দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত পরীক্ষা নিতে নিতে তাদের নিজস্ব দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি তৈরি হয়েছে। এনটিএ-কেও তেমনই একটি আধুনিক ও প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে।' এনটিএ-র স্থায়ী পরিকাঠামো ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলেন, 'যদি সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া না হয়, তবে অভিজ্ঞ কর্মীরা বদলি হয়ে গেলেই অর্জিত অভিজ্ঞতা হারিয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়।'

আদালত স্পষ্ট করেছে, কেবল অস্থায়ী বা 'অ্যাড-হক' পদক্ষেপে কাজ হবে না। সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধি, বেসরকারি কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরি এবং স্থায়ী বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের ওপর জোর দিয়েছে বেঞ্চ। বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, প্রস্তাবিত পদগুলিতে কতজন নিয়োগ করা হয়েছে এবং এনটিএ-র নিজস্ব সার্বভৌম ডেটাবেস তৈরির কাজ কতদূর।

প্রাক্তন ইসরো প্রধান ডঃ কে রাধাকৃষ্ণন কমিটি এবং নন্দন নিলেকানি টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিবকে হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিস্তারিত টাইমলাইন সহ এই রিপোর্ট জমার পর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

শিক্ষায় খরচ হোক পিএম কেয়ার্সের টাকা

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : তহবিলে জমে রয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা, অথচ তা দিয়ে মেটানো যাচ্ছে না দেশের প্রত্যন্ত এলাকার সরকারি স্কুলগুলির পানীয় জল বা শৌচাগারের মতো ন্যূনতম সাধারণ প্রয়োজন। সদ্য প্রকাশিত ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের নতুন অডিট রিপোর্ট সামনে আসতেই প্রধানমন্ত্রী নাগরিক সহায়তা ও জরুরি ত্রাণ তহবিল বা 'পিএম কেয়ার্স ফান্ড'-এর বিপুল অব্যবহৃত অর্থ নিয়ে সরব হলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তহবিলের বিপুল সঞ্চয়কে সরাসরি গ্রামীণ শিক্ষা ও সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগানোর জোরালো দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি প্রকাশ করা পিএম কেয়ার্স ফান্ডের অডিট তথ্য পর্যালোচনা করলে উঠে আসে যে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে এই তহবিলে জমা ছিল ৭,১৭৩.০৩ কোটি টাকা। সেখান থেকে ১৭.৮ শতাংশ বেড়ে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ফান্ডের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮,৪৫২.০৭ কোটি টাকায়। দেখা গিয়েছে, ওই অর্থবর্ষে দেশীয় দান প্রায় ৩০ শতাংশ এবং বিদেশি অনুদান ১৮ শতাংশের বেশি কমলেও মেয়াদি আমানতের (এফডি) মোটা সুদ এবং বিভিন্ন সংস্থার রিফান্ডের জোরে ফান্ডের সার্বিক সঞ্চয় বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, ফান্ডের মোট অর্থ বাড়লেও ওই নির্দিষ্ট অর্থবর্ষে সেখান থেকে জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ হয়েছে নগণ্য পরিমাণ টাকা।

সম্প্রতি দেশের একাধিক গ্রামের স্কুল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে দীপকে জানান, বহু সরকারি স্কুলে শিশুদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই, ভেঙে পড়েছে পরিচ্ছন্নতার মতো প্রাথমিক সুবিধা। তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'সরকারি আধিকারিকেরা বরাদ্দের অভাবের বাহানা

দাবি ককরোচদের

দিচ্ছেন, অথচ অন্যদিকে পিএম কেয়ার্স ফান্ডে প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তহবিলের এই টাকা কেন শিশুদের স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বা নতুন স্কুল তৈরিতে খরচ করা হচ্ছে না?'

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে সিজেপি প্রধান দেখান, একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোযুক্ত 'মডেল স্কুল' তৈরি করতে গড়ে প্রায় ৮ কোটি টাকা খরচ হয়। সেই হিসাবে পিএম কেয়ার্স ফান্ডে জমা থাকা অর্থ দিয়েই দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ১,০০০টিরও বেশি বিশ্বমানের হাইটেক মডেল স্কুল গড়ে তোলা সম্ভব। সিজেপির অফিশিয়াল বার্তা থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মূল সমস্যা অর্থের ঘাটতি নয়, আসল অভাব হল প্রশাসনিক সদিচ্ছার।

কোভিড-১৯ মহামারির মতো জরুরি সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ২০২০ সালের ২৭ মার্চ গঠন করা হয়েছিল 'পিএম কেয়ার্স ফান্ড'। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। তবে ফান্ডের আর্থিক স্বচ্ছতা এবং তথ্য অধিকার আইনের আওতার বাইরে থাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। অগাস্ট থেকে সিজেপি মহারাষ্ট্র, অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশে সোশ্যাল অডিট অভিযান শুরু করেছে। ককরোচ জনতার চাপে দিনকয়েক আগে হিঙ্গোলিতে মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে আসায় এক প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে স্কুলে প্রথমবার কম্পিউটার ও বেঞ্চ আনার ক্ষেত্রেও সাফল্য পেয়েছে সিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে, তাদের নতুন দাবি কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়াচ্ছে।

এনডিএ-কে না

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আরপিআই(এ) প্রধান রামদাস আটওয়ালে এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-কে। সামাজিক মাধ্যমে প্রস্তাবের জবাব দিলেন ককরোচ প্রধান। বললেন, 'এক মাস আগেও তো আপনাদের কাছে আমি দেশবিরোধী ছিলাম!' এখনই কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ না দিয়ে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবেই কাজ করার অবস্থান বজায় রেখেছেন দীপকে।

অসহযোগিতা সুমিতের, রাজ্যের নালিশ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে সিলবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য সরকার। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, 'সুমিত রায় তদন্তে সহযোগিতা করছেন না, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।' জবাবে সুমিতের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ বলেন, 'আমার মক্কেল প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সিআইডি-র সামনে হাজিরা দিচ্ছেন। আর চুপ করে থাকা একজন অভিযুক্তের সাংবিধানিক অধিকার।'

সওয়াল-জবাবের পর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'চুপ থাকার অধিকার যেমন সংবিধানে সুরক্ষিত, তেমনই অভিযুক্ত তদন্তে সহযোগিতা না করলে তাকে গ্রেপ্তার করাও তদন্তকারী সংস্থার সাংবিধানিক অধিকার।' যদিও এদিন সুমিত রায়ের আইনি রক্ষাকবচ তুলে নেয়নি শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্যের জমা দেওয়া গোপন রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী শুনানিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মিড-ডে মিলে গুঁড়ো সাবান, অসুস্থ ৩৬

পাটনা, ১৯ অগাস্ট : রান্নাঘরে নুনের পাত্রর পাশে গুঁড়ো সাবান। অভিযোগ, রাঁধুনি ভুল করে নুন ভেবে সাবানের গুঁড়ো দিয়েছিলেন রান্নায়। তাই খেয়ে হুড়হুড় করে বমি করে ফেলল কয়েকজন পড়ুয়া। অসুস্থ হয়ে পড়ল ৩৬ জন পড়ুয়া। মঙ্গলবার বিহারের নালন্দা জেলার পরসি গ্রামে একটি সরকারি স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের বিহারশরিফ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্কুলের প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কুমার সিং জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের ভাত আর সয়াবিনের তরকারি দেওয়া হয়েছিল। খাবার সরবরাহ করে এক এনজিও। বিহারের গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শ্রাবণ কুমার হাসপাতাল পরিদর্শন করে পড়ুয়াদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানান পড়ুয়ারা সুস্থ আছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

সিলিন্ডার ফেটে মৃত ৩

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : সিএনজি ফুয়েল স্টেশনের একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির টিকরি কালান মেট্রো স্টেশনের কাছে।

জানা গিয়েছে, কয়েকজন শ্রমিক একটি ট্রাকে সিএনজি সিলিন্ডার বোঝাই করছিলেন। হঠাৎই একটি সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। আহত ৫ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় দুজনের। কী কারণে বিস্ফোরণ হল তা এখনও জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ওই স্টেশন সংলগ্ন এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধি। বুধবার দিল্লিতে।

চলতি হিসাবে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকরের দাবি

বন্দে মাতরমের দুই স্তবকে অনড় কংগ্রেস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : লোকসভার আসনসংখ্যা না বাড়িয়ে বা সীমানা পুনর্বিন্যাসের জটিলতায় না গিয়ে বর্তমান ৫৪৩টি আসনেই এক-তৃতীয়াংশের হিসাবে মহিলা সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করার জোরালো দাবি তুলল কংগ্রেস। বুধবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল স্পষ্ট করেন, 'আমরা ৫৪৩টি আসনেই আসনসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে এবং এর মধ্যেই মহিলা সংরক্ষণ চালুর দাবি জানাচ্ছি।' একইসঙ্গে, ১৯৩৭-এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মেনে 'বন্দে মাতরম' জাতীয় গানের প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার ঐতিহ্যেই অনড় থাকার প্রস্তাব পাশ করা হয়।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ও চার কংগ্রেসশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকে জাতীয় রাজনীতির একাধিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়। সংসদের

> **আমরা ৫৪৩টি আসনেই আসনসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে এবং এর মধ্যেই মহিলা সংরক্ষণ চালুর দাবি জানাচ্ছি।**
>
> কেসি বেণুগোপাল

অধিবেশনে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ নিয়ে সরকারকে ব্যাকফুটে ফেলা গিয়েছে দাবি করে দেশজুড়ে 'ছাত্রদের গুঞ্জন' কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। দেশের ৮০০টি শহরে এই আন্দোলন সংগঠিত হবে।

বৈঠকে কেন্দ্রকে কড়া আক্রমণ করে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'স্বাধীনতার ৮০ বছর পরেও সরকারের ভুল নীতির কারণে দেশের যুব সমাজ চরম হতাশার মধ্যে পড়েছে। গত ১২ বছরে দেশে নতুন স্কুল খোলার বদলে প্রায় ৯৪ হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং উচ্চশিক্ষায় বেসরকারিকরণ বাড়ানো হচ্ছে।' প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্মজয়ন্তীর আগে তাঁর ভোটাধিকারের বয়স ১৮ করা এবং নবোদয় বিদ্যালয় চালু করার মতো সিদ্ধান্তগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেন খাড়গে।

শিক্ষার পাশাপাশি রাম মন্দিরের অনুদান ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতেও সরব হয়েছে কংগ্রেস। রাম মন্দির ট্রাস্টের হিসাব দাবি করে খাড়গে প্রশ্ন তোলেন, 'মানুষ প্রধানমন্ত্রীর গঠিত ট্রাস্টে ভরসা করে বিপুল অর্থ দান করেছিলেন, সেই হিসাব কোথায়? দু-একজনকে গ্রেপ্তার করে পার পাওয়া যাবে না।' পাশাপাশি লাদাখে চিনের অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, সীমান্ত পরিস্থিতি জানার অধিকার দেশের সব নাগরিকের রয়েছে।

ঘোষণা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অংশ

শ্রীনগর, ১৯ অগাস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরকে 'ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ' বলে উল্লেখ করলেন ভারতে নিযুক্ত নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। বুধবার শ্রীনগরে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।

বৈঠকের পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, 'কাশ্মীর ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। এটি এক অপরূপ সুন্দর স্থান।' পাশাপাশি, জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তার উন্নতির কথা উল্লেখ করে এই অঞ্চলে মার্কিন নাগরিকদের ভ্রমণের ওপর থাকা 'ট্র্যাভেল অ্যাডভাইজারি' (সতর্কতা পুনর্বিবেচনার পরামর্শ) তুলে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

এর আগে বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জম্মু ও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান কেন্দ্রীয় সরকারকেই করতে হবে, কোনও বিদেশি রাষ্ট্র তা মেটাতে পারবে না। অন্য দেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে নালিশ জানানো তাঁর স্বভাব নয় বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় শুধু পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়গুলি উঠে এসেছে। বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে দু-পক্ষই অর্থনীতি ও পর্যটন খাতের প্রসার এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে আশাপ্রকাশ করেছে।

খাটো পোশাকে আক্রান্ত পর্যটক

পুনে, ১৯ অগাস্ট : শিবাজি মহারাজের সেনাপতি তানাজি মালুসারের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হল পর্যটকদের। পুনের সিংহগড় দুর্গে বেড়াতে গিয়ে 'নীতিপুলিশি'র মুখে পড়লেন ৪ জন। খাটো পোশাক ও স্লিভলেস টপ পরায় তাঁদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল 'সমস্ত হিন্দু বান্ধব আর্মি'র বিরুদ্ধে।

রবিবার বিকেলের এই ঘটনায় ৩৯ বছর বয়সি এক তরুণ থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগকারীর দাবি, ৮ জন মিলে তাঁদের পথ আটকে প্রশ্ন তোলে, 'ছোট জামা পরেছ কেন? হিন্দু সংস্কৃতি বোঝো না?' প্রতিবাদ করলে ওই পর্যটককে চড় মারা হয় এবং তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে টানাটানি করা হয়। এমনকি অন্য পর্যটকদের প্লাস্টিকের লাঠি দিয়ে পেটানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। হাভেলি থানার পুলিশ ৮ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, মারধর ও হুমকির মামলা দায়ের করেছে।

নিষেধাজ্ঞায় ইতি বিজয়ের

চেন্নাই, ১৯ অগাস্ট : বামপন্থী এবং 'ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) বিক্ষোভে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর চাপের মুখে পিছু হঠলেন তামিলনাড়ুর জোসেফ বিজয় সরকার। গত ১৪ অগাস্ট বিতর্কিত নির্দেশিকায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শামিল না হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। বুধবার সেই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হল প্রশাসন।

কলেজ শিক্ষা দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে পড়ুয়াদের আটকানোর জন্য শিক্ষা দপ্তর, পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনকে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছিল। সিজেপি নেতৃত্ব বিজয়ের এই সিদ্ধান্তকে সরাসরি 'অসাংবিধানিক, অযৌক্তিক এবং বেআইনি' বলে তোপ দাগেন। শেষমেশ পিছু হটল তামিল প্রশাসন।

এই নির্দেশিকার পক্ষে ছিল বিজেপি। যুগ্ম অধিকর্তা সিন্থিয়া সেলভি জানান, ১৭ অগাস্টের নির্দেশিকাটি বাতিল করা হয়েছে।

পূর্ব ইম্ফলে নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। বুধবার।

বিজেপি ত্যাগ পুনাওয়ালার

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : প্রবল আর্থিক অনটন ও ব্যক্তিগত কারণেই বিজেপির জাতীয় মুখপাত্রের পদ এবং দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শেহজাদ পুনাওয়ালা। টিভি বিতর্কের পরিচিত মুখ শেহজাদ জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলি মুখপাত্রদের কোনও বেতন দেয় না। ঘরভাড়া মেটানো ও জীবনধারণের জন্য তিনি ফের বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরিতে ফিরতে চান।

তাঁর কথায়, তিনি কোনও 'লেটা' (সুবিধাভোগী) বা 'বেটা'

আর্থিক অনটন

(উত্তরাধিকারধন্য) রাজনীতিবিদ নন, তাই উপার্জনের জন্য তাঁকে পেশাদার দুনিয়াতেই ফিরতে হবে। শেহজাদের দাবি, পদত্যাগ করলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আদর্শ ও দর্শনের প্রতি তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন। গত ৩০ জুলাই তিনি প্রথমবার পদত্যাগের প্রস্তাব দিলেও দল তা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছিল। ২০২৪ সাল থেকেই তিনি রাজনীতি ছাড়ার পরিকল্পনা করছিলেন।

রেল ও সড়কে ১৩,০৪১ কোটি

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : পরিকাঠামো বিকাশের পাশাপাশি নিজেদের 'রাজনৈতিক প্রভাব' মাপতে নতুন কৌশল নিল মোদি সরকার। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে দেশজুড়ে রেল ও সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে মোট ১৩,০৪১ কোটি টাকার পাঁচটি মেগা প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বৈঠকে পেশ করা হয়েছে মন্ত্রীদের সোশ্যাল মিডিয়া পারফরমেন্সের এক্স-রে রিপোর্ট, যা দিল্লির রাজনৈতিক মহলে জল্পনা উসকে দিয়েছে।

সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের মে থেকে অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মন্ত্রীসভার সদস্যদের ডিজিটাল তৎপরতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্স, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে মন্ত্রীদের উপস্থিতি, পোস্ট এবং এনগেজমেন্টের ওপর ভিত্তি করে এই র‍্যাংকিং তৈরি হয়েছে। বিরোধী শিবিরের হেভিওয়েটদের সঙ্গেও তুলনা করা হয়, যেখানে শীর্ষে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী দিনে মন্ত্রীসভার সম্ভাব্য রদবদল ও রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই মূল্যায়ন বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে ধরা হচ্ছে।

অন্যদিকে, পরিকাঠামোয় অনুমোদিত মেগা বাজেটের মধ্যে রেলের চারটি প্রকল্পের জন্যই ধার্য হয়েছে ৯,৪৫০ কোটি টাকা। ২০৩০-'৩১-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু জুড়ে ৪১০ কিলোমিটার নতুন লাইন পাতা হবে।

ক্যাবিনেটে মন্ত্রীদের সোশ্যাল-রিপোর্ট

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হাওড়া-চেন্নাই রুট। খড়্গপুর থেকে ওডিশার ভদ্রক পর্যন্ত ১৭৩ কিমি দীর্ঘ চতুর্থ লাইন এবং কটক-পারাদ্বীপ রুটে অতিরিক্ত লাইন তৈরির সবুজ সংকেত মিলেছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, কাজ শেষ হলে হাওড়া থেকে চেন্নাই পর্যন্ত পুরো রুটটি ফোর-লেন করিডরে পরিণত হবে, যা পারাদ্বীপ বন্দরের মতো কেন্দ্রে পণ্য পরিবহণ সহজ করবে।

পাটনায় আটক তেজস্বী যাদব

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ

পাটনা, ১৯ অগাস্ট : সিওয়ানে ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালীন একে-৪৭ রাইফেল থেকে গুলি চালানো এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে লোকভবন অভিযান ঘিরে তুলকালাম হল পাটনায়। বুধবার আরজেডি-র 'লোকভবন মার্চ' ঠেকাতে জলকামান ব্যবহার করল পুলিশ। আটক করা হল দলের কার্যকরী সভাপতি তেজস্বী যাদবকে।

পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় তেজস্বী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'সরকার তরুণদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। পুলিশি অত্যাচার বা জলকামান চালিয়ে আমাদের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না। ছাত্রদের ন্যায়বিচার ও কর্মসংস্থানের দাবিতে আমাদের লড়াই চলবে, আমরা জেলকে ভয় পাই না।' বিক্ষোভকারীদের রুখতে জলকামান ব্যবহারের বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরীর দিকে সরাসরি আঙুল তোলেন।

মিছিলে শামিল আরজেডি সাংসদ মিশা ভারতী ও মনোজ ঝা বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ধারাবাহিক প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। মিশা ভারতীর দাবি, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার একে-৪৭ ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই সিওয়ানের এসপি-কে বদলি এবং অভিযুক্ত কনস্টেবলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সন্তানের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে রায়

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : প্রবীণদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত সাফ জানাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনে নিজেদের সম্পত্তি থেকে সন্তানদের উচ্ছেদ করতে পারেন বয়োজ্যেষ্ঠরা। এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি নির্দেশ খারিজ করে বুধবার এই তাৎপর্যপূর্ণ রায় দেয় বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ।

লখনউয়ের বাসিন্দা রবিকান্ত গুপ্তর অভিযোগ ছিল, পুত্র ও পুত্রবধূর অত্যাচারে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে হচ্ছিল। এমনকি তাঁর ৮১ বছর বয়সি মা-কেও বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। রবিকান্তবাবুর নিজস্ব উপার্জিত সম্পত্তিতে তাঁর ছেলে অশান্তি সৃষ্টি করছিল বলে প্রমাণ মেলে। মহকুমা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সন্তানদের বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলেও হাইকোর্ট ২০০৭ সালের আইনকে হাতিয়ার করে তা রদ করে দেয়। এই মামলার প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ওই আইনের লক্ষ্যই হল প্রবীণদের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ট্রাইবিউনাল প্রয়োজনে উচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড প্রায়শই বয়োজ্যেষ্ঠদের দেওয়া মর্যাদা, সম্মান ও সুরক্ষার ওপর প্রতিফলিত হয়।' বিচারপতিরা আরও বলেন, 'রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাইবিউনাল উচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।' আদালতের মতে, বার্ধক্য কখনও নিরাপত্তাহীনতা বা অপমানের কারণ হতে পারে না। সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকেরই সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার রয়েছে। আইনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ট্রাইবিউনালগুলি প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করতে পারে এবং হাইকোর্ট সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করে ভুল করেছে।

স্বাধীনতা দিবসে বোরখা পরে নাচ, বন্ধ স্কুল

লখনউ, ১৯ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের দিন কয়েকজন হিন্দু ছাত্রীর বিরুদ্ধে বোরখা পরে নাচার অভিযোগ উঠেছে। ভিডিও ভাইরাল হতেই স্কুলটি বন্ধ করা হয়েছে। স্কুলটি উত্তরপ্রদেশের ব্যাবহানজোট এলাকায়।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা গিয়েছে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কয়েকজন ছাত্রী বোরখা পরে নাচছে। তারপরই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এরপরই স্কুলটিকে সিল করে দেয় উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা দপ্তর। শুরু হয় তদন্ত। দেখা যায় কোনও ধরনের সরকারি অনুমোদন ছাড়াই স্কুলটি চলছিল। স্কুলের পড়ুয়াদের কাছের অন্যান্য স্কুলে ভর্তি করানোরও নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ শিক্ষা দপ্তর। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছাত্রীদের দিয়ে এমন করানো হয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে বুধবার এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি জেলাপ্রশাসনের কর্তারা।

ইংরেজি কবিতার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

পরীক্ষিৎ ঘোষ, *শিক্ষক*
মিলনপল্লি উচ্চবিদ্যালয়,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

Our Casuarina Tree
Toru Dutt

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সিমেস্টারের Verse বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল 'Our Casuarina Tree'.

'Our Casuarina Tree' কবিতায় একটি সুন্দর ক্যাসুয়ারিনা গাছের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা লতায় আবৃত এবং নানা ধরনের পাখি, ফুল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এই গাছটি কবিকে তাঁর সেই প্রিয় ভাই ও বোনের সঙ্গে কাটানো আনন্দঘন দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যাঁরা অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। গাছটি ভালোবাসা, স্মৃতি এবং হারানোর বেদনার এক প্রতীকে পরিণত হয়। পরিশেষে, কবি প্রার্থনা করেন যেন তাঁর এই কবিতা গাছটিকে অমর করে রাখে এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লালিত স্মৃতিগুলোকে চিরকাল ধরে রাখে।

Our Casuarina Tree is one of the best-known poems by Toru Dutt, a gifted Indian poet who wrote in English during the nineteenth century. The poem is a fine example of Romantic poetry, where nature is closely connected with human emotions.

Our Casuarina Tree describes a beautiful Casuarina tree covered with a creeper and filled with birds, flowers, and natural beauty. The tree reminds the poet about the happy days she spent with her beloved brother and sister, who died young. It becomes a symbol of love, memory, and loss. In the end, the poet prays that her poem will make the tree immortal and preserve the cherished memories associated with it forever.

আজ তোমাদের জন্য এই অধ্যায় থেকে কিছু বাছাই করা M.C.Q. প্রশ্ন দেওয়া হল যা তোমাদের পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে। তবে এই প্রশ্নগুলো পড়ার আগে কবিতার প্রতিটি লাইন অবশ্যই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নিতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক ইংরেজি তৃতীয় সিমেস্টার

1. What feeling(s) does the speaker associate with the Casuarina tree?
a) Fear and danger
b) Indifference and boredom
c) Comfort, security and happy memories
d) Loneliness and isolation
Answer : c)

2. Who is the speaker in the poem
a) A gardener tending the Casuarina tree
b) A bird singing in the branches of the tree
c) A person reminiscing about childhood memories under the tree
d) A traveler admiring the beauty of the tree
Answer : c)

3. What is the tone of the poem "Our Casuarina Tree"?
a) Angry and resentful
b) Sarcastic and mocking
c) Bittersweet and nostalgic
d) Playful and lighthearted
Answer : c)

4. What does the creeper do to the Casuarina tree?
a) It destroys the tree completely
b) It climbs and binds the tree from bottom to top
c) It grows on the ground beside the tree
d) It covers only the roots of the tree
Answer : b)

5. How is the trunk of the Casuarina tree described?
a) Smooth and white
b) Tall and soft
c) Rugged and scarred deeply
d) Covered in moss
Answer : c)

6. Where do the flowers appear on the tree?
a) Only at the roots
b) Along the lower branches
c) In crimson clusters among all the boughs
d) On the ground beneath the tree
Answer : c)

7. What creatures are attracted to the Casuarina tree during the day?
a) Lions and deer
b) Butterflies and snakes
c) Birds and bees
d) Squirrels and owls
Answer : c)

8. What happens in the garden at night, according to the poem?
a) The tree becomes invisible
b) The flowers fall from the branches
c) The garden is silent and empty

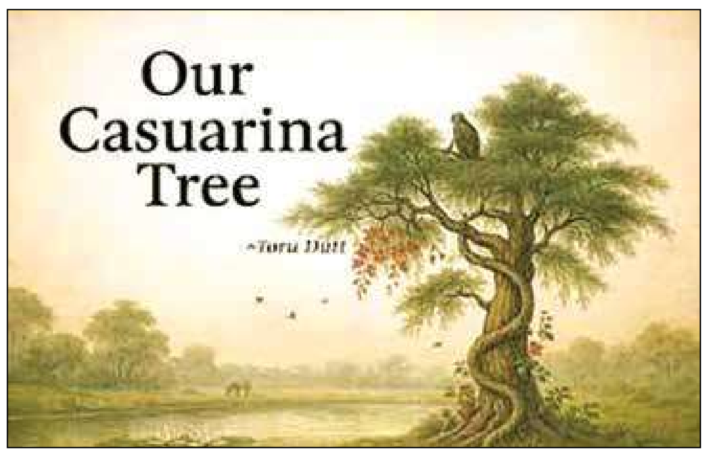

d) A sweet song fills the garden endlessly
Answer : d)

9. What are the men doing while the sweet song is being sung at night?
a) Dancing in the garden
b) Cutting down trees
c) Resting or sleeping
d) Chasing the birds
Answer : c)

10. What does the phrase "near the stars" suggest about the tree?
a) It glows in the dark
b) It is extremely tall
c) It touches the moon
d) It is filled with stars
Answer : b)

11. How does the poet describe the appearance of the flowers?
a) White and soft
b) Yellow and scattered
c) Crimson and clustered
d) Blue and hidden
Answer : c)

12. What kind of song is heard at night in the garden?
a) A song of sorrow and fear
b) A never-ending sweet melody
c) A loud and harsh tune
d) A festive and fast rhythm
Answer : b)

13. How does the Casuarina tree respond to the creeper's embrace?
a) It breaks under pressure
b) It resists and throws it off
c) It proudly wears it like a scarf
d) It falls into decay
Answer : c)

14. When is the poet's casement thrown open?
a) At dusk
b) At midnight
c) At dawn
d) At noon
Answer : c)

15. Where do the poet's eyes rest after opening the casement?
a) On the distant hills
b) On the Casuarina tree
c) On the running cows
d) On the garden flowers
Answer : b)

16. When is the gray baboon mostly seen on the tree?
a) In summer
b) In monsoon
c) In winter
d) In autumn
Answer : c)

17. How does the baboon sit on the crest of the tree?
a) Moving restlessly
b) Hanging by its tail
c) Statue-like and still
d) Jumping from branch to branch
Answer : c)

18. What are the baboon's offspring doing?
a) Sleeping under the tree
b) Leaping and playing on the lower boughs
c) Sitting quietly beside the baboon
d) Climbing on cows
Answer : b)

19. What sound is heard from far and near?
a) Crying of wolves
b) Songs of kokilas
c) Barking of dogs
d) Roaring of lions
Answer : b)

20. What springs up in the shadow on the broad tank?
a) Water-lilies
b) Wild grass
c) Floating lotus
d) Red roses
Answer : a)

21. How are the water-lilies described?
a) Like patches of mud
b) Like snow enmassed
c) Like flying birds
d) Like dancing lights
Answer : b)

22. What does the word "hoar" in "hoar tree" suggest?
a) New and fresh
b) Very old and greyish
c) Young and green
d) Weak and broken
Answer : b)

23. Why is the Casuarina tree dear to the poet's soul?
a) Because of its height
b) Because of its magnificence
c) Because of memories associated with loved companions
d) Because of its colourful flowers
Answer : c)

24. What childhood activity does the poet recall beneath the Casuarina tree?
a) Sleeping
b) Playing
c) Studying
d) Painting
Answer : b)

বুঝতে হবে এআই-এর ভালোমন্দ

কৃষাণু মিত্র, *সহকারী অধ্যাপক,*
দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট,
তাকদা, দার্জিলিং

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI) আজ আর ভবিষ্যতের কোনও কল্পবিজ্ঞান নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। মোবাইল ফোন, সার্চ ইঞ্জিন, অনলাইন ব্যাংকিং, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রেই AI-এর ব্যবহার বাড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude, Perplexity AI, AiiQedu -এর মতো নানা AI টুল শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এগুলি জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারে, গবেষণায় সাহায্য করতে পারে, প্রোগ্রামিং শেখাতে পারে, iQ -এর উপর কাজ করতে কিংবা পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সহায়তা করতে পারে।

AI-কে ব্যবহার করতে হবে শেখার সহচর হিসেবে, শর্টকাট হিসেবে নয়। আজকের শিক্ষার্থীরা তথ্যের অভাবে নয়, বরং অতিরিক্ত তথ্যের ভিড়ে বিভ্রান্ত হয়। ইন্টারনেটে একটি বিষয় নিয়ে হাজারো তথ্য পাওয়া যায়। কোনটি সঠিক, কোনটি নির্ভরযোগ্য তা নির্ধারণ করা সহজ নয়। এই ক্ষেত্রে AI একটি ভালো সূচনা হতে পারে। কোনও বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা, সংক্ষিপ্ত সারাংশ বা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য AI অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু সেই তথ্যকে চূড়ান্ত সত্য ধরে নেওয়া উচিত নয়। পাঠ্যবই, গবেষণাপত্র, শিক্ষকের পরামর্শ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে তথ্য যাচাই করাই একজন সচেতন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব।

গবেষণার ক্ষেত্রেও AI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি ভালো গবেষণা শুরু হয় সঠিক প্রশ্ন দিয়ে। AI শিক্ষার্থীদের গবেষণার বিষয় নির্বাচন, গবেষণার কাঠামো তৈরি, দীর্ঘ প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ তৈরি এবং জটিল গবেষণাপত্র সহজ ভাষায় বুঝতে সাহায্য করতে পারে। এতে সময় বাঁচে এবং শিক্ষার্থী বিষয়টির গভীরে যাওয়ার সুযোগ পায়। তবে গবেষণার মৌলিক বিশ্লেষণ, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত অবশ্যই শিক্ষার্থীর নিজস্ব হওয়া উচিত।

অনেক শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাষায় লেখা বা রিপোর্ট তৈরিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। AI ব্যাকরণ সংশোধন, বাক্য গঠন উন্নত করা, উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন এবং লেখাকে আরও সুসংগঠিত করতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু AI-লিখিত লেখা হুবহু নিজের নামে জমা দেওয়া শুধু অনৈতিকই নয়, নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির পথও বন্ধ করে দেয়। AI থেকে শেখা উচিত, AI-কে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া নয়।

প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য AI বিশেষভাবে উপকারী। একটি জটিল গাণিতিক সমস্যার ধাপে ধাপে সমাধান, প্রোগ্রামিং কোডের ত্রুটি নির্ণয়, বৈদ্যুতিক সার্কিটের বিশ্লেষণ কিংবা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা এসব ক্ষেত্রে AI একজন ধৈর্যশীল সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে শুধুমাত্র উত্তর জানাই যথেষ্ট নয়; উত্তরটি কীভাবে এসেছে, সেই প্রক্রিয়াটি বোঝাই প্রকৃত শিক্ষা।

পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও AI কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এটি ব্যক্তিগত পড়ার সময়সূচি তৈরি করতে পারে, সম্ভাব্য প্রশ্ন সাজেস্ট করতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত নোট তৈরি করতে পারে কিংবা মক ইন্টারভিউ ও কুইজের মাধ্যমে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ করে দিতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দুর্বল দিকগুলি সহজেই চিহ্নিত করে সেগুলির উন্নতি করতে পারে।

তবে AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নৈতিকতা। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, AI দিয়ে সম্পূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট লিখিয়ে জমা দেওয়া, ভুয়ো তথ্য বা রেফারেন্স তৈরি করা কিংবা অন্যের গবেষণা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া, এসব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। শিক্ষা শুধুমাত্র নম্বর অর্জনের জন্য নয়, এটি সততা, দায়িত্ববোধ এবং যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া।

অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। AI-কে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সঠিক ব্যবহার শেখাতে হবে। কীভাবে একটি ভালো প্রশ্ন করতে হয়, কীভাবে তথ্য যাচাই করতে হয়, কীভাবে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করতে হয়, এই দক্ষতাগুলিই আগামীদিনের শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে। কারণ ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে শুধু তথ্য

AI-কে ব্যবহার করতে হবে শেখার সঙ্গী হিসেবে, শর্টকাট হিসেবে নয়। আজকের শিক্ষার্থীরা তথ্যের অভাবে নয়, বরং অতিরিক্ত তথ্যের ভিড়ে বিভ্রান্ত হয়।

জানা নয়, তথ্যকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ করার দক্ষতাই একজন মানুষকে এগিয়ে রাখবে কর্মক্ষেত্রে।

আগামীদিনের চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, প্রশাসক, গবেষক কিংবা উদ্যোক্তা, প্রত্যেকের কর্মজীবনেই AI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই আজকের শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখা নয় বরং প্রযুক্তির সঠিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার শেখানোই সময়ের দাবি। AI-কে যারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখবে, তারাই ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে।

সবশেষে একটি কথাই বলতে চাই 'AI উত্তর দিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করতে শেখায় না; সেই দায়িত্ব শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার।' প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, মানুষের কৌতূহল, সৃজনশীলতা, মূল্যবোধ, সহমর্মিতা এবং নৈতিকতার কোনও বিকল্প নেই। AI আমাদের শেখার গতি বাড়াতে পারে, কিন্তু শেখার আনন্দ, অনুসন্ধিৎসা এবং মানবিক বোধ তৈরি করতে পারে না।

তাই আসুন, AI-কে ভয় না পেয়ে তাকে জ্ঞান অর্জনের সহযাত্রী হিসেবে গ্রহণ করি। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দক্ষ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলি। কারণ ভবিষ্যৎ তাদেরই, যারা প্রযুক্তিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে, কিন্তু নিজের বিচারবোধ এবং মানবিকতাকে কখনও বিসর্জন দেয় না।

প্রশ্নোত্তরে মানুষের জনন

শুভ্রা ব্যানার্জি, *শিক্ষক*
বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
কলকাতা

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা তৃতীয় সিমেস্টার

1) মানুষের ক্ষেত্রে ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স সূচিত হয় কার দ্বারা?
(a) পিটুইটারি থেকে অক্সিটোসিন ক্ষরণ
(b) পূর্ণগঠিত ভ্রূণ ও অমরা
(c) স্তনগ্রন্থির গঠন
(d) অ্যামনিওটিক তরলের চাপ
উত্তর : b) পূর্ণগঠিত ভ্রূণ ও অমরা

2) IVF-এর ক্ষেত্রে নীচের কোনটি স্থানান্তরিত করা হয়?
(a) ৪-কোষ দশাপ্রাপ্ত ভ্রূণ
(b) ভ্রূণাণু অথবা ৪-কোষ দশাপ্রাপ্ত ভ্রূণ
(c) কেবলমাত্র ভ্রূণাণু বা জাইগোট
(d) 32-কোষ দশাপ্রাপ্ত ভ্রূণ
উত্তর : a) ৪-কোষ দশাপ্রাপ্ত ভ্রূণ

3) পুরুষের সেমিনাল প্লাজমাতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়-
(a) ফ্রুক্টোজ ও ক্যালসিয়াম
(b) DNA ও টেস্টোস্টেরন
(c) গ্লুকোজ ও ক্যালসিয়াম
(d) রাইবোজ ও পটাশিয়াম
উত্তর : a) ফ্রুক্টোজ ও ক্যালসিয়াম

4) গর্ভাবস্থায় কোন মাসে ভ্রূণের নড়াচড়া ও মাথাতে চুলের উপস্থিতি প্রথম দেখা যায়?
(a) চতুর্থ মাসে
(b) পঞ্চম মাসে
(c) ষষ্ঠ মাসে
(d) তৃতীয় মাসে
উত্তর : b) পঞ্চম মাসে

5) মানুষের স্বাভাবিক রজঃচক্রের কোন দিনে LH-এর ক্ষরণ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়?
(a) 14তম দিনে
(b) 20তম দিনে
(c) পঞ্চম দিনে
(d) 11তম দিনে
উত্তর : a) 14তম দিনে

6) লেডিগের কোষ থেকে নিঃসৃত হয়-
(a) প্রোজেস্টেরন
(b) ইনটেস্টিনাল মিউকাস
(c) গ্লুকাগন
(d) অ্যান্ড্রোজেন
উত্তর : d) অ্যান্ড্রোজেন

7) মানুষের রজঃচক্রের সিক্রেটরি ফেজকে বলা হয়-
(a) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 6 দিন স্থায়ী হয়
(b) ফলিকিউলার ফেজ ও প্রায় 6 দিন স্থায়ী হয়
(c) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়
(d) ফলিকিউলার ফেজ ও প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়
উত্তর : c) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়

8) রজঃস্রাব ঘটে কীসের অভাবে?
(a) FSH
(b) অক্সিটোসিন
(c) ভ্যাসোপ্রেসিন
(d) প্রোজেস্টেরন
উত্তর : d) প্রোজেস্টেরন

9) শুক্রাণু উৎপাদনের সঠিক ক্রম কোনটি?
(a) স্পার্মাটোগোনিয়া, স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটোজোয়া, স্পার্মাটিড
(b) স্পার্মাটোগোনিয়া, স্পার্মাটোজোয়া, স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড
(c) স্পার্মাটোগোনিয়া, স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড, স্পার্মাটোজোয়া
(d) স্পার্মাটিড, স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটোগোনিয়া, স্পার্মাটোজোয়া
উত্তর : c) স্পার্মাটোগোনিয়া, স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড, স্পার্মাটোজোয়া

10) নীচের কোনটি প্লাসেন্টার কাজ নয়?
(a) এটি ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ করে
(b) ভ্রূণের থেকে CO2ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণে এটি সাহায্য করে
(c) প্রসবের সময় অক্সিটোসিন ক্ষরণ করে
(d) ভ্রূণকে অক্সিজেন ও পুষ্টি পদার্থ সরবরাহ করে
উত্তর : c) প্রসবের সময় অক্সিটোসিন ক্ষরণ করে

11. বিবৃতি A : হিউম্যান কোরিওনিক সোমাটোম্যামোট্রপিন প্রোল্যাক্টিনের মতো স্তনের বিকাশে ও মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনে সাহায্য করে।
বিবৃতি B : হরমোনটির অপর নাম HPL এবং এটি ভ্রূণকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া থেকে বাঁচায়।
A) বিবৃতি A সত্য কিন্তু বিবৃতি B মিথ্যা
B) বিবৃতি B সত্য কিন্তু বিবৃতি A মিথ্যা
C) বিবৃতি A ও বিবৃতি B উভয়ই মিথ্যা
D) বিবৃতি A ও বিবৃতি B উভয়ই সত্য
উত্তর : D) বিবৃতি A ও বিবৃতি B উভয়ই সত্য

12. বিবৃতি A : গৌণ উসাইটের বাইরে সৃষ্ট নতুন পুরু পর্দা হল জোনা পেলুসিডা।
বিবৃতি B : পলিস্পার্মি প্রতিরোধে প্রজাতি-নির্দিষ্ট নিষেকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
A) বিবৃতি A সত্য কিন্তু বিবৃতি B মিথ্যা
B) বিবৃতি B সত্য কিন্তু বিবৃতি A মিথ্যা
C) বিবৃতি A ও বিবৃতি B উভয়ই মিথ্যা
D) বিবৃতি A ও বিবৃতি B উভয়ই সত্য
উত্তর : B) বিবৃতি B সত্য কিন্তু বিবৃতি A মিথ্যা

13. বিদেশে একটি দম্পতি তাদের যে সন্তান আসছে, তারা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে চান। এক্ষেত্রে মায়ের দেহ থেকে Sample (P) নিয়ে তার কোষ পর্যবেক্ষণ করা হয়। (P) কী?
a. মরুলা
b. ডিম্বাণু
c. ডিম্বাশয়
d. অ্যামনিওটিক তরল
উত্তর : d) অ্যামনিওটিক তরল

14. স্ত্রীদেহের ক্ষেত্রে হরমোন (A) যৌনাঙ্গের পরিণতি ঘটায়, (B) ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ করে, (C) প্রসবের সময় অধিক কার্যকরী হয়। (A), (B), (C) কী?
a. থাইরক্সিন, FSH, LH
b. LTH, থাইরক্সিন, প্রোজেস্টেরন
c. প্রোজেস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন
d. ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, রিলাক্সিন
উত্তর : d. ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, রিলাক্সিন

15) ওভারি থেকে নির্গত হওয়ার পরে ওভামের সঠিক পথের সজ্জাক্রমটি নির্ণয় করো :
a. ইনফান্ডিবুলাম - অ্যাম্পুলা ইস্থমাস - ফিমব্রি
b. ফিমব্রি - ইনফান্ডিবুলাম - অ্যাম্পুলা - ইস্থমাস
c. ফিমব্রি অ্যাম্পুলা - ইস্থমাস ইনফান্ডিবুলাম
d. ইনফান্ডিবুলাম - অ্যাম্পুলা ফিমব্রি ইস্থমাস
উত্তর : b) ফিমব্রি - ইনফান্ডিবুলাম - অ্যাম্পুলা - ইস্থমাস

16) রজঃচক্র শুরু হওয়ার সময় থেকে দশাগুলিকে পরপর যদি সাজানো হয়, তাহলে তার সজ্জাক্রমটি হবে -
a. লিউটিয়াল দশা - মেনস্ট্রুয়াল দশা - ওভিউলেটরি দশা - ফলিকুলার দশা
b. মেনস্ট্রুয়াল দশা - ওভিউলেটরি দশা - ফলিকুলার দশা - লিউটিয়াল দশা
c. মেনস্ট্রুয়াল দশা - ফলিকুলার দশা - ওভিউলেটরি দশা - লিউটিয়াল দশা
d. ফলিকুলার দশা - লিউটিয়াল দশা - ওভিউলেটরি দশা - মেনস্ট্রুয়াল দশা
উত্তর : c. মেনস্ট্রুয়াল দশা - ফলিকুলার দশা - ওভিউলেটরি দশা - লিউটিয়াল দশা

তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর :
প্রশ্নমান -3

● **তড়িৎবিশ্লেষ্য ও তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর :- যেসব পদার্থ গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম এবং তড়িৎ পরিবহণের ফলে যাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ও নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয়, সেইসব পদার্থকে তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। যেমন- HCl, NaOH, KOH, NaCl ইত্যাদি।

যেসব পদার্থ গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণে অক্ষম, সেইসব পদার্থকে তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। যেমন- চিনি, গ্লুকোজ, বিশুদ্ধ জল ইত্যাদি।

● **(i) সালফিউরিক অ্যাসিড ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা কি একই? যুক্তি সহ উত্তর দাও।**

(ii) মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্যের আয়নীভবনের মাত্র কীভাবে বাড়ানো যায়?

উত্তর :- (i) সালফিউরিক অ্যাসিড ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা একই হয় না। সালফিউরিক অ্যাসিড তীব্র তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ যা জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে H^+ আয়ন ও SO_4^{2-} আয়ন উৎপন্ন করে। অন্যদিকে, অ্যাসিটিক অ্যাসিড মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ যা জলীয় দ্রবণে সামান্য বিয়োজিত হয়ে অল্প পরিমাণ H^+ আয়ন ও CH_3COO^- আয়ন উৎপন্ন করে। তাই সালফিউরিক অ্যাসিডের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি হয়।

(ii) মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণকে লঘু করলে অর্থাৎ দ্রবণের গাঢ়ত্ব কমালে ওদের বিয়োজন বা বিশ্লেষণের মাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

● **(i) তড়িৎ বিশ্লেষণে পরিবর্তী প্রবাহ (AC) ব্যবহার করা যাবে কি? -যুক্তি সহ উত্তর দাও।**

(ii) মৌলিক পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণ হতে পারে কি?

উত্তর :- (i) তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবর্তী প্রবাহ (AC) ব্যবহার করা যায় না, কারণ পরিবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। ফলে তড়িৎদ্বার দুটির মেরুধর্মিতাও পরিবর্তিত হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট তড়িৎদ্বারের অভিমুখে আয়নগুলির গমন বিঘ্নিত হয়।

(ii) তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য বিপরীতধর্মী আয়নের উপস্থিতি আবশ্যক। মৌলিক পদার্থগুলি বিপরীতধর্মী আয়নে বিয়োজিত হয় না। তাই মৌলিক পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

● **(i) জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপন্ন গ্যাসগুলিকে কীভাবে শনাক্ত করবে?**

(ii) বিশুদ্ধ জল তড়িতের কুপরিবাহী কেন?

উত্তর :- (i) জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে সঞ্চিত গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত শিখাহীন পাটকাঠি প্রবেশ করালে দেখা যায় কাঠিটি নিভে গেল কিন্তু গ্যাসটি নীল শিখায় জ্বলতে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় গ্যাসটি হাইড্রোজেন, কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস দাহ্য কিন্তু দহনের সহায়ক নয়।

অনুরূপভাবে, জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে সঞ্চিত গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত শিখাহীন পাটকাঠি প্রবেশ করালে দেখা যায় কাঠিটি আরও তীব্রভাবে উজ্জ্বল শিখা সহ জ্বলে ওঠে, কিন্তু গ্যাসটি জ্বলে না। এর থেকে বোঝা যায় গ্যাসটি অক্সিজেন, কারণ অক্সিজেন গ্যাস দাহ্য নয় কিন্তু দহনে সহায়ক।

(ii) বিশুদ্ধ জলের অণু অবিয়োজিত অবস্থায় থাকে। বিশুদ্ধ জলে কোনও আয়ন না থাকার কারণে বিশুদ্ধ জল তড়িতের কুপরিবাহী।

শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে তৈরি হচ্ছে গণেশের মূর্তি। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

ওয়ার্ডে পদ্মের দাদাগিরি

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : দলের তরফে পুরনিগমের প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য একজন করে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করেছে বিজেপি। তারপর থেকেই তাঁদের দাদাগিরির অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, বিজেপির কোঅর্ডিনেটরদের অঙ্গুলিহেলনেই চলছে সরকারি কাজকর্ম। কোথায় কাজ হবে, কী কাজ করতে হবে, কোনটা হবে না— সব ক্ষেত্রেই কার্যত কোঅর্ডিনেটররা নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তার ফাঁকে কোঅর্ডিনেটররা নিজেদের প্রচারটাও সেরে নিচ্ছেন কায়দা করে। কোথাও গেলে সাঙ্গোপাঙ্গরা কোঅর্ডিনেটরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। বাদ নেই পোস্টার সাঁটিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পালাও। শিলিগুড়ি শহরের নানা ওয়ার্ডে এমন শুভেচ্ছাবার্তার পোস্টার নজরে আসছে। দলেরই অনেকে এটাকে পুরভোটের আগে মুখ চেনার কৌশল বলে দাবি করেছেন। তবে বিজেপির আর এক অংশের দাবি, কোঅর্ডিনেটর মানেই আগামীদিনে তাঁকে বিজেপির প্রার্থী করা হবে, এমনটা ভাবা ভুল। এ নিয়ে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি রাজু সাহার বক্তব্য, 'কেউ পোস্টার দিতেই পারেন। তবে দাদাগিরি দেখানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারও নিজেকে দলের প্রার্থী হিসেবে দাবি করাটাও ঠিক নয়।'

এদিকে, পুর পরিষেবার ক্ষেত্রে বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটররা সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন বলে অভিযোগ তুলে বুধবার পুর কমিশনারের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলাররা। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে সেরকমই কোঅর্ডিনেটরের ছবি সহ শুভেচ্ছেবার্তা লেখা পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। সেই ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর রাজু সেনগুপ্ত বলছেন, 'কেউ হয়তো ভালোবেসে পোস্টার দিয়েছেন, যাতে আরও বেশি করে মানুষের সেবা করতে পারি।'

একই দাবি করেছেন আরও কয়েকজন কোঅর্ডিনেটর। তাঁরা জানাচ্ছেন, তাঁরা সরকারি কাজে নাক গলাচ্ছেন না। পুর প্রশাসন তাদের মতো করে কাজ করছে। পোস্টার সাঁটিয়ে প্রচার নিয়ে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর ত্রিদীপ সাহার বক্তব্য, 'এখন ওয়ার্ডে কাউন্সিলার নেই। ফলে মানুষ কার কাছে সমস্যা নিয়ে যাবেন? তাই প্রচার হলে অনেকে জানতে পারবেন। ফলে সমস্যা নিয়ে কোঅর্ডিনেটরদের কাছে যেতে পারবেন। তবে কোঅর্ডিনেটর মানেই পুরভোটে টিকিট পাবেন, সেটা ভাবা ভুল।'

তবে পুরনিগমের কাজে যে বিজেপির কোঅর্ডিনেটররা নাক গলাচ্ছেন, তা মানতে নারাজ পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই। তিনি বলছেন, 'পুরনিগম তাদের কর্মীদের দিয়েই কাজ করাচ্ছে। কোনও রাজনৈতিক দলের কাউকে সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হয় না।'

■ অভিযোগ, বিজেপির কোঅর্ডিনেটরদের অঙ্গুলিহেলনেই চলছে সরকারি কাজকর্ম

■ কোথায় কাজ হবে, কী কাজ করতে হবে, সব ক্ষেত্রেই কোঅর্ডিনেটররা নির্দেশ দিচ্ছেন

বিজেপির কোঅর্ডিনেটরদের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে পুর কমিশনারকে নালিশ জানিয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলাররা। সেইসঙ্গে আরও সাত দফা দাবি জানানো হয়েছে। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল)-এর সভাপতি কুন্তল রায় বলেন, 'শহরের পুর পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির তরফে নিযুক্ত ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের হস্তক্ষেপে পরিষেবা আরও বিঘ্নিত হচ্ছে। বিষয়টি আমরা পুর কমিশনারকে জানিয়েছি। তিনিও সহমত পোষণ করেছেন। তবে এরপরেও পরিস্থিতির বদল না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।' যদিও বিজেপি নেতৃত্ব সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করছে।

দ্রুত বেহাল রাস্তা সংস্কার সহ নাগরিক পরিষেবা ইস্যুতে প্রশ্ন তুলে এদিন বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ জন প্রাক্তন কাউন্সিলার পুরনিগমে হাজির হন। নেতৃত্বে ছিলেন কুন্তল। তাঁর নেতৃত্বেই পুর কমিশনারের সঙ্গে আলোচনায় প্রাক্তন কাউন্সিলাররা ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্যনগর মাঠের চারদিকে ফুটপাথ দখল করে দোকান বসানো নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার দুলাল দত্ত বলেছেন, 'শহরের মানুষ স্বাভাবিক পরিষেবা পাচ্ছেন না। সামনেই পুজো। সেক্ষেত্রে আজ আমরা পুর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে শহরের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরলাম।'

থমকে হাজার স্বপ্নের বাড়ি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : পাকা ঘরের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার কয়েক হাজার উপভোক্তা সরকারি বরাদ্দে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর কেটে গেলেও তাঁরা এখনও ঘর তৈরির কাজ শেষ করে উঠতে পারেননি। নেপথ্যে অর্থসংকট। অমিল 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পের কিস্তির টাকা। আর এতে উপভোক্তারা চরম বিপাকে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কেউ নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে নির্মাণকাজ শেষ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আবার কেউ সরকারি অর্থবরাদ্দের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। তবে উপভোক্তারা পুনরায় ঘর তৈরির কাজ শেষ করার জন্য কবে টাকা হাতে পাবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাইকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, ২০১৬-'১৭, ২০১৮-'১৯, ২০১৯-'২০ এবং ২০২১-'২২ অর্থবর্ষ মিলিয়ে শিলিগুড়ি শহরে মোট ৪,৯৫১ জন উপভোক্তা রয়েছেন। 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা নির্দিষ্ট সময়ে প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পেয়ে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথম ধাপের কাজ শেষে উপভোক্তাদের অনেকেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও হাতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। তৃতীয় কিস্তির টাকা কবে মিলবে, তা উপভোক্তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। শেষপর্যন্ত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষবার পুরনিগমের তরফে উপভোক্তাদের

একাংশের মধ্যে টাকা বিতরণ করা হয়। সে সময় কেউ দ্বিতীয়, আবার কেউ তৃতীয় কিস্তির টাকা হাতে পান। সেই টাকা হাতে পেতেই উপভোক্তারা ফের বাড়ি তৈরির কাজে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা ফুরিয়ে যেতেই ফের বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। পুনরায় টাকার অভাবে উপভোক্তাদের স্বপ্নের বাড়ি তৈরির কাজ থমকে গিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক উপভোক্তা বলেন, 'সরকারি অর্থসাহায্যে পাকা বাড়ি তৈরির স্বপ্ন পূরণ হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজ কবে শেষ হবে, তা বুঝেই উঠতে পারছি না। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়ে খরচ করার পরেও নতুন করে কোনও টাকা হাতে পেলাম না। ফলে বাড়ি তৈরির কাজ দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। নতুন করে কবে টাকা পাব, কবে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হবে, তা বুঝে উঠতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে এখনও টিনের ঘরেই দিন কাটছে কোনওমতে।' ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অপর এক উপভোক্তা বলেন, 'বাড়ি তৈরির জন্য তৃতীয় কিস্তি পর্যন্ত টাকা হাতে পেয়েছিলাম। তবে শেষ কিস্তির টাকা এখনও পাইনি। বাধ্য হয়ে আমরা গাঁটের কড়ি খরচ করে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করেছি। বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সেই টাকা হাতে পাইনি।'

এই সমস্যা শুধু শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার নয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকার উপভোক্তাদের একাংশও স্বপ্নের বাড়ি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সেখানেও উপভোক্তারা বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিস্তির টাকা হাতে পাননি।

শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্র। আধুনিক পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে।

বহুতল ও আধুনিকতায় শিলিগুড়ি এগোলেও পিছিয়ে দমকল। পর্যাপ্ত কর্মী এবং আধুনিক পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে শহর ও সংলগ্ন ফায়ার স্টেশনগুলি। চালক ও ফায়ার অপারেটরের সংকটে আগুন নেভাতে নাভিশ্বাস উঠছে কর্মীদের, প্রশ্নের মুখে শহরের জনসুরক্ষা।

আগুন লাগলে কাবু দমকল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : সময়ের সঙ্গে আধুনিক হয়েছে শিলিগুড়ি শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা। একের পর এক উঠেছে হাইরাইজ বিল্ডিং। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখনও পর্যাপ্ত আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করতে পারেনি দমকল বিভাগ। আধুনিক সরঞ্জামের অভাব তো রয়েছেই, এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্মীসংকট। দীর্ঘ সময় ধরে কর্মী নিয়োগ না হওয়ায় শহর ও শহরসংলগ্ন ফায়ার স্টেশনগুলোতে পর্যাপ্ত ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভার নেই।

স্টেশন ফিডার রোডে থাকা শিলিগুড়ি ফায়ার স্টেশনের কথাই যদি ধরা যায়, তবে বারোটি দমকল ইঞ্জিন থাকলেও প্রতি শিফটে ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন থেকে চারজনে। ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ি ফায়ার স্টেশনে সেই সংখ্যা মাত্র দুই থেকে তিনজন। অথচ সেখানে গড়ে চারটি করে ইঞ্জিন রয়েছে। আধুনিক সরঞ্জামও কার্যত নেই। বর্তমানে শহর ও শহরসংলগ্ন এলাকাজুড়ে একাধিক বহুতল উঠলেও শিলিগুড়ি ফায়ার স্টেশনে হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে মাত্র একটি। বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দমকলকর্মীদের কাছে বড় চিন্তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রাজ্যের দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীর বক্তব্য, 'আসলে অতীতে দমকলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে নজরই দেওয়া হয়নি। কর্মী নিয়োগ না করার কারণে রাজ্যজুড়েই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। নতুন কর্মী নিয়োগের বিষয়টি আমাদের ভাবনায় রয়েছে। আধুনিক সরঞ্জাম পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকার কথা অবশ্য মানতে হচ্ছে। আমরা সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি।'

এদিকে, শিলিগুড়িতে বিভিন্ন হোটেল ও গেস্টহাউসে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত খামতির বিষয়টি সামনে আসতেই বুধবার গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকায় সংগঠনের সমস্ত সদস্যের জন্য চারটি জরুরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোনও অসম্পূর্ণ কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ নথি থাকলে তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে। বর্তমানে এমন ১৬টি হোটেল রয়েছে, যেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় খামতির কারণে দমকল বিভাগ থেকে নোটিশ দেওয়া হলেও সেগুলোর সংস্কার করে নোটিশ বাতিলের আবেদন করা হয়নি। এছাড়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ঠিক রাখতে হবে, যাতে হঠাৎ কোনও অডিট হলে তা দেখানো যায়। হোটেলে জরুরি পরিস্থিতিতে বেরোনোর বিকল্প রাস্তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, ফায়ার অ্যালার্ম ও স্মোক ডিটেক্টর নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে।

■ শহরের বহুতল বাড়লেও ফায়ার স্টেশনগুলিতে আধুনিক সরঞ্জামের অভাব রয়েছে

■ ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভার এবং ফায়ার অপারেটরেরও সংকট রয়েছে

■ কর্মীর অপ্রতুলতার কারণে ১২টি ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও এক-একটি শিফটে ৩-৪ জন চালক মিলছে

দমকল সূত্রে খবর, শহরের বিশেষ করে পুরানো হোটেলগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি কোনও ধরনের ছাড়পত্র ছাড়াই তৈরি হয়েছিল। এটা বরাবরই চিন্তার কারণ। এ ধরনের হোটেল বা গেস্টহাউসে আগুন লাগলে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তবে কর্মীসংকটের প্রশ্ন তুললে শুধু ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভারই নয়, ফায়ার অপারেটরেরও ঘাটতি স্পষ্ট। দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘাটতি মেটাতে চুক্তিভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের আবেদন করা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন যোগ দিয়েছেন। শিলিগুড়ি ফায়ার স্টেশনের হিসাবে, বর্তমানে প্রতি শিফটে মাত্র বারো থেকে ১৩ জন ফায়ার অপারেটরের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। শহরের দ্রুত জনসংখ্যা ও বসতি বৃদ্ধির তুলনায় এই সংখ্যা অনেকটাই কম। দ্রুত কর্মী নিয়োগ না হলে পর্যাপ্ত দমকল ইঞ্জিন থাকলেও আদতে কোনও লাভ হবে না বলেই মনে করছেন দমকল কর্তারা।

কলেজে সেমিনার

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : দেশীয় ইতিহাস ও আঞ্চলিক বিশ্ব নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজে শুরু হল দুইদিনের জাতীয় সেমিনার। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ (আইসিএসএসআর)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই সেমিনারে বুধবার প্রথম দিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক ও গবেষকরা তাঁদের গবেষণার কাজ উপস্থাপন করেন। তিনটি পর্বে মোট ২০টি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়।

প্রথম দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন দিল্লির আম্বেদকর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তনুজা কোঠিয়াল। বক্তব্য রাখেন দিল্লি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পিকে ইয়াসির আরাফাতও। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ, হংসরাজ কলেজের অধ্যাপক ময়ূরাক্ষী কুমার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বরুণকুমার রায় সহ অন্যরা।

শিলিগুড়ি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান তথা সেমিনারের কনভেনার ডঃ অনিকেত তথাগত ছেত্রী বলেন, 'এই ধরনের সেমিনারে পড়ুয়া ও গবেষকরা নিজেদের কাজ অন্যদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পান। এতে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়ার পাশাপাশি গবেষণার কাজ আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, সে বিষয়েও ধারণা তৈরি হয়।'

বেআইনি নির্মাণ করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধাননগর এলাকার এসএনটি গুদাম সংলগ্ন অঞ্চলে বুধবার পুরনিগম অভিযান চালায়। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ওই অবৈধ নির্মাণ। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

নেপালি ভাষা-মান্যতা দিবস

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুলে উদযাপিত হল নেপালি ভাষা-মান্যতা দিবস। নেপালি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে স্মরণ করাই ছিল এই আয়োজনের মূল সুর। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অধ্যক্ষা নিবেদিতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেপালি ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ মোহন পি দাহাল। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কবি-সমালোচক জ্ঞানেন্দ্র খাতিওয়াড়া, দেওকোটা সংঘের সভাপতি মিলন রুচাল, সেন্টার ফর হিমালয়ান স্টাডিজের ডঃ বিনায়ক সুনদাস এবং 'হিমালয় দর্পণ'-এর সম্পাদক শিবু ছেত্রী। অষ্টম তফশিলে নেপালি ভাষার

অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন বিশিষ্টজনরা। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আদিকবি ভানুভক্ত আচার্যের রামায়ণ অনুবাদের প্রেক্ষাপটে একটি চমৎকার নাট্যাংশ ও নৃত্য পরিবেশন করে। আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস বাড়ানো এবং পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে ভাষার মানিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। নেপালি ভাষা নিয়ে আয়োজিত আলোচনায় বক্তারা বললেন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিয়মিত নেপালি পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনা জরুরি। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রও বাড়াতে হবে। প্রধান শিক্ষিকা অনুশ্রী রায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনে শেষ হয় বর্ণাঢ্য এই সাহিত্য সম্মেলন।

ডিপিএসে 'দ্য আনসিন ইমপ্যাক্ট'

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : ডিপিএস শিলিগুড়িতে গত ১৪ অগাস্ট উদযাপিত হল তরুণ প্রজন্মের ভাবনার এক অনন্য উৎসব। এবারের মূল থিম ছিল 'দ্য আনসিন ইমপ্যাক্ট'। এই অনুষ্ঠানের মূল বার্তা ছিল— ছোট ছোট কাজ কীভাবে নীরব বিপ্লব ঘটাতে পারে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিরেক্টর ও প্রধান আয়োজক স্নিগ্ধা আগরওয়াল, প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ এবং হেড মিস্ট্রেস মৌমিতা দেবনাথ। বিশেষ অতিথি বক্তা হিসেবে নিজেদের অমূল্য ভাবনা তুলে ধরেন ডঃ শুভাশিস পতি, দিব্যা সালুজা বিন্দ্রা ও দিবাকর মজুমদার। পাশাপাশি মঞ্চ আলোকিত করে ১৬ জন প্রতিভাবান তরুণ বক্তা— বিরাজ উপাধ্যায়, অরিকেথ রায়, নিমে শিন্দেকর, রাইজেল রবিন ইয়োনজন, আলিজা পারভিন, অনন্যা পারিখ, পৃষা জি কুমার, নব্য সাপকোটা, শ্রীরঞ্জনি দাশগুপ্ত, সৃজিতা চক্রবর্তী, নাজনিন খান, নাথানিয়েল লুকসোম, অংশ আগরওয়াল, মন্দ্রিতা সিংহ, অভীক আগরওয়াল ও মায়াঙ্ক সোমানি। কিউরেটর তানভি গুপ্তা, কো-কিউরেটর সোমা বাগচী, কোচ মুসকান কান্দোই ও কো-কোচ তানিয়া চন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্মরণীয় উদ্যোগটি অভাবনীয় সাফল্য পায়।

কড়াকড়ি শিথিল, হিলকার্ট রোডে নামল টোটো

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : যানজট রুখতে গত ১ জুন থেকে হিলকার্ট রোডকে টোটোমুক্ত রাখতে কড়া পদক্ষেপ করেছিল ট্রাফিক পুলিশ। শুরুর দিকে সেই উদ্যোগে সাফল্যও মিলেছিল। শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই প্রধান সড়কে যানজট কমায় প্রশাসনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সাধারণ পথচারী থেকে অন্য যানবাহনের চালকরা। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই সেই কড়াকড়ি অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। ফের হিলকার্ট রোডে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো। কোথাও স্টিকার লাগানো টোটো, কোথাও আবার স্টিকার ছাড়াই তিন চাকার এই যান মূল সড়কে উঠে পড়ছে বলে অভিযোগ শহরবাসীর। ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে টোটো বড় রাস্তায় ঢুকে পড়ছে। শহরবাসীর একাংশের দাবি, আগে যেখানে পুলিশের উপস্থিতি দেখলেই টোটোচালকরা সতর্ক হয়ে যেতেন, এখন অনেক ক্ষেত্রেই আর সেই কড়াকড়ি দেখা যাচ্ছে না। ফলে নিষেধাজ্ঞা কতদিন কার্যকর থাকবে এবং আদৌ তা স্থায়ীভাবে মানা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে ট্রাফিক বিভাগের এক পুলিশকর্তা বলেন, 'আমাদের অভিযান লাগাতার হয়। হিলকার্ট রোডের মূল সড়কে টোটো দেখলেই ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

যদিও বাস্তবের ছবিটা আলাদা। বুধবার মহাবীরস্থান থেকে হাসমি চক হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে একাধিক টোটোকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়।

সাময়িক বিরতি দিয়ে হিলকার্ট রোডজুড়ে ফের চলছে টোটো। -সূত্রধর

স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিনই এই ছবি দেখা যাচ্ছে। শুধু মূল সড়ক নয়, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গলিপথ দিয়েও টোটো হিলকার্ট রোডে উঠে পড়ছে। যানজট এড়াতে মাল্লাগুড়ি ও গুরুংবস্তি পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের দু'দিকের সার্ভিস রোড এবং মহাবীরস্থান থেকে ফ্লাইওভারের নীচের রাস্তা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বহু চালক সেই নির্দেশ মানছেন না বলে অভিযোগ।

সেবক মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আশিস চক্রবর্তী বলেন, 'শুনেছিলাম হিলকার্ট রোডে টোটো চলাচল বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এখন তো হরদম চলছে।' হাসমি চকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিমল সরকারেরও একই অভিযোগ। তিনি বলেন, 'অল্প অল্প টোটো আগে থেকেই ঢুকছিল, এখন তো সেই প্রবণতা আবার বেড়ে গিয়েছে। এখনই রাশ না টানলে এই সংখ্যাটা বাড়তে সময় লাগবে না।'

নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে গলিপথ ব্যবহার করে মূল রাস্তায় ওঠার প্রবণতার ছবিও ধরা পড়েছে। বিধান রোড সংলগ্ন একটি গলি দিয়ে হিলকার্ট রোডে ওঠা এক টোটোচালককে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যান। আবার কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটের মুখে ব্যারিকেড থাকা সত্ত্বেও তার পাশ দিয়ে টোটো মূল রাস্তায় ঢুকছে বলে অভিযোগ। কোথাও পুলিশের ধমকে টোটো ঘুরে যাচ্ছে, আবার কোথাও বাধা উপেক্ষা করেই চালকরা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে স্থানীয়দের দাবি।

অন্যতম ব্যস্ত এই সড়কটি টোটোমুক্ত থাকুক, চাইছেন শহরের বহু মানুষ। পড়ুয়া রোশনি প্রসাদ বলেন, 'টোটোর জেরে আগে রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট হত। স্কুলে পৌঁছাতেও দেরি হত। এখন সিটি অটোয় দ্রুত যাতায়াত করা যাচ্ছে।' তাঁর মতে, সিটি অটোর সংখ্যা আরও বাড়ানো হলে ভালো হয়। প্রয়োজনে সিটিবাসও চালু করা যেতে পারে।

পৃথিবীর পাঠশালা

জলের তলায় নিখুঁত আলপনা

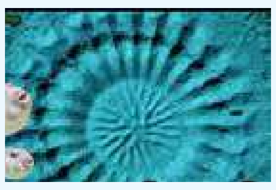

জাপানের উপকূলে ডুবুরিরা সমুদ্রের বালির ওপর বিশালাকার এবং নিখুঁত কিছু জ্যামিতিক আলপনা দেখতে পান। বহু বছর ধরে সবাই একে ভিনগ্রহীদের কাজ বলে মনে করত। পরে জানা যায়, মাত্র পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এক প্রজাতির পাফার ফিশ বা বেলুন মাছ নিজেদের পাখনা নেড়ে নেড়ে দিনের পর দিন এই বিশাল নকশাগুলো তৈরি করে। স্ত্রী মাছকে আকর্ষণ করার জন্যই এরা বালির ওপর এমন নিখুঁত বৃত্ত এবং ঢেউখেলানো মায়াবী আলপনা কাটে।

স্বচ্ছ পেটের অদ্ভুত ব্যাং

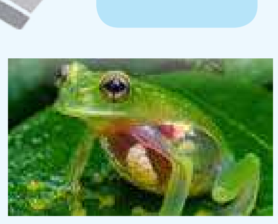

মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে গ্লাস ফ্রগ বা কাচের ব্যাং নামে এক অদ্ভুত প্রাণী পাওয়া যায়। এদের পিঠের দিকটা সবুজ হলেও পেটের দিকের চামড়া একদম স্বচ্ছ কাচের মতো হয়। নীচ থেকে দেখলে এদের ভেতরের নাড়িভুঁড়ি, কাজ করতে থাকা হৃৎপিণ্ড এবং খাবার হজম হওয়ার দৃশ্য একদম পরিষ্কার দেখা যায়। শিকারি প্রাণীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই বিবর্তনের ফলে এদের শরীর এমন স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

মহাকাশে বিশাল মদের মেঘ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশের গভীরে এমন এক বিশাল মেঘের সন্ধান পেয়েছেন, যা শুনে অনেকের চোখ কপালে উঠতে পারে। আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকা এই মেঘটির নাম স্যাজিটারিয়াস বি-টু। এটি পুরোটাই ইথাইল অ্যালকোহল অর্থাৎ সাধারণ মদের রাসায়নিক অণু দিয়ে তৈরি। এই মেঘের আকার এতই বিশাল যে এতে মজুত থাকা অ্যালকোহল দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষের মদের চাহিদা অনায়াসে কোটি কোটি বছর ধরে মেটানো যাবে। তবে সেখানে পৌঁছানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

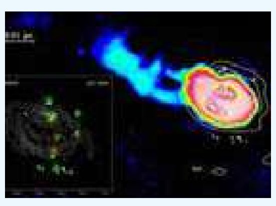

লন্ডনের সেই ভয়ংকর ধোঁয়াশা

উনিশশো বাহান্ন সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনের আকাশ এক কালো এবং ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। কারখানার ধোঁয়া,

কয়লা পোড়ানো ছাই এবং চরম ঠান্ডা বাতাস মিলে এমন এক বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করে যে কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। শহরের বাস চলাচল এবং রোজকার জীবন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। এই কয়েক দিনের বিষাক্ত গ্যাসে প্রায় বারো হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এরপর থেকেই বিশ্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ে কড়া আইন তৈরি হওয়া শুরু হয়।

নজরে চিকেনস নেকের সুরক্ষা

আজ উত্তরে অমিত শা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। গত জুলাই মাসে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সীমান্ত পরিদর্শন এবং বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেবার একরাত ছিলেন তিনি। তার এক মাসের মাথায় ফের উত্তরবঙ্গে আসছেন তিনি। ২০ থেকে ২২ অগাস্ট- উত্তরবঙ্গে তাঁর টানা তিনদিনের অবস্থানকে জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। এবার তিনি শিলিগুড়িতে থাকবেন দুই রাত। এবিষয়ে রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শিলিগুড়িতে স্বাগত। বৈঠকে ডাক এখনও পাইনি। চিকেনস নেকের সুরক্ষা সবসময় আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পাবে।'

ভারতের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে 'চিকেনস নেক'-এর অবস্থান কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবেদনশীলও বটে। আন্তর্জাতিক সীমানাঘেরা শিলিগুড়ি করিডর দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সিকিম এবং উত্তর-পূর্বের ৭টি রাজ্যকে যুক্ত রেখেছে। একদিকে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী শক্তির আস্ফালন, অন্যদিকে সম্প্রতি সীমান্ত ঘেঁষা দিনহাটা থেকে আইএসআই চর সন্দেহে বেশ কয়েকজনের গ্রেপ্তারির

কাওয়াখালিতে ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে।

পর শিলিগুড়ি করিডর নিয়ে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে রাজি নয় কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘনঘন উত্তরবঙ্গে আগমনেই তা স্পষ্ট।

বৃহস্পতিবার (২০ অগাস্ট) সন্ধ্যা ৭:৩০টায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অমিত শা বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন। সেখান থেকে তিনি সরাসরি সড়কপথে সুকনার একটি রিসর্টে পৌঁছোবেন। রাতে সেখানেই থাকবেন। শুক্রবার (২১ অগাস্ট) সকালে সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার রানিডাঙ্গায় একাধিক পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। মধ্যাহ্নভোজ সারবেন সেখানেই। পাশাপাশি ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সীমান্তের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকে বসবেন। সেদিন বিকেলে কাওয়াখালির মাঠে আয়োজিত এক বৃহৎ নাগরিক কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন তিনি। সেখানে নতুন তিন ফৌজদারি আইন— 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও জনসচেতনতা নিয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে তাঁর। বুধবার এডিজি মনোজ ভার্মা কাওয়াখালিতে পরিদর্শনে আসেন।

অন্যদিকে, শুক্রবার কাওয়াখালি থেকে সুকনার রিসর্টে ফিরে রাতেই এক ঘণ্টা করে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর রিভিউ মিটিং সারবেন শা। বিএসএফ, এসএসবি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। 'চিকেনস নেক'-এর ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে মিটিংয়ে। শনিবার (২২ অগাস্ট) সফরের শেষ দিনে জেলা ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আরও দুটি রিভিউ মিটিং করার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। এসব বৈঠক নিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তা রাখা হচ্ছে। তবে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, বুধবার পর্যন্ত তাঁদের কোনও বৈঠকে ডাকা হয়নি। বৈঠক সেরে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন অমিত শা। অনুপ্রবেশ ও পাচার রোধ এবং সিসিটিভি, ড্রোন ও রাডারের সমন্বয়ে স্মার্ট বর্ডার গড়ে তোলার ওপর কেন্দ্রীয় সরকার জোর দিচ্ছে। শা'র এই হাই প্রোফাইল সফর তারই নির্দেশক। গত মাসে জুমাগছে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি। সেখানে সীমান্ত পরিকাঠামোর উদ্বোধনও হয়েছিল।

পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা জানিয়েছেন, ২০-২২ তারিখ পর্যন্ত বাগডোগরা এয়ারপোর্ট, মাটিগাড়ার একটি রিসর্ট, এসএসবি ফ্রন্টিয়ার হেড কোয়ার্টার ও কাওয়াখালি মাঠের ৫ কিমির মধ্যে নো ফ্লাইং জোন জারি করা হয়েছে।

- চিকেনস নেকের নিরাপত্তায় বজ্রআঁটুনি, আজ থেকে তিনদিনের সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
- নজরে সীমান্ত পরিকাঠামো ও আইনি সচেতনতা
- ঘনঘন সফর ও বাড়তি সতর্কতা, জাতীয় নিরাপত্তা ও করিডর ফোকাসে

এডিএমের চালক খুন, ধৃত সহকর্মী

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ অগাস্ট : কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ)-এর গাড়ির চালক তাপস সরকারকে (৩৬) খুনের অভিযোগ উঠেছে। রহস্যজনক এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন)-এর গাড়ির চালক চন্দন ঘোষ ও নূপুর দাস নামে আরেক তরুণকে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়গিলা এলাকায় কালজানি রোডের ওপর মাথা থ্যাঁতলানো, রক্তাক্ত অবস্থায় তাপসকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। টহলের সময় তা দেখে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ তাপসকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কীভাবে তাপস খুন হলেন, তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বুধবার দফায় দফায় পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এক আধিকারিকের কথায়, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একজনকে আটক করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) প্রীতম লিম্বু বলেছেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। পুলিশ তদন্ত করুক।' তবে অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ইন্দ্রকুমার নস্কর কোনও মন্তব্য করেননি।

তাপস খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লিতলার বাসিন্দা। পরিবারে স্ত্রী, বাবা, মা ও আট বছরের এক ছেলে রয়েছে। কয়েকবছর ধরেই তিনি জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করছেন। পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার রাত আটটায় তিনি নিজের স্কুটার নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। পরে রাত দশটার দিকে ফোনে তিনি বাড়িতে জানান, বন্ধুর জন্মদিনের পার্টির জন্য ফিরতে দেরি হবে। কিন্তু রাত বাড়লেও তিনি বাড়ি ফেরেননি। তাঁকে আর ফোনেও পাওয়া যায়নি।

তাপসের কাকা কৃষ্ণচন্দ্র সরকারের কথা, 'রাত দুটো বেজে গেলেও বাড়িতে না আসায় ওর বন্ধুদের ফোন করা হয়। তখন উলটে তাঁরা গালিগালাজ করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর পাশের বাড়ির একজন জানালেন, তাপসকে নাকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে জানতে পারি ও মারা গিয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে ওকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চাই। যাঁরা জড়িত তাঁদের শাস্তি দেওয়া হোক।'

মঙ্গলবার গভীর রাতে যে এলাকায় তাপস রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। পুলিশ জানিয়েছে, তাপস রাতে কোচবিহার শহরের গোয়ালাপট্টিতে চন্দনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আটক করার পর পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে চন্দন জানিয়েছে, সেখানের এক বাড়িতে তাঁদের মনসাপুজোর নিমন্ত্রণ ছিল। পরবর্তীতে তাঁরা মদ্যপান করেছিলেন। শেষে চন্দনের বাড়িতে নিজের স্কুটার রেখে তাপস চলে যান। কিন্তু তিনি কীভাবে গিয়েছিলেন তা চন্দন জানেন না বলেই দাবি করেছেন। এখানে বেশকিছু অসংগতি উঠে এসেছে। তাপসের পরিবারের দাবি অনুযায়ী, তাপস ফোনে জানিয়েছিলেন তিনি বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে রয়েছেন। অথচ চন্দন জানিয়েছেন, মনসাপুজোর নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁরা একসঙ্গে থাকলেও চন্দনের বাড়িতে স্কুটার রেখে তাপস কীভাবে চলে গেলেন, তা কেউ খেয়াল করলেন না কেন, তা নিয়েও রহস্য দানা বেঁধেছে।

রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়ের বাড়ির ঢিলছোড়া দূরত্বেই বড়গিলায় ঘটনাটি ঘটেছে। কোচবিহার শহরের গোয়ালাপট্টি থেকে নিজের বাড়ির দিকে বড়গিলায় প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরত্বের এই রাস্তায় তাপস কীভাবে গেলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। রাস্তার ধারে যে দোকানের পাশে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই দোকানের মালিক নূপুরকেও আটক করা হয়েছে। বুধবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল রাস্তার পাশেই ধস্তাধস্তির স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। সেখানে একজোড়া জুতো প্রায় দশ ফুট দূরত্বে পড়ে রয়েছে। পৃথকভাবে আরও একটি জুতোর পাটি দেখা গিয়েছে। দুটির মধ্যে একটি জুতো তাপসের বলেই মনে করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে প্রচুর রক্ত পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। একটি বড় পাথরে রক্তের দাগ দেখা যায়।

- মঙ্গলবার গভীর রাতে রাস্তা থেকে উদ্ধার হয় তাপস সরকারের রক্তাক্ত দেহ
- প্রশাসনিক কোনও গোপন তথ্য জেনে যাওয়ার কারণেই তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হল কি না, তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ

মা আসছেন।

নিপুণ হাতে। বুধবার বালুরঘাটে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

২৫০ স্টোরের মাইলফলক স্পর্শ

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : দেশের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল রিটেল সংস্থা 'বাজার কলকাতা' তাদের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের নাম ঘোষণা করল। দেশজুড়ে নিজেদের পরিচিতি আরও শক্ত করতেই কার্তিককে ব্র্যান্ডের মুখ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কার্তিক বলেন, 'বাজার কলকাতা পরিবারের অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত। সাধ্যের মধ্যে মানসম্মত পোশাক ও লাইফস্টাইল সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে এই ব্র্যান্ড লক্ষ লক্ষ মানুষের ভরসা জিতেছে।'

২০০২ সালে যাত্রা শুরু করার পর থেকে 'বাজার রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড' সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্যাশন, লাইফস্টাইল ও গৃহস্থালির সামগ্রী সরবরাহ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। সংস্থার ডিরেক্টর ও সিইও অভিষেক খেমকা বলেন, '১৩টি রাজ্যে ২৫০টি স্টোর তৈরির সাফল্য প্রমাণ করে ক্রেতারা আমাদের ওপর কতটা ভরসা রাখেন।'

এ যেন পাচারের 'স্বর্ণদুয়ার'

দিনহাটা, ১৯ অগাস্ট : দিনহাটা মহকুমার চৌধুরীহাট সীমান্ত কি সোনা ও বিদেশি মুদ্রা পাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট হয়ে উঠেছে? গত কয়েক বছরে একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সেই প্রশ্নই ক্রমশ জোরালো হচ্ছে স্থানীয় মহলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, পাচারকারীদের কাছে দিনহাটার চৌধুরীহাট এখন কার্যত 'স্বর্ণদুয়ার'। শুধু বহুমূল্য সোনা নয়, বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা পাচারের গুরুতর অভিযোগও বারবার সামনে এসেছে এই সীমান্তকে ঘিরে।

পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখা যায়, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে দিনহাটার ঝিকরি সীমান্ত এলাকা থেকে একটি ব্যাগভর্তি ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলার এবং ১ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করেছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। বাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরপর একই বছর অর্থাৎ, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঝিকরি আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকেই একটি টেনিস বলের ভিতরে লুকিয়ে রাখা প্রায় ৫ কেজি সোনা উদ্ধারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাচারের সোনা প্রথমে দিনহাটায় পৌঁছায়। এরপর দিনহাটাকে প্রধান করিডর হিসেবে ব্যবহার করে সুকৌশলে চৌধুরীহাট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করা হয়। তবে একই সীমান্ত এলাকায় বারবার পাচারের সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ বাড়ছে।

এরই মধ্যে আবার দিনহাটার সাহেবগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে নাজিরহাটের এক ব্যক্তি এবং শুকারুকুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ব্যক্তিকে ঘিরে তদন্তের খবরও সামনে এসেছে। এই ঘটনাগুলির পর সীমান্ত নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারির ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, পাচারের ঘটনায় বাহক বা কেরিয়াররা ধরা পড়লেও, তাঁদের পিছনে থাকা মূল পাচারচক্রের পান্ডাদের হদিস কতটা মিলছে? বারবার একই রুট ব্যবহারের অভিযোগ উঠলেও সেই রুটে সক্রিয় নেটওয়ার্ক, অর্থের উৎস, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সহযোগীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত ঠিক কতটা এগোচ্ছে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। শুধু পাচারের সামগ্রী উদ্ধার বা বাহক গ্রেপ্তার নয়, চৌধুরীহাট থেকে দিনহাটা পর্যন্ত সক্রিয় নেটওয়ার্কের শিকড়ে পৌঁছানোই হতে পারে সীমান্ত নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে স্তব্ধ পড়শি থেকে পরিবার

প্রথম পাতার পর

নীচে দাঁড়িয়ে যখন কথোপকথন, তখন দোতলার ঘরে যোগনারায়ণবাবুর স্ত্রী বারবার জানার চেষ্টা করছেন, স্বামী কোথায় আছেন, কেমন আছেন? পাশে বসে থাকা দুই ছেলের বৌ কোনওরকমে নিজেদের সামলে রাখার চেষ্টা করছেন।

মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতার হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ফের একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সেখানেই প্রাণ হারান স্টেশন ফিডার রোড ও শংকর মোড়ের সংযোগকারী এলাকায় দীর্ঘদিনের বাসিন্দা যোগনারায়ণ আগরওয়াল। বুধবার বিকেল থেকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কার্যত শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে ওই অ্যাপার্টমেন্ট। মাকে বাবার দুঃসংবাদ জানানোর মতো পরিস্থিতি না থাকায়, জরুরি কাজের কথা বলে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন দুই ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, যোগনারায়ণের পরিবার ওই ওয়ার্ডের বহু পুরোনো বাসিন্দা। অ্যাপার্টমেন্টের দোতলার ফ্ল্যাটে স্ত্রী, দুই ছেলে, বৌমা ও নাতি-নাতনিদের নিয়েই তাঁর ভরা সংসার ছিল। খালপাড়ায় একটি নার্সিংহোমের পাশে তাঁর ওষুধের দোকান এবং মহাবীরস্থানে একটি দশকর্মা ভাণ্ডার রয়েছে। দুই ছেলেকে নিয়ে যাবতীয় ব্যবসা সামলাতেন তিনিই।

দিন তিনেক আগে ব্যক্তিগত কাজে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও এদিন সকাল থেকে তাঁর মোবাইল সুইচড অফ হয়ে যায়। এরপর বিকেলের দিকে আসে দুঃসংবাদ। মৃত্যুর খবর আসতেই গোটা অ্যাপার্টমেন্ট সহ আশপাশের এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দুই ছেলে কলকাতার উদ্দেশে বেরিয়ে যাওয়ার পর আত্মীয়রা অ্যাপার্টমেন্টের নীচে দাঁড়িয়ে সকলকেই অনুরোধ করতে থাকেন, যোগনারায়ণবাবুর স্ত্রী যেন কোনওভাবেই এখন ঘটনার কথা জানতে না পারেন। অমল আগরওয়াল নামে তাঁর এক পরিচিত বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িক সূত্রে ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক। এমন একটা ঘটনা ঘটবে, সেটা আমরা ভাবতেই পারছি না। অত্যন্ত মিশুকে ছিলেন তিনি। পরিবারই ছিল তাঁর সবকিছু।' বৃহস্পতিবার মৃতদেহ শিলিগুড়ির বাসভবনে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে।

কিশনগঞ্জে কিশোরের মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১৯ অগাস্ট : কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানা এলাকার সুন্দরবাড়ি ও দাতিগ্রামের মাঝে ৩২৭ই জাতীয় সড়কের পাশের একটি গর্ত থেকে বুধবার সকালে এক কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম উমর ফারুক (১০)।

খবর পেয়ে কোচাধামন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের পাশে একটি আইসক্রিমের গাড়ি, একটি ব্যাটারি ও একজোড়া জুতো পাওয়া গিয়েছে।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, খুন করে উমরের মৃতদেহ রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজকুমার সিং বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৯ অগাস্ট : বুধবার কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্য সড়কের ওপর লহরাচকের কাছে আবগারি দপ্তরের কর্মীদের নাকা চেকিং চলাকালীন একটি চার চাকার গাড়ি থেকে ৩২৮ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এদিন সকালে আবগারি ইনস্পেকটর হায়দার আলির নেতৃত্বে নাকা চেকিং চলছিল। সেই সময় বাহাদুরগঞ্জের দিকে যাওয়া গাড়িটিকে থামার সংকেত দেওয়া হয়। তবে, না থেমে পালাতে থাকে গাড়িটি। এরপর বেগতিক বুঝে গাড়ি ফেলে চম্পট দেন চালক। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা বিপুল বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেন। ঘটনায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাটনার। তাই মনে করা হচ্ছে, ওই মদ ভিনরাজ্য থেকে বিহারের পাটনায় পাচার করা হচ্ছিল।

বিডিও-র দ্বারস্থ

ইসলামপুর, ১৯ অগাস্ট : জনগণনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (এবিআরএসএম) প্রতিনিধিরা। বুধবার এই বৈঠকে সংগঠনের ইসলামপুর সদর সার্কেলের সহ সভাপতি অরিজিৎ মণ্ডল জানান, শিক্ষকদের 'অন ডিউটি' নিশ্চিত হলেও এনুমারেটরদের মধ্যে বাড়ি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য রয়েছে। পাশাপাশি সুপারভাইজার ও এনুমারেটরদের সমন্বয়ের অভাব এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয়গুলিও বিডিও-র কাছে তুলে ধরা হয়। দ্রুত এই সমস্যাগুলি মেটানোর দাবি জানান তাঁরা। বিডিও পিনাকী দেবনাথ সমস্ত জটিলতা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

সাপের ছোবল

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : মনসাপুজোর প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে সাপের ছোবলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক তরুণ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে বিদ্যাচক্র কলোনির এক পরিবার প্রতিমা বিসর্জন করতে সংলগ্ন ঘাটে যায়। সেখানেই আচমকা ওই তরুণকে সাপে ছোবল মারে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : ঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম অজয় শা (৪০)। তিনি প্রকাশনগরের বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। বুধবার সকালে নিজের শোয়ার ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফের ধস সেবকে

শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : ফের সেবকে ধস নামল। সেবকের করোনেশন সেতুর কাছে বুধবার সকালে ধসের জেরে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে ধসের জেরে কোনও যানবাহনের ক্ষতি হয়নি। ধসের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে যান। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আর্থমুভার দিয়ে সেই ধস সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সবজির দামে হাত পুড়ছে

প্রথম পাতার পর

সপ্তাহখানেক আগে খুচরো বাজারে এই দর ছিল কেজিপ্রতি তিরিশ টাকা। পটলের পাইকারি দর এদিন ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা। অথচ খুচরো বাজারে তা বিকিয়েছে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকায় (সপ্তাহখানেক আগে যা ছিল পঞ্চাশ টাকা)। পাইকারি দর হিসেবে এদিন বেগুনের কেজিপ্রতি দাম ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা, যা খুচরো বাজারে ষাট টাকায় বিক্রি হয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে খুচরো বাজারে এই দর ছিল কেজিপ্রতি চল্লিশ টাকা।

পাইকারি ও খুচরো বাজারে দামের এতটা ফারাক কেন? প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য শহরের বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি নানা যুক্তি খাড়া করছে। ক্ষুদিরামপল্লি শিলিগুড়ি খুচরো ফল ও সবজি ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী সদস্য বিকাশ সাহার যুক্তি, 'যে দরগুলো বলা হচ্ছে, সেগুলো নিম্নমানের ফসলের দর। ভালো ফসলের দর অনেকটাই বেশি। সত্যি কথা বলতে, পরিবহণ খরচ এবং মাল ওঠানো-নামানোর খরচ সামলাতে গিয়ে পাইকারি ও খুচরো দরের মধ্যে দশ টাকার পার্থক্য হয়েই যাচ্ছে। সবজির দাম বাড়ার পিছনে নিজেদের দায় ঝাড়তে এর আগেও পাইকারি ব্যবসায়ীরা আমাদের ওপর দোষ চাপিয়েছেন।'

চম্পাসারি পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার বক্তব্য, 'আগে শুধুমাত্র রেগুলেটেড মার্কেট থেকে চম্পাসারি মোড়ে ভ্যানে করে এক ট্রিপ সবজি আনতে দশ টাকা লাগত, এখন সেটা কুড়ি টাকা হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকের মজুরিও ছয় টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হয়েছে। তা ছাড়া, বেছে সবজি নিয়ে আসা যায় না বলে বস্তার ভেতরে অনেক খারাপ সবজিও থাকে। অনেক সময় ভালো সবজির খোঁজে আমরা সরাসরি ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, রানিডাঙ্গা থেকেও 'ভায়া'-র মাধ্যমে সবজি নিয়ে আসছি। এতেও কিছুটা খরচ বাড়ছে।'

সবজির দাম নিয়ে চলা এই দড়ি টানাটানির মধ্যেই নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। পেশায় টোটোচালক মণীশ দাসের আক্ষেপ, 'আয় তো সেভাবে বাড়ছে না। কিন্তু দিনের পর দিন সবজির দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে সংসার আর কতদিন চালাতে পারব জানি না।' প্রশ্ন উঠছে টাস্ক ফোর্সের ভূমিকা নিয়েও। পেশায় চাকরিজীবী দীপেন্দ্র দাসের কথায়, 'টাস্ক ফোর্সের উচিত নিয়মিত নজরদারি চালানো। নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হলে আমরা কিছুটা সুফল পেতে পারি।' অন্যদিকে, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের এক কর্তার দাবি, সবজির দামের ওপর আমাদের নিয়মিত নজরদারি রয়েছে। কোথাও অতিরিক্ত দাম নেওয়ার বিষয়টি নজরে এলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই দাবি যে স্রেফ কথার কথা তা থলে হাতে বাজারে গেলেই মালুম হচ্ছে।

আগুনের গ্রাসে ৯

প্রথম পাতার পর

নিহতদের বড় অংশই বাংলাদেশি নাগরিক। যাঁরা মূলত চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত (৩৯) ছাড়াও ছিলেন তাঁর স্ত্রী আফসানা সিরমিন (২৭), দুই বছর আট মাসের শিশুসন্তান স্বর্ণশিস দত্ত এবং শ্বশুর আক্রম আলি (৭৪)। মৃত্যু হয়েছে বিহার থেকে আসা ১৯ বছরের তরুণ সন্দীপ পাসোয়ানের। মাত্র ৬ হাজার টাকা মাইনেয় জীবনে প্রথম চাকরি করতে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। কিন্তু তিন মাসের মাথায় সব শেষ। নিহতদের তালিকায় শিলিগুড়ির যোগনারায়ণ ছাড়াও আছেন ঢাকার আমিনবাজারের বাবু আহমেদ (৩৭)। বাকি দুই মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী রাজনীতিকরাও। কিন্তু একইসঙ্গে চলছে পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী প্রশাসনিক গাফিলতি ও তদারকির অভাবের দিকে আঙুল তুলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার প্রশ্ন তোলেন সাম্প্রতিক অডিটের কার্যকারিতা নিয়ে। সেলিম বলেন, 'এত কাছে ফায়ার ব্রিগেড, তাও মানুষকে বাঁচানো গেল না। এখানে মানুষ চিকিৎসার জন্য এসে থাকেন। এই ঘটনায় গোটা বিশ্বকে কী জানাব?' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই ঘটনায় দোষীদের শনাক্ত করতে হবে।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী বলেন, 'সরকার পরিবর্তন হয়। জনপ্রতিনিধি পরিবর্তন হয়, প্রশাসন তো পরিবর্তন হয় না। এর দায়ভার প্রশাসনকে নিতে হবে।' ঘটনাস্থলের মাত্র ৫০ মিটারের দূরত্বে ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন। ১০০ মিটারের মধ্যে নিউ মার্কেট থানা এবং ১৫০ মিটারের মধ্যে কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তর। তা সত্ত্বেও কীভাবে মরণফাঁদ গজিয়ে উঠল হোটেলে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই এলাকায় পরপর দুটি বহুতলে অন্তত ১৫টি হোটেল চলছে ঘিঞ্জি ঘরে।

হোটেলের বাইরে ছিল পেঁচিয়ে থাকা বিপজ্জনক তারের জঞ্জাল, ভেতরে ছিল না ইমার্জেন্সি এগজিট কিংবা ন্যূনতম ফায়ার সেফটি পরিকাঠামো। মাঝরাতে আগুন লাগতেই ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে অনেকে তিনতলার জানলা থেকে নীচে লাফ দেন, কেউ আটকে পড়েন কার্নিশে।

সুথারের ঘূর্ণিতে ধরাশায়ী শ্রীলঙ্কা

৬ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মানব সুথার। গলে বুধবার।

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত : ৪৬২ ও ১৯৩
শ্রীলঙ্কা : ২৮৪ ও ২০৬
(ভারত ১৬৫ রানে জয়ী)

গল, ১৯ অগাস্ট : গৌতম গম্ভীরকে এমন প্রাণখোলা হাসতে শেষ কবে দেখা গিয়েছে? আদৌ কি কখনও দেখা গিয়েছে?

গলের বাইশ গজে মানব সুথারের (৫৫/৬) বলে কেশরা নুয়াম্বা বোল্ড হতেই আর আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না হেড কোচ। সাজঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সহকারী কোচ সীতাংশু কোটাককে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর লাল কোকাবুরা বলটাকে হাতে লোফালুফি করতে করতে সাজঘরের সিঁড়ি ভেঙে সোজা নেমে এলেন মাঠে। হাসিমুখে জড়িয়ে ধরলেন দলের ক্রিকেটারদের।

বলতে দ্বিধা নেই, চরম স্নায়ুর চাপের পর গুরু গম্ভীরের আজ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। শ্রীলঙ্কাকে ১৬৫ রানে হারিয়ে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৬০০তম টেস্টে শুধু জয়ই এল না, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনাটাও প্রবলভাবে জিইয়ে রাখল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচ জয়ের পর অধিনায়ক শুভমান গিলও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ওই ফাইনাল খেলাটাই তাঁদের পাখির চোখ। প্রথম টেস্ট জয়ের পরই তাই দলের অন্দরে নতুন স্লোগান উঠে গিয়েছে- ‘চলো কলম্বো, জেতো সিরিজ’।

ম্যাচের পঞ্চম দিনে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৬টি উইকেট। জয় যে নেহাতই সময়ের অপেক্ষা, তা ক্রিকেট দুনিয়া জানলেও গলের খামখেয়ালি প্রকৃতি নিয়ে একটা বড় সংশয় ছিল। পূর্বাভাস মতোই ম্যাচ শেষে ভারত মহাসাগরের দিক থেকে আকাশ কালো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কিন্তু প্রকৃতির সেই তাণ্ডব শুরুর ঠিক দশ মিনিট আগেই লঙ্কানদের মুড়িয়ে দিয়ে জয় নিশ্চিত করে ফেলল ভারত।

এই জয়ের পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে জন্ম হল এক নতুন তারকার। তিনি মানব সুথার। মাস খানেক আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নিজের প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছিলেন, আর এবার গলের দুই ইনিংস মিলিয়ে ম্যাচে ১০ উইকেট (৭৬/৪ এবং ৫৫/৬) তুলে প্রমাণ করলেন, তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া। টিম ইন্ডিয়ার স্পিন বিভাগে তিনি যে দীর্ঘমেয়াদি আসন পাকা করতে এসেছেন, তা বলাই বাহুল্য। সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় স্পিনার হিসেবে (২৪ বছর ১৬ দিন) বিদেশের মাটিতে টেস্টে ১০ উইকেট দখলের বিরল রেকর্ডও নিজের পকেটে পুরে নিলেন রাজস্থানের এই তরুণ। মূলত তাঁর এই স্পিন ঘূর্ণিতেই দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৬ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা।

অবশ্য বুধবার সকালে খেলা শুরু হওয়ার পর ভারতের জয়টা খুব একটা সহজ মনে হচ্ছিল না। আগের দিনের ৮৪/৪ স্কোর নিয়ে নেমে রীতিমতো সতর্কভাবে খেলছিলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা (৫৯) ও প্রথম ইনিংসে শতরানকারী সোনাল দিনুশা (৮৪)। মহম্মদ সিরাজ (১৫/১) ও প্রসিধ কৃষ্ণারা (১৬/২) নিজেদের উজাড় করে দিলেও কিছুতেই এই জুটিকে টলাতে পারছিলেন না। দুইজনের ৯৫ রানের পার্টনারশিপ ভারতীয় শিবিরের অন্দরে যখন ধীরে ধীরে চাপ বাড়াচ্ছে, ঠিক তখনই বল হাতে জ্বলে ওঠেন রবীন্দ্র জাদেজা (৭১/১)। তাঁর নিখুঁত ডেলিভারিতে লঙ্কা অধিনায়ক ধনঞ্জয় ফিরতেই ভারতের জয়ের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

সোনাল দিনুশাকে আউট করার পর সেলিব্রেশন মানব সুথারের।

এরপর ছিল শুধু নিরোশন ডিকওয়েলাকে (১০) নিয়ে সামান্য সংশয়। কিন্তু যশস্বী জয়সওয়ালের তীক্ষ্ণ মাইন্ড গেম আর ‘আইপিএল চুক্তির’ টোপ ডিকওয়েলার ব্রেন ফেড করে দেয়। কৃষ্ণার বলে খোঁচা মেরে ডিকওয়েলা যখন ফিরছেন, তখন তাঁকে আউট করার অদৃশ্য কৃতিত্বটা যশস্বী অনায়াসেই দাবি করতে পারেন।

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর বিধ্বংসী সুনামিতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গলের বিস্তীর্ণ উপকূল। আর আজ টিম ইন্ডিয়ার এই তরুণ স্পিনারের সামনে যেন ‘স্পিন সুনামি’-তে আক্রান্ত হল গোটা শ্রীলঙ্কা দল। মানবের বলের লেংথ আর ঘূর্ণি বুঝতেই পারছিলেন না দিনুশারা। ম্যাচ শেষে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার রাসেল আর্নল্ড বলছিলেন, ‘অসম্ভব প্রতিভাবান এই মানব। দ্বিতীয় টেস্টে ও যে পরিমাণ পরিণতবোধ দেখাল, তাতে নিশ্চিতভাবেই আগামীদিনে ভারতকে বহু টেস্ট জেতাবে ও।’

ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ২১১ রান (১৬৭ এবং ৪৪) করার সুবাদে দেবদত্ত পাডিক্কাল ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। তবে এদিন মানব ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেও হয়তো কারও কোনও আপত্তি থাকত না। কারণ, মানবের বোলিংয়ে ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট মহল জাদেজার যোগ্য উত্তরসূরির ছায়া দেখতে শুরু করেছে।

তবে দল হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার এই দাপুটে সাফল্যের দিনেও চূড়ান্ত হতাশ করেছেন কুলদীপ যাদব (৩৮/০)। শেষ দিনের পিচে বল খুব বেশি বনবন করে না ঘুরলেও স্পিনারদের জন্য যথেষ্ট সহায়তা ছিল। শর্ত ছিল শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় বল ফেলে যাওয়ার। কিন্তু সেই কাজে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ হলেন তিনি। এমন হতশ্রী পারফরমেন্সের পর ২৩ অগাস্ট থেকে কলম্বোর এসএসসি মাঠে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে কুলদীপ যদি বাদ পড়েন এবং সারাংশ জৈনের টেস্ট অভিষেক হয়, তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

আপাতত গল-বিজয় সম্পন্ন। গম্ভীরের হাসিমুখ আর মানবের ঘূর্ণির আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করেই বৃহস্পতিবার কলম্বোর বাসে উঠছে টিম ইন্ডিয়া।

আড্ডা দিলেন শিষ্য গম্ভীরের সঙ্গে

কার্স্টেনের চোখে আগামীর তারকা মানব-পাডিক্কাল

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৯ অগাস্ট : ২০০৮ সাল। অনিল কুম্বলের নেতৃত্বে গলের মাটিতে টেস্ট জিতেছিল ভারত। বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে সেদিন ওপেন করতে নেমেছিলেন এক তরুণ বাঁহাতি-গৌতম গম্ভীর। আর ড্রেসিংরুমে হেডস্যরের চেয়ারে ছিলেন গ্যারি কার্স্টেন। ঠিক ১৮ বছর পর গলের সেই চেনা বাইশ গজেই যেন এক অদ্ভুত বৃত্ত সম্পূর্ণ হল! গুরু গ্যারি আর শিষ্য গৌতম আজ দুইজনেই কোচের হটসিটে। একে অপরের মগজাস্ত্রের প্রবল প্রতিপক্ষ।

১৬৫ রানের বিশাল ব্যবধানে শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করে গম্ভীরের ভারত যখন উল্লাসে মেতে, তখন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে এই গুরু-শিষ্যের আড্ডার কথাই শোনালেন শ্রীলঙ্কার হেড কোচ। জানালেন, এই টেস্টের ফাঁকে দুই প্রাক্তন সতীর্থের মধ্যে ক্রিকেট ও কোচিং দর্শন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কার্স্টেনের কথায়, ‘গৌতম আর আমি দুইজনেই এখন কোচের ভূমিকায়। আমরা টেস্ট ক্রিকেটকে ভীষণ ভালোবাসি এবং চাই আমাদের দলের ছেলেরাও এই ফরম্যাটে সফল হোক। এই লক্ষ্য ও দর্শন নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ অনেকটা সময় দারুণ আড্ডা হয়েছে।’

ফলের বিচারে গম্ভীরের দল সব বিভাগেই বাজিমাত করেছে। আর গুরুর কণ্ঠেও ঝরে পড়েছে শিষ্যের দলের প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসা। ভারতের দুই তরুণ তুর্কি, মানব সুথার এবং দেবদত্ত পাডিক্কালের দুরন্ত পারফরমেন্সে মুগ্ধ কার্স্টেন স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন, ‘মানব এবং দেবদত্ত-দুইজনেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। ওদের জন্য আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল।’

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে দেবদত্ত পাডিক্কাল।

ভারতের কাছে এই হারের পর লঙ্কান শিবিরের অন্দরে এখন প্রবল কাঁটাছেঁড়া চলছে। কার্স্টেনের মতে, এই টেস্ট থেকে শ্রীলঙ্কার একমাত্র প্রাপ্তি সোনাল দিনুশা। প্রথম ইনিংসে চাপের মুখে অনবদ্য শতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও তাঁর ৮৪ রানের লড়াকু ইনিংস লঙ্কান কোচের চোখে আগামীদিনের বড় সম্ভাবনা। তবে দলের টপ অর্ডারের জঘন্য ব্যর্থতা গ্যারির কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তিনি রাখঢাক না করেই বলেছেন, ‘আমাদের ব্যাটিং একদমই ভালো হয়নি। প্রথম ইনিংসে দ্রুত ৯০/৫ হয়ে যাওয়াটা কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। এই জায়গাগুলো নিয়ে আমাদের আরও সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে।’

ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য অবশ্য খুব বেশি সময় পাচ্ছে না দ্বীপরাষ্ট্র। ২৩ অগাস্ট কলম্বোর এসএসসি মাঠে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। বৃহস্পতিবারই গল থেকে কলম্বো রওনা দিচ্ছে দুই দল। সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে কলম্বোগামী বাসে ওঠার আগে গ্যারির সতর্কবার্তা, ‘দল হিসেবে আমাদের খুব দ্রুত ছন্দে ফিরতে হবে।’ গলের বৃত্ত সম্পূর্ণ হলেও, কলম্বোয় যে এই গুরু-শিষ্যের আরও একপ্রস্ত কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে, তা বলাই বাহুল্য।

চেন্নাইয়ে সরল দলীপের ফাইনাল

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে সরানো হল দলীপ ট্রফির ফাইনাল। মূলত দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই প্রথমসারির ঘরোয়া টুর্নামেন্টের খেতাবি ম্যাচ চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

২৩ অগাস্ট থেকে ছয়টি অঞ্চলভিত্তিক দল নিয়ে শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফির আসর। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালের ম্যাচগুলি হবে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই)। ফাইনাল ৬-১০ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিকভাবে দর্শকশূন্য রেখে সিওইতেই ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দর্শকদের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত বদলে চেন্নাইয়ে ম্যাচ আয়োজনে সিলমোহর।

বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সম্প্রতি বলেছেন, ‘দলীপ ট্রফি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট। দলীপের ক্রিকেটের মান অত্যন্ত ভালো। আমরা চাইছিলাম, দর্শকরা সরাসরি মাঠে বসে দলীপের ফাইনালের স্বাদ নিক। দর্শকদের রেখে সিওইতে ম্যাচ আয়োজনে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। তাই ফাইনাল সরানো হল।’

বায়ার্নেই থাকতে চান হ্যারি কেন

মিউনিখ, ১৯ অগাস্ট : বায়ার্ন মিউনিখেই থাকতে চান ইংলিশ গোলমেশিন হ্যারি কেন। তাঁর সঙ্গে জার্মান ক্লাবটির আর এক বছর চুক্তি বাকি আছে। নয়া চুক্তি নিয়ে খুব শীঘ্রই ক্লাবের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে জানিয়েছেন কেন। গত তিন মরশুমে বায়ার্নের জার্সিতে ১৪৭ ম্যাচে ১৪৬ গোল করেছেন তিনি। কেরিয়ারে প্রথম লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন বায়ার্নে আসার পরেই। স্বাভাবিকভাবেই মিউনিখ ছাড়তে নারাজ ইংরেজ তারকা।

বৈচিত্র্যের জন্যই সেরা মানব, বলছেন রাহুল

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৯ অগাস্ট : ১৬৫ রানে জয় তখন পকেটে ঢুকে গিয়েছে। মাঠের মাঝে দুই দলের ক্রিকেটাররা হাত মেলাচ্ছেন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের বুম সবেমাত্র নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। ঠিক তখনই আকাশ কালো করে গলে নামল মুষলধারে বৃষ্টি। তড়িঘড়ি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও।

বৃষ্টি আসছে জানতেন

তবে তাতে ভারতীয় শিবিরের ফুরফুরে মেজাজে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগেনি। লাগার কথাও নয়। ‘মেঘ দেখে কেউ করিস নে রে ভয়’-রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটাই যেন সোমবার গলে টিম ইন্ডিয়ার অলিখিত থিম সং। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার দুঃস্বপ্ন পিছনে ফেলে এই জয় শুধু সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেওয়াই নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার দরজাও হাট করে খুলে রেখেছে। অধিনায়ক শুভমান গিল থেকে শুরু করে দলের সবার অন্দরে তাই এখন এক বুক স্বস্তি। তার ওপর উপরি পাওনা হিসেবে মিলেছে মানব সুথার নামের এক নতুন তারা। বিদেশের মাটিতে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টে সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে ১০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছেন তিনি। যদিও এর মাঝেও কুলদীপ যাদবের হতশ্রী বোলিং বা টপ অর্ডারের ধারাবাহিকতার অভাব টিম ম্যানেজমেন্টকে কিছুটা হলেও ভাবাবে।

২৩ অগাস্ট থেকে কলম্বোর এসএসসি মাঠে সিরিজের ফয়সালা হবে। কিন্তু তার আগে ফুরফুরে মেজাজে থাকা রাহুল হাসিমুখেই স্বীকার করে নিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলার কথা তাঁরা জানতেন। রাহুলের কথায়, ‘গলে যে কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে, সেটা আমাদের মাথায় ছিল। তাই আমরা দ্রুত টেস্টটা শেষ করতে চেয়েছিলাম। বলতে পারেন আমাদের ভাগ্য বেশ ভালো, ম্যাচটা পকেটে পোরার ঠিক পরই বৃষ্টি শুরু হল।’ ক্রিকেটের সব বিভাগে শ্রীলঙ্কাকে টেক্কা দিতে পারায় দলের পারফরমেন্স নিয়ে তিনি দারুণ তৃপ্ত।

ম্যাচের সেরা হয়েছেন কর্ণাটকের সতীর্থ দেবদত্ত পাডিক্কাল। দ্বিতীয় ইনিংসে এই পাডিক্কালের পরামর্শেই রিভিউ নিয়ে লাইফলাইন পেয়েছিলেন রাহুল। সেই গল্প শোনাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘দেবদত্ত কিছুদিন আগেই এখানে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে খেলে গিয়েছে। তাই এখানকার পরিবেশ নিয়ে ওর স্পষ্ট ধারণা ছিল। ওর কথা শুনেই রিভিউ নিই এবং সফল হই।’ পাডিক্কালের পাশাপাশি তরুণ স্পিনার মানবের ক্রিকেটীয় স্কিল ও পরিণতিবোধেও মুগ্ধ দলের সহ অধিনায়ক। লোকেশের অকপট স্বীকারোক্তি, ‘মানব অসম্ভব প্রতিভাবান। ওর বোলিং বৈচিত্র্য ওকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। নেটে অনুশীলনের সময় মানবকে সামলাতে গিয়ে আমাদেরও অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়!’

মানব সুথারকে রবীন্দ্র জাদেজার উত্তরসূরি মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সহ অধিনায়কের সুরেই সুর মিলিয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দাঁড়িয়ে তরুণ ব্রিগেডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। গিলের কথায়, ‘তিন নম্বরে নেমে পাডিক্কালের ওই ব্যাটিং দেখা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। ও রান পাওয়ায় দলের অনেক বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়েছে।’ আর ১০ উইকেট নেওয়া মানবকে নিয়ে অধিনায়কের স্পষ্ট শংসাপত্র, ‘অসাধারণ প্রতিভা। মানব দীর্ঘসময় ধরে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর জন্যই এসেছে।’

বৃষ্টিভেজা গলের পাঠ চুকিয়ে কলম্বোর বাসে ওঠার আগে তরুণদের এই দাপটই এখন গিল-গৌতম গম্ভীরদের সবচেয়ে বড় আত্মবিশ্বাস।

মানব সভ্যতা

১ সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে অ্যাওয়ে টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট নিলেন মানব সুথার (২৪ বছর ১৬ দিন)।

১৩৫/১০ গল টেস্টে মানবের বোলিং ফিগার। যা শ্রীলঙ্কায় ভারতীয়দের মধ্যে সেরা।

৫৫/৬ দ্বিতীয় ইনিংসে মানব ৫৫ রানে ৬ উইকেট নেন। যা শ্রীলঙ্কায় দ্বিতীয় ইনিংসে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের (৪৬/৬, ২০১৫) পর ভারতীয় হিসেবে সেরা পারফরমেন্স।

৩ বুধবার মানব এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ২০১৯ সালের পর ভারতীয়দের মধ্যে যা প্রথম।

২ দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে হোম ও অ্যাওয়েতে নিজের প্রথম টেস্টে ৫ উইকেট পেলেন মানব।

১৭ কেরিয়ারের প্রথম দুই টেস্টের পর মানবের উইকেট সংখ্যা। প্রথম দুই টেস্টে উইকেটের নিরিখে ভারতীয়দের মধ্যে মানবের আগে রয়েছেন নরেন্দ্র হিরওয়ানি (২৪) ও অক্ষর প্যাটেল (১৮)।

যশস্বীর স্লেজিংয়ের ফাঁদে পা ডিকওয়েলার

আইপিএলে নিয়ে চল, তবেই ছক্কা মারব!

লঙ্কাকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৯ অগাস্ট : বাইশ গজের লড়াইটা শুধু ব্যাট আর বলের নয়, চরম স্নায়ুরও বটে। প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার সেই অলিখিত ব্যাকরণটা গল টেস্টের পঞ্চম দিনে নিখুঁতভাবে কাজে লাগালেন যশস্বী জয়সওয়াল। আর তাঁর পাতা মাইন্ড গেমের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের উইকেট ছুড়ে দিয়ে এলেন শ্রীলঙ্কার ‘ব্যাড বয়’ নিরোশন ডিকওয়েলা।

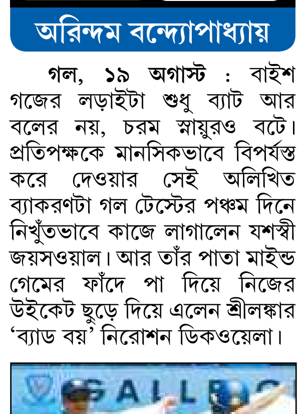

নিরোশান ডিকওয়েলাকে ছক্কা মারতে বলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তারপরই ডিকওয়েলা আউট হয়ে যান।

বুধবার সকালে গলের পরিস্থিতি ভারতের জন্য কিছুটা হলেও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৩৭১ রানের পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা ও সোনাল দিনুশা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। দুইজনেই স্পিন আক্রমণ সামলে অর্ধশতরান পূরণ করেন। অবশেষে ধনঞ্জয়কে শর্ট ফাইন লেগে রবীন্দ্র জাদেজা আউট করে ব্রেক থ্রু এনে দেন। আর ঠিক তখনই ক্রিজে আসেন প্রথম ইনিংসের ‘ত্রাতা’ ডিকওয়েলা। তাঁকে দেখেই স্কোয়ার লেগ থেকে এগিয়ে এসে স্লেজিং শুরু করেন যশস্বী।

স্টাম্প মাইকে কান পাততেই শোনা গেল সেই রুদ্ধশ্বাস অথচ মজাদার কথোপকথন। যশস্বী উসকে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, ‘প্রথম ইনিংসে তো প্রচুর শট খেলেছ। এবারও কিছু করে দেখাও!’ ডিকওয়েলার নির্বিকার উত্তর, ‘কী?’ গল মিউনিসিপ্যালিটি স্ট্যান্ডের দিকে আঙুল তুলে যশস্বীর চ্যালেঞ্জ, ‘ওই স্ট্যান্ডে বলটা ফেলো। চলো, একটা ছক্কা দেখাও।’ পালটা ডিকওয়েলা বলেন, ‘কোনও দরকার নেই। আমাকে আইপিএলে নিয়ে চল, তবেই মারব।’ নাছোড়বান্দা যশস্বীর জবাব, ‘একশো শতাংশ নিয়ে যাব। তুমি ছক্কা মারো, আমি আইপিএলে নিয়ে যাব। সাঙ্গাকে (কুমার সাঙ্গাকারা) নিশ্চিতভাবে বলে দেব।’

ঘটনাচক্রে সাঙ্গাকারা হলেন যশস্বীর আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের কোচ এবং ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট। আবার ডিকওয়েলার সঙ্গে একই ট্রিনিটি কলেজের প্রাক্তনীও তিনি। যশস্বী খুব সুকৌশলেই সেই সম্পর্কের সুতোয় টান দিয়েছিলেন।

মানসিক এই টোপ গিলতে বেশি সময় নেননি ডিকওয়েলা। ঠিক পরের ওভারেই পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ক্রমাগত শর্ট বল করতে শুরু করেন। বাউন্সার সামলাতে গিয়ে ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করার চেষ্টা করেন বাঁহাতি ব্যাটার। কিন্তু বল তাঁর ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সোজা জমা পড়ে ঋষভ পন্থের গ্লাভসে। মাত্র ১২ রানে ডিকওয়েলা ফিরতেই ভারতীয় ফিল্ডারদের উল্লাস ছিল দেখার মতো। উইকেটটা কৃষ্ণার হলেও, জাদেজা, মানব সুথার, ঋষভরা দৌড়ে গিয়ে যশস্বীকেই অভিনন্দনে ভরিয়ে দিলেন। তাঁরা ভালোই বুঝেছিলেন, আসল কাজটা করে দিয়েছেন ওই তরুণ ওপেনারই।

একসময় ২০১৬ সালের কলকাতা টেস্টে এই ডিকওয়েলাই ভারতীয় দলের সঙ্গে ক্রমাগত বচসায় জড়িয়ে সময় নষ্ট করার কৌশল নিয়েছিলেন। আজ যেন গলের মাটিতে তারই মধুর প্রতিশোধ নিল টিম ইন্ডিয়া। ডিকওয়েলা আউট হতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে শ্রীলঙ্কার লেজ।

বাংলাদেশকে সতর্ক করছেন ডোনাল্ড

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : ডারউইনে চমক। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়। শনিবার শুরু দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট অমীমাংসিত রাখতে পারলেই সিরিজও বাংলাদেশের দখলে। যদিও ড্র নয়, নাজমুল হোসেন শান্তদের আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁদের প্রাক্তন বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি পেসার বলেছেন, ‘দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে হারাতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাবে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম টেস্ট জেতার পর সিরিজ হারের সম্ভাবনা নেই বাংলাদেশের। ড্র রাখতে পারলেও সিরিজ পকেটে। কিন্তু নেগেটিভ ভাবনা নিয়ে খেলতে নামলে ভুল করবে। ওদের বলব, রক্ষণাত্মক মানসিকতা সরিয়ে জয়ের জন্য ঝাঁপাক। প্রস্তুতি ম্যাচে ৫৪ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা তারিফযোগ্য। বোলাররা দুর্দান্ত। এটাই বজায় রাখতে হবে।’

ফের মাঠে অসুস্থ মুসিয়ালা

মিউনিখ, ১৯ অগাস্ট : আবার ম্যাচ চলাকালীন মাঠের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন জার্মান তারকা জামাল মুসিয়ালা। এই নিয়ে গত চারদিনে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার হেইডেনহেইমের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ছিল বায়ার্ন মিউনিখের। মাঠে নামার ছয় মিনিটের মধ্যে অসুস্থ হয়ে মাঠে পড়ে যান মুসিয়ালা। তারপর প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাঠ ছাড়েন তিনি। ম্যাচের পর সমাজমাধ্যমে মুসিয়ালা নিজেই জানিয়েছেন, স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন তিনি। তবে বিষয়টি তেমন গুরুতর নয়। চিকিৎসা চলছে জার্মান মিডফিল্ডারের।

এখনও শীর্ষে বুমরাহ, হেডের সিংহাসনে ব্রুক

দুবাই, ১৯ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কা সফরে নেই। চোটের জন্য পুরো সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তারপরও আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। টেস্ট ব্যাটিংয়ে অবশ্য রদবদল হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেডকে সরিয়ে এক নম্বর টেস্ট ব্যাটারের শিরোপা ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুকের মাথায়।

কেরিয়ারে চতুর্থবার এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন ব্রুক। ডারউইন টেস্টের দুই ইনিংসের হেডের সংগ্রহ ২২ ও ১৭। প্রভাব আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে। তিন ধাপ পিছিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলীয় তারকা। ব্রুক আর হেডের মাঝে রয়েছেন জো রুট (৮৪০) ও স্টিভেন স্মিথ (৮৩৩)। সতীর্থ ব্রুকের থেকে ১২ পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে রুট। দল হারলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সফল স্মিথ (৭১ ও ৪৪)।

সেরা দশে ভারতীয়দের মধ্যে দুইজন জায়গা পেয়েছেন। অধিনায়ক শুভমান গিলের (সপ্তম, ৭৪৩) সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়াল (নবম, ৭৩৩)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যের সুবাদে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত (প্রথম ইনিংসে ৮৪ করেন) ৮ ধাপ এগিয়ে সেরা ২০-তে ঢুকে পড়েছেন।

বোলিং বিভাগে রাজপাট দখলে রেখেছেন বুমরাহ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের পেস বোলার ম্যাট হেনরির সঙ্গে বুমরাহর (৮৭০) পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র ৯। বুমরাহ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় বোলার প্রথম দশে নেই। মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছেন যথাক্রমে ১৫, ১৪ ও ১৫তম স্থানে। বোলিং বিভাগে সেরা দশে একাধিপত্য অজিদের। মিচেল স্টার্ক (৩), প্যাট কামিন্স (৫), স্কট বোল্যান্ড (৬) ছাড়া প্রথম দশে আছেন জোশ হ্যাজেলউড (৯)।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচেই ভারত

এদিকে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টে বড় জয় পেলেও ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট তালিকায় ভারতের অবস্থানে কোনও উন্নতি হয়নি। পাঁচ নম্বরেই আটকে শুভমান গিলের দল। চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (২০২৫-২০২৭) এখনও পর্যন্ত ১০টি টেস্ট খেলে ৫টিতে জয় ও ৪টিতে হেরেছে ভারত। বাকি ম্যাচ ড্র। সবমিলিয়ে জয়ের শতকরা হার ৫৩.৫৩।

ডারউইন টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চমকে দেওয়া বাংলাদেশ (৬৬.৬৭) রয়েছে ভারতের ঠিক আগে চতুর্থ স্থানে। অপ্রত্যাশিত হার সত্ত্বেও ক্যাঙারু ব্রিগেড পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ার জয়ের শতকরা হার ৭৭.৭৮। পরবর্তী দুই স্থানে যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা (৭৫.০০) ও নিউজিল্যান্ড (৭২.২২)।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহাংশু নাহা : তোমার জন্মদিনে রইল অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। -মা, বাবা, ঠাম্মি ও পরিবারের সকলে।

পাক বধ করে দ্বিতীয় রাউন্ডে হরমনপ্রীতরা

আমস্টেলভিন, ১৯ অগাস্ট : স্নায়ুর চাপ সামলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলে বিধ্বস্ত করে হকি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতীয় দল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক হকিতে টানা ৩৮৪২ দিন ও ২০টি ম্যাচ অপরাজিত থাকল ভারত।

ড্র করলেই পরবর্তী রাউন্ডের ছাড়পত্র মিলত। বেশ চাপমুক্ত হয়েই মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীত সিংরা। তার উপর পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালের পর পাকিস্তানের কাছে হারেনি ভারত। ফলে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল ক্রেগ ফুলটনের দল।

এদিন ম্যাচ শুরুর আগেই সূর্যকুমার যাদব, হরমনপ্রীত কাউরদের 'প্রথা' ভেঙেছিল ভারতীয় পুরুষ হকি দল। জাতীয় সংগীতের পর তাঁরা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করেন। এমনকি ম্যাচ শেষেও দুই দলের খেলোয়াড়দের হাত মেলাতে দেখা গিয়েছে।

ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের খেলোয়াড়ের সঙ্গে হাত মেলালেন হার্দিক সিং।

ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টার থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ভারত। ৫ মিনিটেই লিড নেয় তারা। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। ১১ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন অভিষেক নইন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ২১ মিনিটে ভারতের তৃতীয় গোলটি করেন হরমনপ্রীত। চলতি বিশ্বকাপে পাঁচটি গোল করে সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন তারকা ড্র্যাগফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং।

জয়ের পর সন্তানের সঙ্গে খোশমেজাজে মনপ্রীত সিং।

পরের মিনিটে পাকিস্তানের হয়ে প্রথম গোলটা করেন হানান শাহিদ। ২৪ মিনিটে ভারতের চতুর্থ গোলটি করেন অভিষেক। এরপরে পাকিস্তানের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন সুফিয়ান খান।

৩৪ মিনিটে হার্দিক সিং ভারতের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন। শেষদিকে পাকিস্তানের হানান শাহিদ আরও একটি গোল করেন। তাতে অবশ্য ভারতের জয় পেতে সমস্যা হয়নি।

টাটা স্টিল রোড রেস ২০ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : ২০২৬ টাটা স্টিল কলকাতা ২৫কে রোড রেসের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, মন্ত্রী শংকর ঘোষদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার স্মারক উন্মোচন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতেও সেই স্মারক তুলে দেওয়া হয়েছে। এই বছর কলকাতায় প্রতিযোগিতার আসর বসবে ২০ ডিসেম্বর। নাম নথিভুক্তিকরণ শুরু হয়েছে গত ১৩ অগাস্ট। পর্যাপ্ত নাম নথিভুক্ত হয়ে যাওয়ায় ২৫ কিলোমিটার বিভাগে রেজিস্ট্রেশন ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

টাইব্রেকারে হুয়ান সেবাস্তিয়ান পেনার শট রুখে দিচ্ছেন প্রভসুখান সিং গিল।

প্রভসুখানের হাতযশে ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি-০
ইস্টবেঙ্গল এফসি-০
(ইস্টবেঙ্গল টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জয়ী)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : এর আগে প্রভসুখান গিলের পেনাল্টি বাঁচানোর তেমন রেকর্ড নেই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। কিন্তু এদিন ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জিতিয়ে ডুরান্ড ফাইনালে তোলার প্রধান কারিগর তিনিই।

পাঁচটায় পাঁচটা গোলই করার জন্য যদি আনোয়াল আলি, রোহিত দানু, লালচুংনুঙ্গা, ক্রিস ইকোনোমিডিস, মহম্মদ বসিম রশিদরা কৃতিত্বের অধিকারী হন তাহলে হুয়ান সেবাস্তিয়ান পেনার শট শুরুতেই আটকে দলকে ফাইনালে পৌঁছানোর রাস্তাটা গিলই তৈরি করে দেন। যে ম্যাচে দাপটের সঙ্গে জেতার কথা ইস্টবেঙ্গলের সেটাই টাইব্রেকার অবধি নিয়ে যাওয়ার জন্য লাল-হলুদ আক্রমণভাগের ব্যর্থতাই দায়ী। দুই অর্ধেই একাধিক সুযোগ নষ্ট। ফলে ম্যাচটা কখনোই দর্শনীয় হয়ে ওঠেনি। তবে টাইব্রেকারে গিয়ে আর কোনও ভুল করেননি ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। পাঁচটার পাঁচটা শটেই গোলে রাখলেন। সেখানে প্রথমটা গোল না হওয়ায় শেষ শট আর নিতে হয়নি স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে।

ডুরান্ড কাপের মান যে কোথায় পৌঁছেছে এদিন স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি তার প্রমাণ। এই দলটা গ্রুপ পর্যায় থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে আবার এক ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার রডরিগুইনহো এইমুহূর্তে দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলস্কোরার। অথচ পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট থেকে ঠিকঠাক একটা পাস বাড়াতে না পারা, সবই পাওয়া গেল স্পোর্টি দিল্লির কাছ থেকে। এরকম দলের সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা থাকতে পারে না। গত মরশুমেও ডায়মন্ড হারবার এফসি সেমিফাইনালে খেলে যথেষ্ট ভালো ফুটবলের প্রদর্শনী করে। এরকম একটা দলের বিপক্ষে প্রথমার্ধে একাধিক সুযোগ নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের। উলটে পেনাল্টি পেয়ে যায় দিল্লিই। এদিনও রডরিগোকে বক্সের মধ্যে বিশ্রিভাবে ট্যাকল করেন এএফসি কাপের প্লে-অফে পেনাল্টি দেওয়া সন্দীপ মান্ডিই। তবে রডরিগো এত কায়দা করলেন যে গিলের সমস্যাই হল না তিনি কোনদিকে শট মারতে চলেছেন তা বুঝে নিয়ে ধরতে। এদিন মাত্র ৩ মিনিটে জেসিন টিকের ক্রস গোলমুখে পড়লে তাতে পা লাগাতে পারেননি বিপিন সিং। এরপর ১৬ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রশিদের ফ্রি কিক ক্রসপিসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। তবে তাঁর এবং দলের দুঃখের পরিমাণ আরও বাড়ে যখন ৭৪ মিনিটে আবার তাঁর শট পোস্টে লাগে। ১৯ মিনিটে আবার জেসিনের শটও ক্রসপিসে লেগে বেরিয়ে যায়। একটা

> আমি আমার ফুটবলারদের পারফরমেন্সে গর্বিত। কারণ ওরা এতটুকু বিশ্রাম পাচ্ছে না। দুই-তিনদিনের ব্যবধানে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তাই সুযোগ নষ্ট নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আজ আমাদের তিনটি শট পোস্টে লেগেছে। এছাড়াও এডমুন্ড ও জেসিন চেষ্টা করেছে গোল পাওয়ার। সুযোগ তৈরি না হলে বরং আমি বেশি চিন্তা করতাম।
>
> -আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

ম্যাচে তিন-তিনটি শট বারপোস্টে লাগা দুর্ভাগ্যজনক। ৭৫ মিনিটে ইকোনোমিডিসের বাড়ানো বল থেকে পরিবর্ত ডেভিড লালহালানসাঙ্গা গোলকিপারে সঙ্গে করমর্দন দূরত্বে দাঁড়িয়ে সুযোগ নষ্ট করাটা অবশ্য অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। প্রথমার্ধেই ইস্টবেঙ্গলের অন্তত তিন গোলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ৪৩ মিনিটে এডমুন্ড লালরিনডিকার শট ভালো বাঁচান দিল্লির গোলকিপার নোরা ফার্নান্ডেজ। তিনি এদিন বেশ কয়েকবার দলকে বাঁচালেন। এদিন এডমুন্ডকে ডানদিকে সরিয়ে এনে জেসিনকে একা সামনে রেখে খেলান হাবাস। এই দুই তরুণই ছটফটে, চেষ্টা আছে তবে বেশিরভাগ আক্রমণই শেষ হয়ে গেল বক্সের আশপাশে এসে। এডমুন্ড, জেসিন, ডেভিডদের তো এসব ম্যাচেই গোল করে নায়ক হতে হবে। কোচের দেওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে বড় ফুটবলার হবেন কীভাবে?

ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে ড্যানি র‍্যামিরেজ এখনও পর্যন্ত কার্যকরী নন। মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে কী করবেন তা সময়ই বলবে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে এখনও তাঁর পরিবর্ত হতে পারেননি র‍্যামিরেজ। তবে নিরলস কাজ করছেন রশিদ। এদিন চোটের জন্য খেলেননি পিভি বিষ্ণু। তাঁর অভাব অনুভূত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পর বোঝা যাবে আবারও একবার ডার্বি হবে কিনা।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, হার্দিক (চুংনুঙ্গা), সন্দীপ, আনোয়ার, জয়, জেসিন (ডেভিড), রাশিদ, জিকসন, বিপিন (দানু), র‍্যামিরেজ আসিফ) ও এডমুন্ড (ক্রিস)।

প্রথম একাদশে বদলের ইঙ্গিত

আলাদিনই কাঁটা মোহনবাগানের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ অগাস্ট : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আর ডুরান্ড কাপ ফাইনালের মাঝে সবচেয়ে বড় কাঁটা আলাদিন আজারেই।

ডুরান্ড জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে সেই নর্থইস্টের বিরুদ্ধেই শিলংয়ে অগ্নিপরীক্ষা সবুজ-মেরুনের। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫ হাজার ফুট উচ্চতায় শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম। ফলে ফুটবলারদের দমে ঘাটতি হতে পারে। শুধু তাই নয়, গত কয়েকদিন লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে মেঘালয়ে। ভারী মাঠে সাহাল আবদুল সামাদ, মনবীর সিংদের সহজাত ফুটবল খেলাটাই কঠিন হয়ে পড়বে। যদিও তার জন্য বিকল্প পরিকল্পনা ছকে রেখেছেন বাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস।

প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মোহনবাগানের ডুরান্ড ফাইনাল খেলার পথে আরও একটা বড় কাঁটা নর্থইস্টের আলাদিন। এবার ডুরান্ডে ইতিমধ্যে ৯ গোল করে ফেলেছেন মরক্কান গোলমেশিন। বুধবার শিলং রওনা হওয়ার আগে টিম মিটিংয়ে নর্থইস্ট ম্যাচের নীলনকশা ছকে ফেলেছেন প্যানোস। আলাদিনকে রুখতে বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাগান থিংকট্যাংককে ভাবাচ্ছে আরও দুইটি নাম। জিথিন এমএস ও আন্তোনিও মোয়ানো। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার এফসি থেকে মোয়ানোকে সই করিয়েছে নর্থইস্ট। হুয়ান পেদ্রো বেনালির দলে নেস্টর আলবিয়াখের জায়গাটা এখন তিনিই নিয়েছেন। মোয়ানোই মূলত বলের জোগান দেন আলাদিনকে। কাজেই তাঁকে আটকে রাখতে পারলে সবুজ-মেরুনের কাজ কিছুটা হলেও সহজ হয়ে যাবে।

> **ডুরান্ড কাপে আজ**
> **নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**
> **সময় :** সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** শিলং
> **সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

এমন একটা ম্যাচের আগে বাগান শিবিরে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চোট-আঘাত সমস্যা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য দলের সঙ্গে যাননি দেজান ড্র্যাজিচ। ফলে প্রথম একাদশে পরিবর্তন আসছেই। জেমি ম্যাকলারেন, মিগুয়েল ফিগুয়েরা, সামির জেলজকোভিচ এই তিন বিদেশির কেউই ৯০ মিনিট খেলার জায়গায় নেই। ভারতীয় আক্রমণভাগ নিয়েই মাঠে নামতে হবে মোহনবাগানকে। ডুরান্ড সেমিফাইনালে সবুজ-মেরুন জার্সিতে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের অভিষেকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তাঁকে খেলানোর বিষয় চিকিৎসকদের থেকে সবুজ সংকেত মিলেছে। নর্থইস্ট ম্যাচে শুরু থেকেই ছাঙ্গতেকে ব্যবহার করতে পারেন প্যানোস। বসতে হতে পারে লিস্টন কোলাসোকে। সেক্ষেত্রে অপর প্রান্তে খেলবেন কিয়ান নাসিরি অথবা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝমাঠেও একটি পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। রক্ষণভাগ অবশ্য অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

বুধবার সকালে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে দুই দফায় দুপুরের মধ্যেই শিলং পৌঁছেছে টিম মোহনবাগান। খানিক বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে স্থানীয় গোর্খা গ্রাউন্ডে অনুশীলন করেছে দল। একে অল্প সময়ের ব্যবধানে ম্যাচ। তার ওপর যাত্রার ধকল। অচেনা পরিবেশ। সবমিলিয়ে শিলংয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে প্যানোসের দলের জন্য। প্রতিপক্ষ নর্থইস্টের কাছে শিলংয়ের পরিবেশ মোহনবাগানের মতো একেবারে অচেনা নয়। এই মাঠেই কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে বেনালির দল। গত কয়েকদিন স্থানীয় মাঠেই অনুশীলন করেছেন আলাদিন, জিথিন, পার্থিব গগৈরা। ফলে সেমির ম্যাচে কিছুটা হলেও এগিয়ে থেকে মাঠে নামবে নর্থইস্ট।

আজ প্রথম একাদশে থাকতে পারেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

ট্রফি নিয়ে কৃতিকা শৈব (উপরে) ও জেম মহলানবীশ।

চ্যাম্পিয়ন কৃতিকা, রানার্স জেম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : কানপুরে জাতীয় র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির কৃতিকা শৈব। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১১ সিঙ্গলসে ফাইনালে সে ৩-২ গেমে হরিয়ানার ফাল্গুন গুপ্তাকে হারিয়েছে। সেমিফাইনালে হাওড়ার বরেণ্যা সরকারের বিরুদ্ধে ৩-০ গেমে জয় আসে কৃতিকার। অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে শিলিগুড়ির জেম মহলানবীশ। ফাইনালে সে ১-৩ গেমে অরিভ দত্তর বিরুদ্ধে হেরেছে। এর আগে সেমিফাইনালে ৩-০ গেমে দিল্লির অরুনিম আগরওয়ালকে হারিয়েছিল জেম। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছে আরাধ্যা দে সরকার। কৃতিকা ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাব ও জেম শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেয়।

আক্ষেপ নেই রিয়াল কোচ মোরিনহোর

বার্সায় যোগ দিয়ে 'স্বপ্নপূরণ' রড্রির

বার্সেলোনা, ১৯ অগাস্ট : ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছেড়ে চার বছরের চুক্তিতে বার্সেলোনায় যোগ দিলেন রড্রি। স্প্যানিশ জায়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদেরও লোভনীয় প্রস্তাব ছিল তাঁর সামনে। তারপরও বার্সাকেই বেছে নিয়েছেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

কাতালন ক্লাবটিতে যোগ দিয়ে স্প্যানিশ তারকা সাফ জানিয়ে দিলেন, বার্সেলোনার জার্সিতে খেলা তাঁর কাছে 'স্বপ্নপূরণ।' রড্রির কথায়, 'গত কয়েকটা দিন বেশ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। বার্সেলোনার হয়ে খেলা আমার কাছে স্বপ্নপূরণ। এখানে সতীর্থ হিসেবে যাঁদের পাচ্ছি তার মধ্যে অধিকাংশ ফুটবলারের সঙ্গেই জাতীয় দল থেকে আমার পরিচয় রয়েছে। দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।' রড্রির অন্তর্ভুক্তিতে বার্সার মাঝমাঠ যে আরও শক্তিশালী হল তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিকভাবেই খুশি কাতালান ক্লাবটির কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। রড্রিকে বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার আখ্যা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি রক্ষণেও সাহায্য করে রড্রি। আমার মতে ও এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা নম্বর সিক্স ফুটবলার। ওর অন্তর্ভুক্তি আমাদের খেলায় বাড়তি মাত্রা যোগ করবে।'

বার্সেলোনার জার্সি হাতে রড্রি।

একটা সময় পর্যন্ত রড্রিকে নেওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষবেলায় চমক দিয়েছে কাতালান জায়েন্টরা। এই বিষয়ে রিয়াল কোচ হোসে মোরিনহোর ব্যাখ্যা, 'আমি নিজে রড্রির সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছিলাম। রিয়ালের তরফে বড় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ও সময় চেয়েছিল। যে ফুটবলার সিদ্ধান্ত নিতে দুইবার ভাবে, রিয়ালে তার জায়গা নেই।' তাই রড্রি হাতছাড়া হলেও আক্ষেপ নেই মোরিনহোর। তিনি বলেছেন, 'আমি দল নিয়ে সন্তুষ্ট। যারা দলে রয়েছে তাদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। রড্রির অভাব বোধ করছি না আমি।'

প্রি-কোয়ার্টারে সিন্ধু, আয়ুষ

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : বিশ্বব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন আয়ুষ শেট্টি। বুধবার নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তিনি স্বচ্ছন্দে ২১-৮, ২১-১০ পয়েন্টে হারিয়েছেন শ্রীলঙ্কার দুমিন্দু আবেয়ুইকরামাকে। শেষ ষোলো নিশ্চিত করতে আয়ুষ সময় নিয়েছেন মাত্র ২৬ মিনিট। বিশ্বের ২২ নম্বর শাটলারের সামনে এবার ১১তম বাছাই ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহান।

মহিলাদের সিঙ্গলসে শেষ ষোলোয় উঠলেন পিভি সিন্ধু। এদিন তিনি ২১-১৬, ২১-১৭ পয়েন্টে জিতেছেন কানাডার উয়েন উ ঝাংয়ের বিরুদ্ধে। স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিততে মাত্র ৩৪ মিনিট সময় নিয়েছেন সিন্ধু। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নবম বাছাই সিন্ধুর প্রতিপক্ষ তৃতীয় বাছাই ওয়াং ঝি ই।

বিদায় লক্ষ্য, উন্নতির

শেষ ষোলোয় উঠে পিভি সিন্ধু।

পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় লক্ষ্য সেনের। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি ২১-১৯, ১৯-২১, ১৭-২১ পয়েন্টে হেরে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারেট টানের কাছে। র‍্যাংকিংয়ে ৯২ নম্বরে থাকা ১৮ বছরের মার্কিন তরুণের এটাই প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে ১৪তম বাছাই লক্ষ্য চার বছর আগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে বিদায় নিয়েছেন উন্নতি হুডাও। মহিলাদের সিঙ্গলসের তিনি ২১-১১, ৯-২১, ২১-২৩ পয়েন্টে হেরেছেন কানাডার মিশেল লি-এর কাছে। উন্নতি প্রথম গেম সহজে জিতেছিলেন। তবে লি দ্বিতীয় গেম থেকেই ম্যাচে ফেরেন। তৃতীয় গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচ জিতে নেন লি।

পুরুষদের ডাবলসে বাই পেয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছে গিয়েছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি।

ভিত্তিহীন দাবি ওড়াল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের জেরে আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, এমন দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে উড়িয়ে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ভবিষ্যতে এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হলে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এআইএফএফ স্পষ্ট জানিয়েছে, পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে ভারতে আনার সিদ্ধান্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নেওয়া হয়েছে। এই ম্যাচটি জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীকে ফুটবলের প্রতি আরও আকৃষ্ট করবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা ইন্দিরা সাহা - কে 25.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 45H 49650 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "যারা কোনো রকম কষ্ট ছাড়াই কোটিপতি হতে চান তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ মাধ্যম হবে। আমি প্রত্যেককে ডিয়ার লটারিতে অংশ নেওয়ার জন্য জোরালোভাবে সুপারিশ করব কারণ এই পদ্ধতিতে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য কোনো বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি অনুযায়ী এটি বিশেষ করে মহিলাদের জন্য একটি আদর্শ উৎস হবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রুট জমানার প্রত্যাবর্তনে দাপট ইংল্যান্ডের

লিডস, ১৯ অগাস্ট : অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন। বেন স্টোকস উত্তর জমানায় ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের গুরুভার। বুধবার টসের সময় জো রুটের গলাতে অবশ্য স্টোকসের কথা। জানান, ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-স্টোকস জুটি টেস্ট দলে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, সেই পতাকা নিয়েই এগিয়ে যাবেন। বিশ্বাস, তাঁর দলের সেই দক্ষতা রয়েছে।

বাবরকে ছাড়া মাঠে পাকিস্তান

টসে জিতে মেঘলা আবহাওয়ায় বোলিং নেন রুট। প্রথম বলেই নাটক। ওলি রবিনসনের সুইং-পেসে আউট আজান আওয়াইস। উইকেটের সোজা পায়ে লাগে। ইংল্যান্ডের সমবেত আবেদনে সাড়া দিয়ে আঙুল তোলেন আম্পায়ার। প্রথম পাক ক্রিকেটার হিসেবে সিরিজের প্রথম বলে আউটের তিক্ততা নিয়ে ফেরা আজানের (০)।

কয়েক ওভার পরে ফের ধাক্কা। এবার রবিনসনের শিকার শান মাসুদ (৫)। পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে সবে ৬। কয়েক ওভার কাটতে না কাটতে বৃষ্টি। দশ ওভার অসমাপ্ত রেখেই আগেভাগে লাঞ্চ ডাকতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। ব্রেকটা পাকিস্তানের জন্য কিছুটা হলেও শাপে বর।

ফের খেলা শুরু হলে ইনিংস মেরামতির কাজে হাত লাগান ইমাম-উল-হক (৪২) ও আবদুল্লা শফিক (৬১)। তৃতীয় উইকেটে ৯১ রান যোগ করেন। তবে জোশুয়া টাঙ্গ জুটি ভাঙতেই ফের নড়বড়ে হাল। টাঙ্গ (৪৬/৫) ও রবিনসনের (৫১/৫) দাপটে বাবর আজমহীন (ডান হাতে চোট) পাকিস্তান ১৭১ রানে গুটিয়ে যায়। প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ১১২/২। ক্রিজে রুট (৩৭) ও তিন নম্বরে নামা জর্ডন কক্স (২৩)।

ম্যাচের সেরা প্রতিভা সিং।

জিতল রায় এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দেবীরানি ঘোষ, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও বিমলারানি বসাক ট্রফি মহিলা ফুটবলে বুধবার রায় এফসি ২-০ গোলে তরুণ তীর্থকে হারিয়েছে। ১৯ মিনিটে অনুষ্কা মুন্ডা রায় এফসি-কে এগিয়ে দেন। ৩৪ মিনিটে তাদের জয় নিশ্চিত করেন ম্যাচের সেরা প্রতিভা সিং। বৃহস্পতিবার খেলবে ভিএনসি মর্নিং সকার ও কমলাবাগান এফসি।

প্রেসিডেন্ট কাপে ৩১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ অগাস্ট : ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রেসিডেন্ট কাপ নেপালের কাঁকরভিটায় ২২ ও ২৩ অগাস্ট হবে। প্রতিযোগিতায় ট্র্যাডিশনাল শোতোকান ক্যারাটে অর্গানাইজেশনের ৩১ জন অংশ নেবে। দলের কোচ মিঠুন সাহা জানিয়েছেন, ৩১ জনের মধ্যে ১৪ জন শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির। তারা হলেন আরিয়ানকুমার পাসোয়ান, দিয়া চক্রবর্তী, সায়ন চক্রবর্তী, এলেনা চন্দ, ঋষি সিংহ, ঈশানকুমার সিংহ, আমন সিংহ, কৌস্তভ রায়, দীপকুমার সিংহ, পৃথ্বিরাজ দে, সাবির রহমান, অনুরাগ দেব, রনি সিকদার ও সমন্বয় সিকদার। মিঠুন ছাড়াও প্রতিযোগিতায় মহম্মদ কৌসার, নজরুল ইসলাম প্রধান রেফারির ভূমিকা পালন করবেন।

B-TEX SINCE 1942

বৃষ্টি এবং আর্দ্রতার দরুন ত্বকের সমস্যা দেখা দেয়

একজিমা, দাদ, চুলকানি, ত্বক জ্বালা

বি-টেক্স মলম একমাত্র সমাধান

Now available on Flipkart HEALTHMUG JioMart 1mg shopbtex.com